Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/97	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1918
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Printed at Gouriya Jantra Fakirchand Mitra Street
Author/ Editor:	Ramkali Bhattacharya	Size:	12x19.5 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Advut Upanyas	Remarks:	Novel

অদ্ভুত উপন্যাস।

শ্রীরামকালী ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর

ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট

গৌড়ীয়-যন্ত্র।

সংবৎ ১৯১৮

মূল্য বার আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এক দিবস আমার মনে উদয় হইল যে বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় লোকের দেশীয় ভাষায় অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে—অনেকে অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন; এক্ষণে আমা হইতে যদ্যপি সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হয় তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক। আমি এই রূপ পর্য্যালোচনা করিয়া অদ্ভুত উপন্যাস নামক মনোহর আখ্যায়িকা পরিপূর্ণ এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করি। পরন্তু রচনা শেষ হইলে ইহা জন সমাজে প্রচারিত করিতে আমি কোন মতেই সাহস করিতে পারি নাই। পরে এক দিবস আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব পাঠ করিলাম। তখন তিনি আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট চিত্তে অনেক প্রশংসা করিয়া ইহা মুদ্রিত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

যৎকালে পুস্তক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করি তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয়তম মিত্র সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় বিশিষ্ট পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক

ইহা সংশোধিত করিয়া দেন। এক্ষণে যদ্যপি বঙ্গভাযানুরাগী গুণগ্রাহী মহাশয়েরা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক একবার ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তাহা হইলেই সমুদায় শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

বড়িশা
৭ ই জ্যৈষ্ঠ
সন ১২৬৮

শ্রীরামকালী শর্ম্মা।

অদ্ভুত উপন্যাস।

অনুক্রমণিকা।

সিতারা নগরীতে মহাবল পরাক্রান্ত শশাঙ্কশেখর নামে রাজা বাস করিতেন। একদা তিনি আপন বাহুবলে প্রবল-পরাক্রম-শালী পার্শ্বস্থ ভূপতিগণকে পরাস্ত করিবার মানসে বিনীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক জননীর সন্নিধানে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন। মাতঃ! আমার পিতা পূর্ব্বদেশীয় রাজা সোমসেন কর্ত্তৃক পরাজিত অবমানিত ও অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন কর প্রদান করত কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমিও উক্ত অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। অতএব হে জননি! আপনি অক্ষুণ্ণ মনে অনুমতি করুন আমি পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিগণকে পরাস্ত করিয়া দুর্ব্বিষহ অধীনতাশৃঙ্খল মোচন পূর্ব্বক আপনার চরণ দর্শন করি। রাজমহিষী পুত্রের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র শোকে অধীরা হইয়া বসনে বাস্পবারি সম্মার্জ্জন করত বলিতে লাগিলেন। বৎস! যৎকালে তুমি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য সভারোহণ কর তৎকালে আমার মন তৃষার্ত্ত-চাতক-বিহগের ন্যায় তোমার আগমনপথের পথিক হইয়া অমঙ্গলশঙ্কায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে থাকে এবং নয়ন চকোর তোমার চন্দ্রানন না দেখিয়া অনবরত বাষ্পবারি মোচন করত পৃথিবীকে দূষিত করে। বৎস! অধিক কি বলিব তোমার নিদারুণ যুদ্ধগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অমার দুর্নিবার শোক-সাগর-প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া হৃদয় বেলা আপ্লাবিত করিতেছে। অতঃপর তুমি এই ভীষণ যুদ্ধ ব্যা-

পারে প্রবৃত্ত হইলে আমার এই অস্থির প্রাণবিহঙ্গ দেহপঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া তোমারি অনুগামী হইবে। অতএব বৎস! তুমি এই অসমসাহস হইতে নিবৃত্ত হও।

সুকুমার রাজকুমার জননীর এই সমস্ত করুণার্দ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বিনীত বাক্যে নিবেদন করিলেন জননি! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই মলবাহী অনিত্য শরীরে অবজ্ঞা করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভে যত্নবান্ হন এবং নীতি শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, শরীর ক্ষণবিধ্বংসী, যশঃচিরস্থায়ী অতএব আমি এই দেহের প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্জ্জয় রাজগণকে পরাস্ত করিবার মানসে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। আপনি আমার যশঃশরীরে দায়ালু হইয়া অনুমতি প্রদান করুন। অনন্তর রাজমহিষী পুত্রের ঈদৃশ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সন্দর্শন করিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন এবং স্নেহ প্রযুক্ত মস্তকঘ্রাণ ও তৎকালোচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া ভীষণ সংগ্রাম ব্যাপার সমাধানার্থে বিদায় করিলেন।

মাতৃবৎসল রাজকুমার জননীর আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া বস্ত্রাগারে গমন করিলেন এবং তথায় শরনিবারণের নিমিত্ত গাত্রে কবচ ও অরাতিবিজয়ের নিমিত্ত পৃষ্ঠে শর পূর্ণ তূণ ও হস্তে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে অনল সমীপে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণবর্ত্মন্ যে সমস্ত ভূপতি আমার পিতাকে পরাজয় করিয়াছিল অদ্য আমি সেই শত্রুকুলের শোণিতে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত করিবার বাসনায় জননীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি এক্ষণে আপনকার নিকট বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার এই তীক্ষ্ণশরে আবির্ভূত হইয়া নিখিলশত্রুগণকে ভস্মসাৎ করুন।

অনন্তর অনল রাজকুমারের বিনয়বাক্যে প্রসন্ন হইয়া শিখা কম্পনচ্ছলে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কুমারও তদ্দৃষ্টে হৃষ্টান্তঃকরণে দ্বিগুণতর বল সহকারে জয়পতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক রাজা সো-

মসেনের রাজধানীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পদাতিগণের পদাঘাতে বসুন্ধরার ধূলিপুঞ্জ নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অসূয়া প্রযুক্তই যেন প্রবল জলদের আকার ধারণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ রবিকর আচ্ছাদন করত ভূমণ্ডল তিমিরাবৃত করিল। সূচিভেদ্য তমোরাশি সদৃশ-রজোবৃন্দে অন্ধপ্রায় যোদ্ধৃগণ পথপ্রাপ্ত না হইয়া কর্ণভেদী কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে রথচক্রজনিত সুদুর্লক্ষ্য ভীষণ অনলরাশি উদ্দীপ্ত হইয়া সৌদামিনীর শোভা ধারণ করত পুনঃ পুনঃ আকাশমণ্ডল আলোকিত করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ আতপত্র সমূহ সম্যক্ বিস্তারিত হইয়া মনোহারিণী শিলীন্ধ্রশোভাকে পরাস্ত করিল। করিবর গণ্ড হইতে অসীম দানবারি বিগলিত হইয়া বর্ষাকালীন সুতীক্ষ্ণ বারিধারার শোভা ধারণ করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গগনস্পর্শী জ্যাশব্দ ধ্রুবলোকপর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া ভয়াবহ মেঘশব্দকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এবং রথনির্ঘোষে নিখিল প্রাণি গণের মুহুর্মুহুঃ হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

অনন্তর সোমসেন এই রূপ ভয়াবহ কলরব শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কারণানুসন্ধান বাসনায় পশ্চিম দ্বারে উপনীত হইলেন। এবং দেখিলেন হরজটা ভ্রষ্টা গঙ্গার ন্যায় চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে শত্রুশোণিত দ্বারা পিতৃলোক পরিতৃপ্ত করিবার মানসে রাজকুমার শশাঙ্কশেখর প্রবল বেগে তন্নগরাভিমুখেই আগমন করিতেছেন। এতদবলোকনে সোমসেন নির্ভয়ান্তঃকরণে রাজকুমারের সমীপবর্ত্তী হইয়া গর্ব্বিত বচনে কহিতে লাগিলেন। বৎস! এই দুর্জ্জয় যুদ্ধ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও। তোমার পিতা প্রথমতঃ এইরূপ আড়ম্বর করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া চিরকাল কর প্রদান করত লোক যাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন। অতএব বৎস! তোমার সুকোমল শরীর সন্দর্শন পূর্ব্বক দয়াপরতন্ত্র হইয়া বলিতেছি আমি তোমার নিকট কর গ্রহণ করিব না তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।

রাজকুমার সোমসেনের এই সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব ক্রোধসহকারে বলিতে আরম্ভ কবিলেন “ ওরে দুরাত্মন্ অদ্য তোকে নিপাত করিয়া তোর শোণিতে পিতার তর্পণ করিব ” ; এই বলিয়া শরসন্ধান পূর্ব্বক সোমসেনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সোমসেন প্রবলতর শর প্রভাবে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া প্রবল শত্রুর বিনাশ সাধনার্থে মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত হইয়া স্থিরবিদ্যুতের ন্যায় রণস্থলস্থ অসীম তিমির রাশি ধ্বংস করত শশাঙ্কশেখরের চতুরঙ্গিণী সেনাভিমুখে প্রবলবেগে গমন করিতে লাগিল। রাজকুমারের করিবরগণ ভীষণ অস্ত্রতাপে তাপিত হইয়া নিবারণ বাসনায় করস্থ বারি রাশি ইতস্ততঃ সেচন করত জঙ্গম ভূধরসমূহের ন্যায় বায়ু বেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুশিক্ষিত বাজিগণ সভয়ে হেষা রব পরিত্যাগ করত তীক্ষ্ণজবে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। পদাতিগণ ভয়াবহ শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া নিরন্তর বারিবর্ষণ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন রাজকুমার ব্রহ্মাস্ত্র প্রপীড়িত নিজ সেনা গণকে প্রবল বাত্যা হত সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত দেখিয়া শান্তির নিমিত্ত বরুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সুতীক্ষ্ণ বরুণাস্ত্র শরাসন হইতে বহির্গত হইয়া প্রলয় জলদরাশির আকার ধারণ পূর্ব্বক তিমিররাশি বিনাশীনী অচিরস্থায়িনী সৌদামিনী প্রকাশ করত গম্ভীর শব্দে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র তাহাতে এক কালে নির্ব্বাপিত হইল।

অনন্তর ব্রহ্মাস্ত্র নিরস্ত হইলে সোমসেন লজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং প্রবল শত্রু নিপাত জন্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উরগাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সুকুমার রাজকুমার ভয়ানক নাগপাশ অবলোকন করিয়া অখিল সর্পকুল বিনাশ জন্য ত্রিলোক বিখ্যাত গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক পুনরায় সোমসেনকে বিফল প্রয়াস করিলেন।

এই রূপে অষ্টাহ তুমুল সংগ্রামের পর রাজকুমার শশাঙ্কশেখর শরাসনে সম্মোহন শর সংযোজন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ওরে দুরাত্মন্ এইতীক্ষ্ণ শর সংযোগে তোর চৈতন্য নিরাস করত শিরশ্ছেদন করি এইবলিয়া শর ত্যাগ করিবার মানসে সুদীর্ঘ মৌর্ব্বী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সোমসেন, বিস্তীর্ণা ভূতধাত্রীর উপরিভাগে প্রদীপ্ত সুমেরুর ন্যায় সুদীর্ঘা মৌর্ব্বীর উপরিভাগে স্ফুর্ত্তিমান সম্মোহন অস্ত্র অবলোকন করিয়া “ কুমার রক্ষা কর কুমার রক্ষা কর” এই বলিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেলাগিলেন। অনন্তর রাজকুমার সোমসেনের দুঃখে দুঃখিত ও ক্রন্দনে করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া আপন শর প্রতিসংহার করিলেন।

পরে সোমসেন রাজকুমারের সহিত প্রণয় রক্ষণের জন্য আপন ঔরসজাতা শিবগেহিনী হয়প্রিয়া সৌদামিনী ও কৃশোদরী নাম্নী চারিটী কন্যা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে সমর্পণ করিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করত কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুধীগণের যেরূপ বেদচতুষ্টয় এবংমহীপতিগণের যেরূপ চতুরঙ্গিণী সেনা, সেই রূপ সোমসেনের কন্যা চতুষ্টয় রাজকুমারের বিশেষ আভরণ স্বরূপ হইল। এইরূপে কিছু কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইলে একদা রাজকুমার প্রধানা মহিষী শিবগেহিনীর নিকট বলিতে লাগিলেন, প্রেয়সি! বহু দিন অতীত হইল দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্ত জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য মন্ত্রি হস্তে সমর্পণ করিয়া আগমন করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে উক্ত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া এই রাজ্যে পরমসুখে বহু কাল অবস্থিতি করিতেছি। বিশেষতঃ বহুদিন রাজ্যের বা জননীর কোন সমাচার না পাইয়া আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে ত্বরায় অন্যান্য রাজ্য জয় করিয়া একবার জননীর চরণ দর্শন করত সুস্থ হই। রাজকুমারী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ম্লান বদনে ও বাষ্পাকুল লোচনে বলিতে লাগিলেন। নাথ! যদি আপনি নিতান্তই গমন করেন তাহা হইলে আমরাও আ-

পনকার অনুগামিনী হইব ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না; কারণ যেমন নলিনী কখনই বারিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না সৌদামিনী কদাপি জলদ সঙ্গে বঞ্চিত হইয়া আকাশ মণ্ডল আলোকিত করেনা সেই রূপ সাধ্বী রমণীও কখন পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থিতি করিতে পারে না। দেখুন রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র যৎকালে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য বন গমন করেন তৎকালে জনকদুহিতা কি তাঁহার অনুগমনে পরাঙ্মুখ হইয়া ছিলেন? যৎকালে সুপ্রসিদ্ধ নল রাজা অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্য প্রবেশ করেন তখন দময়ন্তী তাঁহার অনুসরণ করিয়া কি পাতিব্রত ধর্ম্মের বিশেষ উদাহরণ স্থল হন নাই? দ্বাদশবর্ষ অরণ্যাধিবাসের সময় দ্রৌপদী কি পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে নিবৃত্ত ছিলেন? অতএব ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে পতিপরায়ণা অবলারা কদাপি পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করেন না ভর্ত্তার যখন যেরূপ অবস্থা ঘটে তাঁহারা ও তখন সেই অবস্থাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন, কিছুতেই ক্লেশ বোধ করেন না আর শুনিয়াছি শাস্ত্রেও কথিত আছে যে অবলাগণের এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে অতএব আমরাও আপনকার অনুগামিনী হইব।

অনন্তর রাজকুমার মহিষীর ঈদৃশ নির্ব্বন্ধ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, প্রেয়সি! আমি যদি অধুনা আপন রাজ্যে গমন করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে সমভিব্যাহারিণী করিতাম কিন্তু আমি এক্ষণে যে উদ্দেশে যাইতেছি, তোমরা সঙ্গে থাকিলে তাহা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন, কারণ, তাহা হইলে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সমভিব্যারে যুদ্ধে বা এবম্বিধ অন্য কোন মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত মূর্খের কর্ম্ম। দেখ রামচন্দ্র জনকাত্মজাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। নলরাজা দময়ন্তীর সহিত কিয়দ্দূর মাত্রগমন করিয়া অবশেষে এইরূপ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করিয়াই পতিপরায়ণা ভূমিশয়না দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিজনবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা কিয়ৎ কাল এই স্থানে অবস্থিতি কর আমি ত্বরায় প্রত্যাগমন করিয়া তোমাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।

রাজকুমার এই রূপ নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা রাজকুমারীর সহগমনের অধ্যবসায় দূরীকৃত করিলে রাজমহিষী কহিলেননাথ! যদি নিতান্তই আমাদিগকে সমভিব্যাহারিণী না করিয়া একাকী যাইবেন তবে সাবধান যেন মরাল বাহন নামক বণিক কুমারের ন্যায় প্রিয়তমা ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কোন ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে অথবা কোন আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ না করেন। অনন্তর রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন প্রাণাধিকে! মরালবাহনের উপন্যাস শ্রবণে একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি অতএব তাহা বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিয়া আমার চপল চিত্তকে স্থিরীকৃত কর। রাজকুমারীও মরালবাহনের উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মরাল বাহনের উপন্যাস।

নাগপুরে নিশাপতি নামে এক সুপ্রসিদ্ধ বণিক বাস করিতেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহার গুণে পরস্পর স্বভাবজাত বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে একত্র কালযাপন করিতেন। অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে নিশাপতি বাণিজ্যার্থ সপ্ততরী সুসজ্জিতা করিয়া বন্ধু বান্ধব গণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শুভক্ষণে মছলীবন্দর নগরে যাত্রা করিলেন। সপ্ত অর্ণবযানের সপ্ত পতাকা প্রায় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া প্রবল বায়ু সহকারে পত পত শব্দ করত উড্ডীন হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ কর্ণ বিক্ষেপ সহকারে জলনিধি বিলোড়িত হইয়া দ্বিতীয় বার মন্থন শঙ্কায় যেন গম্ভীর শব্দ করত কম্পমান

হইতে লাগিল। বায়ু নিশাপতির প্রতি স্নেহ প্রযুক্তই যেন তীক্ষ্ণ অবধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অর্ণবতীরস্থ বন্য প্রাণিগণ নিশাপতির ক্ষেপণীক্ষেপশব্দ শ্রবণে সভয়ান্তঃকরণে ধাবমান হইতে লাগিল। পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতিরা প্রবল শত্রু বোধে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এবং দিনমণি সমুদ্রস্থ অসীম জলরাশি আকর্ষণ করিবার জন্যই যেন তদুপরি এক কালে সহস্র রশ্মি বিস্তার করাতে সাগরের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল! নিশাপতি এই সমস্ত ব্যাপার সন্দর্শন করত দিবাভাগ যাপন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে রজনীর শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত যান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সুরম্যবেত্রাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে তিমি, মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজ প্রাণীগণের উদ্বর্ত্তনদ্বারা জলনিধিমধ্যে ভয়াবহ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সাগরতীরে চতুর্দ্দিকে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিগণ সমুদ্রস্থ প্রণীদিগকে স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন ভয়ানক গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। নিশাপতি এই রূপে সন্ধ্যা অতিবাহন করিয়া রজনী আগতা হইলে দেখিলেন যে শশধরের প্রতিবিম্ব, সমুদ্রস্থ নীলবর্ণ জলরাশির উপর পতিত ও চঞ্চল তরঙ্গ সহকারে কম্পিত হওয়াতে শতধা বিভিন্ন হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। এবং তাহাতে তখন অনুভূত হইতে লাগিল যেন সাগর মন্থন কালে যেরূপ একটী শশাঙ্ক উত্থিত হইয়াছিল সেই রূপ শত শত শশাঙ্ক, সাগর গর্ত্তে অবস্থিত রহিয়াছে। অসংখ্য তারাগণের প্রতিবিম্ব সাগরতলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন পতির জলনিমজ্জন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তারাগণ সহগমন বাসনায় সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। বণিক্‌তনয় এই সমস্ত সন্দর্শন করত ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিলেন। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে পর নিশাপতি ক্রমে ক্রমে মচ্ছলীবন্দরে উপনীত হইলেন এবং অবস্থিতিজন্য হরবল্লভ নামক বণিকের আশ্রমে উপস্থিত হইয় বলিলেন মহাশয় আমরা বহুদূর হইতে আপনাদিগের দেশে বাণি-

জ্যার্থ আগমন করিয়াছি কিন্তু বহু স্থানে ভ্রমণ করিলাম কুত্রাপি অবস্থিতি করিবার স্থান না পাইয়া অষ্টাহ অর্ণবপোতে বাস করিতেছি কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত অসুবিধা হয় একারণ মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি ও প্রার্থনা করিতেছি যে যদ্যপি মহাশয় থাকিবার ও দ্রব্য সামগ্রী রাখিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করেন তাহা হইলে আমরা দ্রব্যজাত বিক্রয় পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে গমন করি। হয়বল্লভ তথাস্তু বলিয়া নিশাপতিকে থাকিবার নিমিত্ত এক সুরম্য হর্ম্ম্য প্রদান করিলেন। নিশাপতি ও হয়বল্লভের ভবনে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী স্থাপন পূর্ব্বক অর্ণবযান ও অন্যান্য পার্শ্বচরগণকে বিদায় করিয়া বাণিজ্যার্থ সেই মছলী বন্দরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হয়বল্লভের সহিত দিন দিন তাঁহার প্রণয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক দিন হয়বল্লভ নিশাপতিকে বাটীতে আনয়ন জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বিস্তর আগ্রহ করিতে লাগিলেন, নিশাপতি তাহাতে সম্মত হইয়া রজনী যোগে গমন করিলেন। অনন্তর ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া উপবেশন করিবার পর হয়বল্লভ বিনয় বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন মহাশয় আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যদি বলিবার প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে বলিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর করুন। অনন্তর নিশাপতি উত্তর করিলেন মহাশয় আপনি আমার পরম মিত্র সুতরাং আপনকার নিকট আমার কোন বিষয়ই অপ্রকাশ্য নাই, নিঃশঙ্ক চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। তখন হয়বল্লভ প্রীতিপ্রফুল্লমনে বলিতে লাগিলেন মহাশয়! আমার জিজ্ঞাসা এই যে আপনি কোন্ নগর অথবা কোন্ গ্রাম অনাথ করিয়া বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছেন? এবং দুর্লভ সন্তান মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ানক পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন কি না? এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাপতি উত্তর করিলেন মহাশয় নাগপুর আমার বাসস্থান এবং দ্বাদশ বর্ষ হইল আমি অপার পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি তখন হয়বল্লভ হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন মহাশয়! আমারও নিরুপম-রূপবতী অষ্টম

বর্ষীয়া একটি কন্যা আছে। তাহার নাম ভোগবিলাসিনী। আমি অসীম স্নেহে ও যত্নে এই দুহিতাকে লালন পালন করিয়া আসিতেছি। যদি মহাশয়ের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আপনকার পুত্রকে কন্যারত্ন দান করিয়া নির্ব্বৃত হই।

অনন্তর নিশাপতি মিত্র বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া তথায় পুত্রের পণিগ্রহণ দিবস নিরূপণ করত দ্রব্য সমূহ বিক্রয় পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর কিছু দিন অতীত হইলে পর নিশাপতি নাগপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইলে প্রতিবেশিগণ সকলেই এক কালে আনন্দ নীরে অবগাহন করিল। পরিবারবর্গ ও পরিচারকগণ তাঁহার আনয়ন জন্য অগ্রসর হইলে নিশাপতি দীন ও দরিদ্রগণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে করিতে স্বকীয় সুরম্য হর্ম্ম্যে উপনীত হইলেন। তিনি বাণিজ্য দ্বারা যে বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা ধনাগারে রাখিতে অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন।

দৈবের কি ঘটনা! কাহার কোন্ সময়ে কি রূপ অবস্থা উপস্থিত হয় বলা যায় না। দেখ নিশাপতি, কোথায় বহু ধন উপার্জ্জনের পর পুত্রের বিবাহ দিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবেন তাহা না হইয়া তিনি সেই রজনীতেই প্রবলতর জ্বর পীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন যে আমি এই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলাম, মিত্র হয়বল্লভের নিকট যে সত্য করিয়া আসিয়াছি তাহা এক্ষণে কি উপায়ে রক্ষা হয়। এই রূপ চিন্তা ও প্রবল রোগ, দিন দিন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি নানা প্রকার বিবেচনা করিয়া সত্য ভঙ্গ ভয়ে ভীত হইয়া বহু সংখ্য বাহিনীগণ সমভিব্যাহারে প্রিয়তম তনয় মরালবাহনকে বহু সম্পত্তি ও পত্রিকা গ্রহণ পূর্ব্বক মছলীবন্দরে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞা মাত্র সেনাগণ বণিক্ কুমারকে ও আর আর দ্রব্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে করিয়া

বিবিধ বাদ্যোদ্যম করত মছলীবন্দরে উপস্থিত হইল এবং বণিক্শ্রেষ্ঠ হয়বল্লভের নিকট পত্রিকা প্রদান পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। হয়বল্লভ পত্রিকা পাঠ করিয়া ও সেনাগণের প্রমুখাৎ সমুদায় শুনিয়া এককালে হর্ষবিষাদে জড়ীভূত হইলেন। পরে তিনি কন্যা সম্প্রদান জন্য নানাবিধ দ্রব্য আয়োজন ও নানা স্থানে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন ইত্যসরে নাগপুরে নিশাপতি আরও প্রবল পীড়ায় পীড়িত হইলেন। তখন বহুদর্শী চিকিৎসকগণ সেই রোগের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিকার করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদনে তাঁহার নিকট কহিলেন মহাশয়! আপনি যে অপ্রতিবিধেয় কাল রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, আমরা বিবিধ মহৌষধ প্রয়োগ করিয়া ও ইহার কিছুমাত্র উপশম করিতে পারিলাম না বরঞ্চ রোগ দিন দিন অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করিয়াছি। এক্ষণে যদি পরমেশ্বর অনুকূল হন তাহা হইলেই আপনি এই কাল রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন নচেৎ আমাদিগের আর সাধ্য নাই। নিশাপতি চিকিৎসকের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুখভোগ ও জীবনের প্রতি এককালে হতাশ হইলেন এবং সেই অন্তিম কালে প্রাণসম প্রিয়তম তনয়ের চন্দ্রানন না দেখিয়া শোকাকুল-চিত্তে বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন হা পুত্র মরালবাহন! আমার এই মৃত্যুর সময় এক বার দর্শন প্রদান করিয়া যাও। হা বৎস! তোমার পরিণয়, ইহার পর আর আমার আনন্দের বিষয় কি! কিন্তু তোমারি পরিণয় জন্য অদর্শন রূপ কাল আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। নিশাপতি এই রূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

বণিকের মৃত্যু হইলে পর বণিক্পত্নী হাহাকার করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরে বহু যত্নে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন নাথ আপনি অতুল

সম্পত্তিশালী হইয়া আপন পত্নীকে অনাথিনী করত কোথায় গমন করিতেছেন; হে হৃদয়! তুমি কি নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছ, শীঘ্র বিদীর্ণ হইয়া এই কলুষিত প্রাণবায়ুকে নিঃসারিত করত আমাকে এই ভীষণ দেহভার হইতে মুক্ত কর। হে ইন্দ্রিয়গণ তোমরা স্বামিবিরহে একবার স্পন্দহীন হইয়া কিনিমিত্ত পুনর্ব্বার সচল হইতেছ, যদি তোমরা এককালে স্পন্দহীন হইয়া অনিত্য প্রাণবায়ুকে দূরীকৃত করিতে তাহা হইলে তোমাদিগকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। হায়! ঐ অগ্রে বৈধব্যদশা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আগমন করিতেছে; হায়! উহাকে অবলোকন করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে; আমার বোধ হইতেছে যেন ঐ ভীষণ মূর্ত্তিধারিণী বৈধব্যদশা ত্বরায় সমাগতা হইয়া আমার পাষাণময় হৃদয়কে বিদীর্ণ করত তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অশেষ ক্লেশ দান করিবে অতএব হে নাথ! আপনি শীঘ্র ধরাশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় প্রিয়তমার প্রাণনাশিনী বৈধব্যদশাকে দূরীকৃত করুন। হে বাষ্পবারি আমি তোমার নিকট বিনয় বচনে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্ষণেক কাল আমার নয়নযুগল হইতে অন্তর্হিত হও; আমি কিয়ৎক্ষণ প্রিয়তমের মধুরমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া জীবন সার্থক করি। বণিক্‌পত্নী এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিয়া নিয়মানুযায়ী ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সমাপন করিলেন এবং পুত্রবিষয়ক নানা প্রকার চিন্তা করত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মছলীবন্দর নগরে হয়বল্লভ বণিক্‌কুমারকে আপন কন্যা ভোগবিলাসিনী সমর্পণ করিয়া বলিলেন বৎস! আমি নিঃসন্তান অতএব তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব। তুমি এই বাটীতে কিছু কাল অবস্থিতি করত আমাদিগের নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত কর পরে যৎকালে মিত্র, বাণিজ্যার্থে পুনর্ব্বার এতদ্দেশে আগমন করিবেন তৎকালে তুমি সস্ত্রীক হইয়া গমন করিবে আমরা তোমাকে একাকী বিদায় দিয়া

প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। মরালবাহন শ্বশুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন মহাশয়! যৎকালে পিতা পুনর্ব্বার আগমন করিবেন তখন আমি তাঁহার সহিত আগমন করিয়া আপনার চরণ দর্শন করিব এক্ষণে একবার গৃহে যাইব অনুমতি করুন। দেখুন আমি যখন গৃহ হইতে আগমন করি তখন পিতাকে পীড়িত দেখিয়া ছিলাম। তন্নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। মরালবাহন এই রূপ নানা প্রকারে গমনেচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা সমস্তই বিফল হইল। অনন্তর হয়বল্লভ পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া মরালবাহনের সমস্ত পার্শ্বচর গণকে বিদায় করিয়া সুখে ও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে এক দিবস মরালবাহন প্রিয়পত্নী ভোগবিলাসিনীর নিকট বলিলেন প্রাণাধিকে! বহু দিন অতীত হইল পিতামাতার অথবা বাটীর কোন সমাচার পাই নাই, তাহাতে আমার মন অশেষ বিধ দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়াছে বিশেষতঃ যৎকালে আমি বিবাহার্থ আগমন করি তৎকালে পিতাকে প্রবল রোগে প্রপীড়িত দেখিয়া আসিয়াছি অতএব আমি কল্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বাটী গমন করিব তুমি কিয়ৎকাল একাকিনী অবস্থিতি কর। ভোগবিলাসিনী পতির এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয় বচনে বলিতে অরম্ভ করিলেন হে প্রিয়তম! যদি আপনি গৃহে গমন করেন তাহা হইলে আমি আপনকার অনুগামিনী হইব। মরালবাহন বলিলেন প্রেয়সি! এক্ষণে তোমাকে সঙ্গিনী করিয়া গমন করিব না কারণ যদি তোমার পিতা জানিতে পারেন তাহা হইলে কখনই গমন করিতে দিবেন না সুতরাং আমি গুপ্তভাবে বাটী গমন করিয়া পিতামাতার চরণ দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া ত্বরায় আগমন করিব। সুকুমারী ভোগবিলাসিনী নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে প্রবোধিত করিতে না পারিয়া বলিলেন নাথ! যদি নিতান্তই একাকী যাওয়া স্থির করিয়া থাকেন তাহা হইলে পথে অতি সাবধান পূর্ব্বক গমন করিবেন।

আমি শ্রবণ করিয়াছি কোন সমুদ্র তীরে অনেকেই জীবন হারাইয়াছে। আপনি উত্তমরূপ সতর্কতার সহিত যাইবেন। মরালবাহন এইরূপে পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া সেই নিশাবসানেই একাকী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক নৌকায় আরোহণ করিয়া নাগপুরের অভিমুখে যত্রাকরিলেন।

অনন্তর কিছু পথ অতিক্রম করিয়া মরালবাহন পার্শ্বচরগণের নিকট বলিলেন আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে অতএব সম্মুখবর্ত্তী কোন গ্রাম বা নগরে নৌকা লাগাইয়া ভোজনাদির আয়োজন করিয়া দাও। নাবিকগণও যে আজ্ঞা বলিয়া নৌকা চালাইতেলাগিল। এবং বণিক্‌কুমার নানা প্রকার কথোপকথন করত গমন করিতেছেন ইত্যবসরে এক রাক্ষসী তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য অবলোকন পূর্ব্বক মোহিতা হইয়া মায়াবশে বহু দূর গমন করিল এবং তথায় ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে বহুজনাকীর্ণ এক নগর নির্ম্মাণ করিল। তথায় স্থানে স্থানে সুনির্ম্মল জলপূর্ণ দীর্ঘিকা এবং কমলোৎপল-মণ্ডিত ও চক্রবাক প্রভৃতি বিহগ সমূহে সুশোভিত সরোবর এবং উত্তমোত্তম বাণিজ্য স্থান পরিদৃষ্ট হওয়াতে পথিকদিগের নয়ন ও মন অপহৃত হইতে লাগিল। এবং মায়াবিনী রাক্ষসী তন্নগরের রাজ্যেশ্বরী হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিল ও মায়াময় মনুষ্যগণকে আদেশ করিল যে যদি কোন ব্যক্তি আমার এই রাজ্যে আগমন করে তাহা হইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতে পারিবে না। অনন্তর মরালবাহন দূর হইতে উত্তম নগর সন্দর্শন করিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে অনুচর গণকে আদেশ করিলেন যে ঐ অগ্রে নগর দেখা যাইতেছে ঐ স্থানেই নৌকা বন্ধন পূর্ব্বক ভোজনাদি করা যাউক। ভৃত্যেরা যে আজ্ঞা বলিয়া তথায় উপনীত হইল ও কহিল মহাশয়! আপনকার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। আপনি ইচ্ছামত দ্রব্য আনয়ন করিয়া নৌকারোহণ করুন। মরালবাহন ও অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া নগরে গমন করিলেন।

বণিককুমার নগরে উঠিবামাত্র মায়াময় মনুষ্যগণ বলিতে লাগিল মহাশয় আমাদিগের রাজার আদেশ আছে যে যিনি ভিন্ন রাজ্য হইতে এতন্নগরে আগমন করিবেন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন না। মরালবাহন জিজ্ঞাসা করিকরিলেন তোমাদিগের মহারাজ কোথায় তখন এক মনুষ্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া পাপীয়সী রাক্ষসী সমীপে গমন করিল।

অনন্তর রাক্ষসী দূর হইতে মরালবাহনকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃদু হাসিনী ও মধুর ভাষিণী হইয়া সম্ভ্রমের নিমিত্তই যেন গাত্রোত্থান করত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সুকুমার বণিক্‌কুমারও দূর হইতে রাক্ষসীকে অবলোকন করিয়া রাজমহিষী ভ্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন। পাপীয়সী রাক্ষসীও বণিক্‌নন্দনকে নিকটস্থ দেখিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে কিঞ্চিৎ ধূলি নিক্ষেপ করিল। মরালবাহন মন্ত্রপূত ধূলি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ দিব্যাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মেষরূপ ধারণ করিলেন। পরে একটী ভয়ানক শব্দ হইয়া মায়াজাত সমস্ত দ্রব্যই বিলুপ্ত হইল। তখন মরালবাহনের পার্শ্বচরগণ হাহাকার শব্দ করত নৌকা গ্রহণ করিয়া দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিল।

এই গল্প সমাপন করিয়া সুকুমারী শিবগেহিনী রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়াবলিলেন নাথ! অদ্যাপি সেই বণিক্‌নন্দনের কোন রূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই কারণে আপনাকে সতর্ক করিতেছি। আপনি সর্ব্বদা সাবধান হইয়া যাইবেন।

রাজকুমার বলিলেন প্রেয়সি! ব্রহ্মার ও জননীর বর প্রাপ্ত হইয়াছি এক্ষণে দিগ্বিজয় করিব, তাহাতে অনিষ্টাপাতের শঙ্কা নাই। রাজকুমার এই বলিয়া জ্যেষ্ঠা মহিষীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিতীয়া হরপ্রিয়ার নিকট গমন করিলেন এবং তথায়

উপস্থিত হইয়া বলিলেন প্রাণাধিকে ! বহুদিন অতীত হইল দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আসিয়া তোমাদিগের ভবনে অবস্থিতি করিতেছি অতএব ত্বরায় আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া আপন দেশে গমন করিতে মানস করি। রাজকুমারী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনিবার বাষ্পবারি মোচন করত বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে নাথ! আপনি দুর্জ্জেয় যুদ্ধ জয় লাভ করিয়া সসাগরা ধরার একাধিপতি হইবেন ইহা হইতে আর আমাদিগের আনন্দের বিষয় কি। পরন্তু দেখিবেন যেন অনাদিমোহন নামক রাজকুমারের পত্নীর ন্যায় অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। অনন্তর রাজনন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন প্রেয়সি! অনাদিমোহনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি তুমি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর। অনন্তর রাজকুমারী অনাদিমোহনের উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অনাদিমোহনের বৃত্তান্ত।

কাঞ্চীপুর নগরে ভুজঙ্গবাহন নামে মহাবল পরাক্রান্ত প্রবল প্রতাপশালী নরপতি বাস করিতেন। তিনি আপন পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মহীপতিগণকে পরাস্ত করিয়া ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সমস্ত রাজগণ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া কর প্রদান করত সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কালাতিপাত করিত। প্রভাতে চতুরঙ্গিণী সেনাগণ মহারাজের অভ্যুত্থান প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিত এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বে নিখিল বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিত। তিনি স্তুতিপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য সভারোহণ করিতেন। এই রূপে অষ্টাবিংশতি বৎসর অতীত হইল তথাপি রাজা পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর এক দিন তিনি বিচারাসনে আসীন হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীদিগের আবেদন শ্রবণ করিতেছেন এমত সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে যষ্টি ও বাম হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া রাজসভায় উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন রাজা মণিময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছেন। উপরে অশেষবিধ মুক্তাপ্রবাল-জড়িত চন্দ্রাতপ, অসূয়া প্রযুক্তই যেন পুর্ণিমার চন্দ্রাতপ শোভাকে পরাভব করিতেছে। অনুচরগণ উভয় পার্শ্ব হইতে সুশোভন চামর ব্যজন করাতে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ হইতেছে। চামরপুঞ্জ ভৃত্যগণের হস্ত হইতে পতিত হইয়া রাজার মস্তকাভিমুখে বিক্ষিপ্ত হইবার সময় দর্শকদিগের এইরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে যে, সুরধনী পুনর্ব্বার বিষ্ণুপদ হইতে বহির্গতা হইয়া হিমালয় মস্তকে পতিতা হইতেছেন। পার্শ্বচর রাজগণ তৃষার্ত্ত চাতকের ন্যায় অনিমিষ নয়নে রাজাধিরাজ ভুজঙ্গবাহনের মুখচন্দ্র-বিনিঃসৃত বচনামৃত পান করিতেছেন। ভগবান্ দিনমণি ভুজঙ্গবাহনের রাজ্যে কর প্রদান করিবার নিমিত্তই যেন সভয়ে পূর্ব্বদিক হইতে উত্থিত হইয়া কর প্রদান করত ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছেন।

এইরূপে ভুজঙ্গবাহন সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া পার্শ্বচরগণের আনন্দ বর্দ্ধিত করিতেছেন, এমত সময় ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজাও ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর অভ্যুত্থান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ মণিময় আসনে সমাসীন হইলে রাজাও পশ্চাৎ উপবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎকাল শ্রান্তি দুর করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি আসমুদ্র কর গ্রহণ করত অতুল সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী স্বীয় চঞ্চল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভাণ্ডার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। বাগ্দেবতা আপনার অসীম পরিশ্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক

প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা আপনার জিহ্বামূলে নৃত্য করিতেছেন। অত-এব মহারাজ! এক্ষণে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লজ্জা বোধ হয় সুতরাং আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে আপনার ঔরসে আত্মসদৃশ এক নবকুমার জন্ম পরিগ্রহ করুন। পরন্তু মহারাজ! যদ্যপি আপনকার পুত্রোৎপত্তির কোন প্রতিবন্ধক থাকে এই আ-শঙ্কায় আমি আপনাকে এই মৃৎপিণ্ড প্রদান করিতেছি। ইহাতে দেব দেব মহাদেবের আকৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা করিলে আপনি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যখন দিনমণি প্রণয়িনী কমলিনীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবার নিমিত্তই যেন খরতর কর নিকর প্রসারণ করিতে লাগিলেন তখন সভাভঙ্গ সূচক বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। রাজা সভাভঙ্গ করিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজগণকে স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট আবাসে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। পরে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্নান বিধি সমাপন করিলেন এবং ঋষিদত্ত মৃৎপিণ্ডে ভূতনাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। পূজা বিধি সমাপন হইলে বিবিধ স্তুতি বাক্যে ভগবান্ ভূতভাবনকে প্রসন্ন করিতে আরম্ভ করি-লেন এবং ভক্তিভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন হে অনাদিনাথ! হে পশুপতে! হে নীলকণ্ঠ! আমি এই ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র পিতৃঋণ ও দেবঋণ এবং ঋষিঋণ এই ত্রিবিধ ঋণে বিলিপ্ত হইয়াছিলাম। পরে বহু যত্নে ও অসীম পরি-শ্রমে ঋষিঋণ ও দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনকার নিকট ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক একটী সন্তান প্রদান করিয়া আমাকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত করুন।

ভগবান্ ভূতনাথ ভুজঙ্গ বাহনের স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া স্বমূর্ত্তি

ধারণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন হে বৎস! আমি তোমার স্তুতি বাক্যে প্রসন্ন হইয়াছি এবং বলিতেছি তোমার এই বাটীর দুই ক্রোশ উত্তরে এক নিবিড় বন আছে। ঐ অরণ্য বহুতর শ্যামল কৃষ্ণ-সার মৃগে পরিপূর্ণ হইয়া নভোমণ্ডলের আকার ধারণ করিতেছে। অদ্য নিশীথ সময়ে তুমি তথায় একাকী গমন করিয়া এক সদ্যঃপ্র-সূত হরিণ শাবকের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক তাহার রুধির আনয়ন করিবে এবং ঐ রুধির দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোমাব-শিষ্ট ভস্মে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মহিষীর নেত্রে অর্পণ করিলে তোমার সন্তান উৎপন্ন হইবে। মহাদেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও নিশীথ সময়ে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক একাকী ব-নোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া দে-খিলেন যে রজনী ক্রমে ক্রমে তিমিরাবৃতা হইতেছে নভোমণ্ডল ঘন ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া মুহুর্ম্মুহু সৌদামিনী প্রকাশ করিতেছে। রাজা ও নির্ভয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বন মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র অসংখ্য প্রাণিগণ সভয়চিত্তে আর্ত্ত-নাদ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা অসংখ্য শ্বাপদ গণের ভীষণ শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক ভয়ে অধীর হইয়া নিক-টস্থ এক তমাল বৃক্ষোপরি অরোহণ করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে সদ্যঃপ্রসূত হরিণ শা-বকের প্রাণ নাশ করি এই রূপ চিন্তা ও ভয় তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি অকস্মাৎ স্তনপান শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি হরিণ বিবেচনায় শরাসনে শব্দভেদী শর সংযোগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করি-লেন হে জগদীশ্বর! আমার এই মন্ত্রপূত শায়ক রাজা দশরথের বাণের ন্যায় ব্রহ্মহত্যা না করিয়া এই অনুমিত হরিণ শাবকের প্রাণ নাশ করুক, এই বলিয়া শর ত্যাগ করিলেন। পরে সেই ভীষণ বাণ সেই নির্দ্দিষ্ট মৃগপোতের প্রাণ সংহার করিল। অন

ন্তর রাজা ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মৃগপোতের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিলেন মৃগশাবক বিষম শরে অভিহত হইয়া হস্ত পদাদি বিক্ষেপ করত ভূপৃষ্ঠে শয়ান আছে তাহার জননী তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক অনিবার বাষ্পবারি মোচন করিতেছে। অনন্তর রাজা ভুজঙ্গবাহন মহতী বিভীষিকা বিস্তার করিয়া হরিণীকে দূরীকৃত করিলেন এবং আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তদীয় মৃত শাবক গ্রহণ করিয়া ত্বরায় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজা কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বদিক শুভ্রাকার ধারণ করিতেছে। কুমুদিনী পতিবিরহে একান্ত অধীরা হইয়া আকুল বিহঙ্গকুলের মধুরাস্ফুট কুজিতচ্ছলেই যেন অসীম দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। এবং অনিল সহকারে প্রকম্পিত পত্ররূপ কর প্রসারণ করিয়াই যেন জগদীশ্বরের নিকট সদা স্থির মিলন প্রার্থনা করিতেছে। মলিনা সরোজিনী দিবাপতির আভা সন্দর্শন করিয়া সকল দল বিস্তার পূর্ব্বক কুমুদিনীর শোভাকে পরাস্ত করিতেছে। এবং দিবাকর ও ভীষণ করজাল বিস্তার করিয়া ভূমণ্ডল আলোকিত করত কমলিনীর মনোহরণ করিতেছেন। ষট্‌পদগণ মধুলোভে বিবিধ পুষ্পোপরি পরিভ্রমণ করত সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। সুগন্ধ গন্ধবহ, তরঙ্গ সঙ্গমে আর্দ্র ভাব ধারণ করিয়া জীবগণের আনন্দ বৃদ্ধি করত পুষ্প-লীন দ্বিরেফগণকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। যুবতী মহিলাগণ বাম হস্তোপরি উচ্ছিষ্ট ভোজন পাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে জলাশয় সন্নিকটে উপনীত হইতেছে। গোপালগণ গোপাল সমভিব্যাহারে সুমধুর সঙ্গীত করিতে করিতে প্রান্তরে গমন করিতেছে। দ্বিজগণ পতিতপাবন গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া আপন আপন ভবনাভিমুখে গমনোন্মুখ হইতেছেন।

রাজা ভুজঙ্গবাহন এই সমস্ত মনোহর ব্যাপার সন্দর্শন করত

আপন পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং মৃগপোতের বন্ধন মোচন পূর্ব্বক দেখিলেন যে নীল বর্ণ মৃগপোতের ললাটস্থ অর্দ্ধ চন্দ্র শ্যাম বর্ণ মেঘস্থ শক্র ধনুর শোভাকে পরাস্ত করিতেছে। তখন রাজা আপন হস্তস্থিত ভীষণ তরবারি দ্বারা মৃগশাবকের উদর দ্বিখণ্ডিত করিয়া রুধির গ্রহণ জন্য তন্নিম্নে অভিনব মৃণ্ময় পাত্র স্থাপন করিলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত মৃণ্ময় পাত্র পরিপূর্ণ হইল। রাজা ও তদ্দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পরে যজ্ঞাবসানে হরিণশোণিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া হোমাবশিষ্ট ভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মহিষীর লোচনে অর্পণ করিলেন।

কিছুদিন পরে রাজমহিষীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি দিন দিন ক্ষীণাঙ্গী ও সামর্থ্যহীনা হইতে লাগিলেন। পরে কাল প্রাপ্ত হইয়া শুভ ক্ষণে সন্তান প্রসব করিলেন। রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আপন তেজে দশ দিক আলোকিত করিলেন। রাজমহিষী ও সুসন্তান প্রসব করিয়া শরৎকৃশা জাহ্নবীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন।

রাজা ভুজঙ্গ বাহন, পুত্র জন্মিয়াছে শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ নীরে নিমগ্ন হইলেন। তখন যাচক গণে, তাঁহার অদেয় কিছুই থাকিল না। তিনি পুত্র মুখ নিরীক্ষণের নিমিত্ত শুভ লগ্নে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সূতিকাগারস্থিত তনয়ের মুখ পঙ্কজ অবলোকন করিয়া তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি দীন দরিদ্র গণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে লাগিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া রাজকুমারের আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজনন্দন জনক জননীর আনন্দের সহিত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজকুমারের ছয় মাস বয়ঃক্রম হইলে রাজা শুভ দিনে শুভ ক্ষণে তাঁহার অন্নপ্রাশন দিয়া অনাদিমোহন এই নাম রাখিলেন। এবং তাঁহার লালন পালনে

বিশিষ্ট মনোযোগী হইয়া পরম সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক দিন মন্ত্রী সভা মন্দিরে সমাসীন হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল মহারাজ আপনি রাজকুমারের লালন পালনে মনোনিবেশ করিয়া প্রকৃত রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়েছেন। রাজা ভুজঙ্গবাহন হঠাৎ মন্ত্রি প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সশঙ্ক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রিন্! অদ্য সভা মণ্ডপে প্রবেশ মাত্র কি নিমিত্ত আমাকে রাজধর্ম্মে অমনোযোগী বলিতেছ। যদি তাহার কোন লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অচিরাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া বল তুমি সতত আমাকে পরম হিতৈষিণী মন্ত্রণা প্রদান করিবে এই আশয়ে মন্ত্রি উপাধি প্রাপ্তি পূর্ব্বক রাজ কার্য্যে নিযোজিত হইয়া আছ অতএব যদি আমাকে রাজনীতি ভ্রষ্ট হইতে অবলোকন করিয়া থাক তবে ত্বরায় ব্যক্ত করিয়া মন্ত্রি নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। আমি তোমার বাক্যে কখনই বিরক্তি প্রকাশ করিব না।

মন্ত্রী এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ রাজনীতিতে কথিত আছে যে রাজগণের প্রজা রঞ্জনের ন্যায় সময়ানুসারে মৃগয়া জন্য বন ভ্রমণ করা সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়। যে রাজা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ন্যায়ানুগত মৃগয়া বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তিনি ত্বরায় চল লক্ষ্যোপরি বাণ নিঃক্ষেপ বিষয়ে লঘুহস্ত হন। মৃগয়া হইতে, বিবিধ আরণ্য প্রাণীগণের হর্ষবিষাদ প্রভৃতির সময়ে নানা প্রকার আকার সন্দর্শন করা যায়। জগদীশ্বরের অসীম কৌশল পরম্পরা বিলোকিত হওয়াতে মনোমধ্যে অচিন্তনীয় হর্ষোদয় হয়। কিন্তু আপনি উক্ত রসে বঞ্চিত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন এই কারণেই আপনাকে নীতিভ্রষ্ট বলিতেছিলাম।

রাজা মন্ত্রিমুখে মৃগয়ার গুণ শ্রবণ করিয়া ত্বরায় গমনোপযুক্ত আয়োজন জন্য আদেশ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া মহিষীর সন্নিধানে গমন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহিষী সুশোভন পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া বাম করে দর্পণ ধারণ পুর্ব্বক এক চিত্তে ললাটোপরি সিন্দূর সমর্পণ করিতেছেন। রাজা কৌতুক সন্দর্শনার্থ গবাক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন এবং দেখিলেন মহিষীর বেণী, হীরক জড়িত হিরন্ময় ভূষণ ধারণ করিয়া মধ্যদেশের অলৌকিক ক্ষীণতা দর্শন ছলেই যেন পৃষ্ঠ দেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। হঠাৎ তাহা দর্শন করিলে বোধ হয় যেন ভীষণ সর্প, বিনতানন্দন ভয়ে একান্ত অধীর হইয়া ধরাতল হইতে রাজ বনিতার মস্তকে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে।

ভূপাল প্রিয় মহিষীর সমীপ বর্ত্তী হইয়া কহিলেন প্রিয়ে! অদ্য আমি মৃগয়ায় গমন করিব। তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার মানসে আগমন করিয়াছি প্রসন্নবদনে অনুমোদন করে। পতিপ্রাণা রাজ্ঞী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণ স্বরে বলিলেন নাথ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে মৃগয়ানুষ্ঠান রাজধর্ম্ম; সুতরাং ইহা কাহারো অনমোদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এক্ষণে আপনকার অটবী পরিভ্রমণে একান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে ইহাতে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রিয়তম! অদ্য প্রভাত অবধি নিরন্তর আমার দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত হইতেছে এবং কে যেন আমার কর্ণকুহরের সন্নিকটে আগমন করিয়া বলিতেছে যে হে রাজপত্নি! অদ্যাবধি তোমার অশেষবিধ সুখসম্ভোগ উদ্‌যাপিত হইল। হে প্রাণাধিক! আজ্ আমি কি নিমিত্ত সমস্ত জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি। কেন আমার মন এরূপ চঞ্চল হইতেছে? তোমার মুখারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া কেন আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিনির্গত হইতেছে? রাজমহিষী এই বলিতে বলিতে আপন ভুজলতা দ্বারা রাজার গলদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজারও অকস্মাৎ নয়ন যুগল হইতে বারি বিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন প্রেয়সি! তুমি অত্যন্ত সরল হৃদয়া, তোমার হৃদয় মন্দিরে

অণুমাত্রও চাতুর্য্য লক্ষিত হয় না। আমার বোধ হয় গত রজনীতে তুমি যে ভীষণ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া ছিলে তাহাতেই তোমার মন ভয়-সঙ্কুল ও অস্থির হইয়া আছে; সেই কারণেই তুমি অমঙ্গল দেখি-তেছ বিশেষতঃ শাস্ত্রে কথিত আছে যে "স্নেহঃ পাপ মাশঙ্কতে" যাহার প্রতি যত স্নেহ থাকে তাহার প্রতি তত অনিষ্টাশঙ্কা হয়। বোধ হয় তোমার যে অমঙ্গল চিন্তা হইতেছে, ইহাও তাহার একটি প্রধান কারণ অতএব প্রিয়ে! রোদন হইতে বিরতা হও।

রাজা এইরূপ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতেছেন এমত সময়ে প্রতিহারী আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল মহারাজ! মৃগয়ার উপযোগী ঘোটকসমূহ সুসজ্জিত হইয়া ক্ষুর সঞ্চালন দ্বারা ধরণীর মৃত্তিকা খনন করিতেছে। ভীষণ করিবরগণ নিবিড় অভ্রাবলোকনে বলবতী অসূয়া প্রকাশ করত নগবিদারি বৃংহিত সহকারে কর সঞ্চালন পূর্ব্বক ধূলি বিক্ষেপ করিতেছে। পার্শ্ব-চরগণ আপনার আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে এক্ষণে আপন-কার যাহা অনুমতি হয় করুন। রাজা উত্তর করিলেন তুমি অগ্রসর হইয়া পার্শ্বচরগণকে অগ্রসর হইতে বল আমি পশ্চাৎ গমন করিতেছি। প্রতিহারী যে আজ্ঞা বলিয়া তোরণ সমীপে গমন করিল এবং বলিল হে অনুচরগণ! মহারাজ তোমাদিগের প্রতি এই আদেশ করিলেন যে তোমরা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও, মহারাজ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। অনন্তর পার্শ্বচরগণ তথাস্তু বলিয়া স্ব স্ব বাহনে অধিরোহণ পূর্ব্বক অগস্ত্য সেবিত দিগ্বর্ত্তী কাননোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাজা মহিষীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঘোটকে আরো-হণ করিলেন। ঘোটকও কশাঘাত ভয়ে প্রবল বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। পৌর সীমন্তিনীগণ রাজদর্শন প্রয়াসে গবাক্ষদ্বারে প্রবল বেগে ধাবমান হইতে লাগিল এবং দেখিল রাজা মৃগয়োচিত বেশ ভূষা ধারণ করিয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছেন। অনন্তর মহিলাগণ মহীপালকে দর্শন করিয়া অসীম সন্তোষ সহকারে কর বিস্তার পূর্ব্বক

জলদাবলীর ন্যায় লাজ বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাজা ক্রমে ক্রমে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া জনপদে উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে কোন রমণী কক্ষ দেশে বারি কুম্ভ ধারণ করিয়া অনিমিষ নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কেহ বা ঘোটক ভয়ে ত্রস্তা হইয়া রাজ্য পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল।

রাজা এইরূপে বহুবিধ কৌতুক দর্শন করিতে করিতে কিছু পথ অতিবর্ত্তন করিলেন ও দেখিলেন যে উত্তর দক্ষিণদিগের সীমা দর্শন করিবার নিমিত্তই যেন দুই পথ দুই দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে সাতিশয় চিন্তিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগি-লেন যে কোন্ পথ আশ্রয় করিলে পার্শ্বচরগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারিব। তিনি এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া সন্নিহিত উত্তর-বর্ত্তি কাননাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পার্শ্বচরগণের অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে হঠাৎ এক দল কৃষ্ণসার তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল তিনি ও কৌতুক দর্শনার্থ ঘোটক পৃষ্ঠে কশাঘাত করত প্রবল বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক মহতী বৃক্ষশাখা তাঁহার ললাটে অভিহত হওয়াতে শোণিতধারা নির্গত হইতে লা-গিল। রাজা প্রবল বেদনায় কাতর হইয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। আহা! এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত বহুসংখ্য কৃষ্ণসার আসিয়া সুদীর্ঘ শৃঙ্গসমূহ দ্বারা তাঁহাকে সেই বিপৎ কালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহীপাল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ তৎপরেই ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল সমূহ আসিয়া তাঁহার সুকোমল মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া একেবারে নিঃশেষিত করিল এবং তদীয় ঘোটক তাঁহাকে এইরূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া ভীষণ আরণ্য শ্বাপদ ভয়ে দ্রুত বেগে পলায়ন করিল। এ দিকে সৈন্য সামন্ত দক্ষিণা-

রণ্যে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় বহু ক্ষণ অতি বাহিত করিয়া পরিশেষে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর রাজমহিষী ও পৌরগণ ভূপতিকে না দেখিয়া এককালে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। সৈন্যগণ, সচিবগণের আদেশানুসারে তাহার অন্বেষণের নিমিত্ত নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিল কিন্তু কোন রূপেই কৃত কার্য্য হইতে পারিল না। এই সময়ে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি, রাজ্য ও সৈন্যের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া সময় পাইয়া সেই রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিল। মহিষী অতীব বিষণ্ন মনে কথঞ্চিৎ পুত্রের লালন পালন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দ্বাদশাব্দ অতীত হইলে পর রাজমহিষী স্বামীর যথাবিহিত ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া পুত্রের পাণিগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ রূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে অমরাবতী নগরীর উদগ্রবাহু নামক রাজার শশিকলা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যার সহিত প্রিয়পুত্র অনাদিমোহনের বিবাহ বিধি সমাহিত করিয়া যৎসামান্য ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইল। অনাদিমোহন এক দিবস হঠাৎ জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাতঃ! আমার পিতা কোন্ রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। রাজমহিষী হঠাৎ পুত্র প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এককালে বিষাদ সাগরে নিমগ্না হইলেন। তখন তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনিবার বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি অধোমুখী হইয়া পদস্থ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হওয়াতে মুখচন্দ্র বিকৃতি ভাবাপন্ন হইতে লাগিল।

রাজকুমার জননীর অকস্মাৎ এতাদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং জননীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা

করিলেন মাতঃ! আমি পিতৃ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হওয়াতে কি নিমিত্ত আপনি অধৈর্য্যা হইয়া রোদন করিতেছেন। ইহাতে আমার বোধ হয় পিতা কোন অদ্ভুত বিপজ্জালে পতিত হইয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন হে! জননি আপনি তাহা বিস্তার রূপে প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন। রাজমহিষী পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস! জগদীশ্বর যাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহার সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য; নচেৎ জন সমাজে অবজ্ঞেয় হইতে হয়।

রাজকুমার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন জননি! আমি পিতৃবৃত্তান্ত শ্রবণে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। আপনি ত্বরায় তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর করুন। মহিষী উত্তর করিলেন বৎস! বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার পিতা ইতিপূর্ব্বে আপন ভুজবল দ্বারা ধরণীক্ষেত্রে প্রকাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বহু কাল রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিয়া এক দিবস মৃগয়া জন্য বহির্গত হইলেন এবং কোন্ কাননে প্রবেশ করিলেন, অদ্য ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বোধ হয় নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোন ভীষণ শ্বাপদ বা রাক্ষস তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে অথবা তিনি কোন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল প্রভাবে কোন আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া এতাবৎ কাল তথায় বাস করিতেছেন, ইহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই। তিনি যে অবধি কাল স্বরূপ মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন, সেই অবধিই তাঁহার অখণ্ড রাজ্য অন্য প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইয়াছে।

রাজকুমার এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন জননি! আমার বোধ হয় পিতা কোন বিপজ্জালে পতিত হইয়া এতাবৎকাল অতিবাহিত করিতেছেন অতএব আপনি রোদন হইতে বিরতা হউন। আমি ত্বরায় চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপনকার চরণ দর্শন করিব! আপনি

প্রসন্ন বদনে অনুমতি করুন। রাজমহিষী পূর্ব্বে স্বামি বিরহে একান্ত অধীরা হইয়া ছিলেন তাহাতে আবার পুত্রের অরণ্য গমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাহাকার করত ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইলেন। পরে রাজকু-মারের প্রযত্নে চৈতন্য লাভ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস! তোমার পিতার অন্বেষণার্থ গমন করিবার আবশ্যক নাই। তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করি-বেন। আমি তোমাকে সেই ভীষণ অরণ্যে প্রেরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তুমি এই বিষম অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও।

অনন্তর নৃপতনয় কহিলেন। জননি! পিতৃবৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমার মন গমন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে ত্বরায় বিদায় দিয়া অনুগৃহীত করুন নচেৎ পিতৃ শোকে আমাকে অধিক ক্ষণ জীবিত দেখিতে পাইবেন না। রাজকুমার এই বলিয়া রোদন করিতে লা-গিলেন।

অনন্তর সরলহৃদয়া রাজমহিষী পুত্রের রোদনে বিমুগ্ধা হই-লেন এবং মস্তক আঘ্রাণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই ভীষণ অরণ্য গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরে সুকুমার রাজকুমার আ-পন পত্নী শশিকলা সন্নিধানে গমন করিয়া বলিতে আরম্ভ করি-লেন, প্রিয়ে! অদ্য আমি পিতার অন্বেষণার্থ গমন করিব তুমি কিয়ৎ কাল একাকিনী অবস্থিতি কর। পতিপ্রাণা শশিকলা পতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করত অশেষ প্রকারে নিষেধ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই সেই দৃঢ় অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন নাথ! যদি আপনি একান্তই পিতার অন্বেষণার্থ যাইতে অভিলাষ করেন তাহা হইলে সাবধান হইয়া গমন করিবেন দেখিবেন যেন আপনকার অধীনা দাসী অনাথিনী না হয়।

রাজকুমার এই রূপে প্রিয় পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া প্র-ভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একাকী গমন করিতে লাগিলেন পরে

ক্রমে ক্রমে নানা দেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সেই উত্তর দিকস্থ ভীষণ অরণ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে প্র-বেশ মাত্র তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিলেন হায়! দুরাত্মা ভুজঙ্গবাহন আ-পন অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার মানসে আমার জননীর নিকট হইতে আমাকে বিনাশ করিয়া আপন ভবনে গমন করিয়াছিল আমি ও এত কাল সেই দুরাত্মার ভবনে বাস করিয়াছিলাম এই বলিয়া মৃগযূথ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সেই শ্যাম বর্ণ কৃষ্ণসারযূথ অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হরিণী স্বীয় পুত্রকে চিনিতে পরিয়া স্নেহ পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ করিল। রাজকুমার ও পূর্ব্ব জন্মের জননী হরিণীকে দেখিয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাহার সহিত সেই অরণ্য মধ্যেই অবস্থিতি করিতে লা-গিলেন।

এদিকে কাঞ্চীপুর নগরে রাজপত্নী ও তাঁহার পরিজনগণ প্রিয়-তম অনাদিমোহনের দর্শনাভাবে অন্ধপ্রায় হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। যত সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল রাজমহিষী ততই অধীরা হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দ-র্শনে তাঁহার সহচরীগণ বিনীত বচনে বলিতে আরম্ভ করিল আর্য্যে! আপনি রোদন হইতে বিরতা হউন, আপনকার নয়নবারি নিপ-তিত হইলে কুমারের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনি কায় মনো-বাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সতত মঙ্গল প্রার্থনা করুন। ভগবতী কুল-দেবতা কখনই আপনকার প্রতি বিমুখ হইবেন না। এইরূপ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সহচরীগণ মহিষীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় তিন দিবস অতীত হইলে চতুর্থ দিবসের রজনীযোগে রাজ্ঞী নিদ্রাভিভূতা আছেন এমত সময়ে হঠাৎ স্বপ্নে দেখিলেন যেন এক দিব্যাঙ্গনা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন। আহা! তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য

দর্শন করিলেই বোধ হয় যেন নিখিল প্রাণিপুঞ্জের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কারিণী শক্তি অমর লোক পরিত্যাগ করিয়া ধরণী মণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। অনন্তর রাজমহিষী স্বপ্নাবস্থাতেই সেই মনোহারিণী রমণীকে অবলোকন করিয়া জাগরিতার ন্যায় সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মাতঃ! কি নিমিত্ত আপনি সুরপুরী পরিহার পূর্ব্বক ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। কেনই বা আপনার সুদীর্ঘা বেণী বিমুক্তা হইয়া যেন ধরণীর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। কি কারণে আপনার নয়ন যুগল বর্ষাকালীন জলদ বৃন্দের ন্যায়, নিয়ত বাস্প বারি বিসর্জ্জন করিতেছে। তৎসমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া আমার ব্যাকুলিত মন স্থিরীকৃত করুন। রাজমহিষী এই বাক্য পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ঐ রমণী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষী এককালে চিন্তাও ভয়ের বশবর্ত্তিনী হইলেন এবং অনিমিষ নয়নে তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আহা! সেই সময়ে রাজ বনিতার মন হইতে ক্ষণকালের নিমিত্ত পুত্রবিষয়িণী চিন্তা তিরোহিত হইয়াছিল। অনন্তর সেই দিব্যা রমণী রাজমহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত রোদন হইতে বিরতা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ভদ্রে! আমি কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। জীবগণের বংশ পরম্পরা যতই বিস্তৃতা হয় ততই আমি পরিতৃপ্তা হইতে থাকি। হায়! অদ্য চতুর্থ দিবস হইল রাজাধিরাজ ভুজঙ্গবাহনের কুলের ভূষণ স্বরূপ অনাদিমোহন সাংসারিক সুখ সম্ভোগে বিরত হইয়াছেন এই বংশের সমুচ্ছেদ ভয়ে ভীতা ও বিষণ্ণা হইয়া রোদন করিতেছি।

অনন্তর রাজপত্নী অনাদিমোহনের নাম শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রা হইয়া রোদন করিতে করিতে যেমন সেই দিব্যা রমণীকে ধারণ করিতে গমন করিবেন অমনি তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। রাজবনিতারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি আদ্যোপান্ত স্বপ্নবিবরণ চিন্তা করিয়া

হা পুত্র! অনাদিমোহন! এই বাক্য বলিয়া মূর্চ্ছিতা ও ধরাতলে পতিতা হইলেন। তিনি অনতিবিলম্বেই চৈতন্য লাভ করিয়া, "হা হতাস্মি মন্দভাগ্যা; হা হত বিধে! কি করিলি; হা পুত্র অনাদিমোহন! কোথায় আছ, এক বার দেখা দিয়া দুঃখ দূর কর হায়! আমার অদৃষ্টে কি হইল" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং দুর্ব্বিষহ পুত্রশোকে একান্ত অধীরা হইয়া উন্মাদিনী হইলেন। পরে তিনি মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য ও লজ্জা ভয়ে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া "হা পুত্র কোথায় আছ একবার দেখা দাও" এই বলিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুকুমারী শশিকলা শ্বশ্রুর এতাদৃশী দুরবস্থা অবলোকন করিয়া ও প্রাণসম পতিবিরহে নিতান্ত অধীরা হইয়া উদ্বন্ধন দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এই গল্প সমাপন করিয়া পতিপ্রাণা হরপ্রিয়া বলিলেন নাথ! আমাদিগকেও যেন আপনি তাদৃশী পদবীতে নিক্ষিপ্ত না করেন।

অনন্তর রাজকুমার বলিলেন প্রিয়ে! আমি কখনই সামান্য পশুর ন্যায় আচরণ করিব না এই বলিয়া তিনি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তৃতীয় মহিষী সৌদামিনীর সদনে গমন করিলেন এবং বলিলেন প্রিয়তমে! বহু কাল অতীত হইল আমি স্বাধীনতা স্থাপন করিবার মানসে শাস্ত্রোক্ত প্রজা-রঞ্জন পদ্ধতি পরিত্যার করিয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম এক্ষণে তোমাদিগের ভবনেই অবস্থিতি করিতেছি অতএব আমার বাসনা যে অনতিবিলম্বেই আপন অভীষ্ট সুসিদ্ধ করিয়া গৃহে গমন করি। তুমি কিয়ৎকাল একাকিনী অবস্থিতি কর। অনন্তর সৌদামিনী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন নাথ! যদি আপনকার গমন করা একান্ত যুক্তিযুক্ত হয় তাহা হইলে দেখিবেন যেন পতিপরায়ণা অনঙ্গমঞ্জরীর ন্যায় আমাদিগকে অশেষ বিধ ক্লেশানুভব করিতে না হয়।

অনন্তর রাজকুমার অনঙ্গমঞ্জরীর নাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র

হইয়া বলিলেন বিশালাক্ষি! আমি অনঙ্গমঞ্জরীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি তুমি সেই বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবৃত্তি কর। তখন রাজকুমারী তথাস্তু বলিয়া অনঙ্গমঞ্জরীর বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অনঙ্গমঞ্জরীর বৃত্তান্ত।

নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে অমরাবতী নাম্নী নগরী ছিল। তথায় বিজ্ঞানভিক্ষু নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আহা! ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অকস্মাৎ দর্শন করিলে বোধ হইত যেন প্রাণীগণের ভয়াবহ ক্লেশ, ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পুর্ব্বক ধরণীক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে।

ব্রাহ্মণ কুমার প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া জন স্থানে বেড়াইতেন এবং অসীম ক্লেশ সহকারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বলবতী জঠর-যন্ত্রণা দূরীকরণ ও দিন যাপন করিতেন। এই রূপে কিছু কাল গত হইলে পর ব্রাহ্মণী শুভ ক্ষণে গর্ত্ত চিহ্ন ধারণ করিলেন এবং যথাসময়ে চারিটী সন্তান প্রসব করিয়া অপার আনন্দ নীরে নিমগ্না হইলেন। ব্রাহ্মণ, সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া সায়ংকালে গৃহে উপনীত হইয়া শুনিলেন যে ব্রাহ্মণী সন্তান প্রসব করিয়াছে তখন তিনি এককালে হর্ষবিষাদে নিমগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণী তদ্দর্শনে বিনীত ভাব ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন হে প্রিয়তম! আকার ও ইঙ্গিতানুসারে আপনকার মানসিক ভাব সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমিও অদ্যাবধি আপনকার অনুগামিনী হইয়া ভিক্ষা করত পুত্রগণের প্রতিপালনে নিযুক্তা হইব। তখন ব্রাহ্মণ প্রণয়িনীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণ কাল স্থির নেত্রে ধরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত আপনার

অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে অতীব কষ্ট সহকারে মানসিক ভাব সঙ্গোপন পূর্ব্বক প্রেয়সীর সন্তোষের নিমিত্ত আপনিও কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং প্রতি দিন যতদূর সাধ্য ভ্রমণ করিয়া যাহাতে পুত্রেরা অনাহারে কষ্ট না পায় এরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে পর ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুত্র অকালে কাল কবলে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ অতীব ক্লেশ সহকারে উচ্ছলিত শোকাবেগ সম্বরণ করত অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়ের লালন পালনে যত্নশীল হইলেন। এবং তাহাদিগের ছয় মাস বয়ঃক্রম হইলে জ্যেষ্ঠের রত্নবিলাস ও কনিষ্ঠের রজনীকান্ত নাম রাখিলেন পুত্রদ্বয় পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বিদ্যোপার্জ্জন জন্য তদ্দেশস্থ বিদ্যা-মন্দিরে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণতনয়েরাও অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন গুরো! আপনকার প্রসাদে অধুনা আমরা কৃতবিদ্য হইয়াছি। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন, আমরা গৃহস্থাশ্রমে প্রতি নিবৃত্ত হই। উপাধ্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরে উভয় ভ্রাতা গৃহে প্রতিগমন করিলে ব্রাহ্মণ পরমাপ্যায়িত হইয়া সংকুলসম্ভূতা দুইটী কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের পরিণয় সংস্কার সমাহিত করিলেন। ব্রাহ্মণকুমারেরা অলোক সামান্য বিদ্যাবলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা থাকিল না।

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে পর এক দিন রজনীকান্ত বিচারার্থ তদ্দেশীয় রাজার সভামন্দিরে উপনীত হইলেন এবং অচিন্তনীয় বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া রজনীকান্তের হস্তে জয়পতাকা ও আপন সন্তানকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন বৎস! আমি

হইয়া বলিলেন বিশালাক্ষি! আমি অনঙ্গমঞ্জরীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি তুমি সেই বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবৃত্তি কর। তখন রাজকুমারী তথাস্তু বলিয়া অনঙ্গমঞ্জরীর বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অনঙ্গমঞ্জরীর বৃত্তান্ত।

নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে অমরাবতী নাম্নী নগরী ছিল। তথায় বিজ্ঞানভিক্ষু নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আহা! ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অকস্মাৎ দর্শন করিলে বোধ হইত যেন প্রাণীগণের ভয়াবহ ক্লেশ, ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক ধরণীক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে।

ব্রাহ্মণ কুমার প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া জন স্থানে বেড়াইতেন এবং অসীম ক্লেশ সহকারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বলবতী জঠর-যন্ত্রণা দূরীকরণ ও দিন যাপন করিতেন। এই রূপে কিছু কাল গত হইলে পর ব্রাহ্মণী শুভ ক্ষণে গর্ত্ত চিহ্ন ধারণ করিলেন এবং যথাসময়ে চারিটী সন্তান প্রসব করিয়া অপার আনন্দ নীরে নিমগ্না হইলেন। ব্রাহ্মণ, সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া সায়ংকালে গৃহে উপনীত হইয়া শুনিলেন যে ব্রাহ্মণী সন্তান প্রসব করিয়াছে তখন তিনি এককালে হর্ষবিষাদে নিমগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণী তদ্দর্শনে বিনীত ভাব ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন হে প্রিয়তম! আকার ও ইঙ্গিতানুসারে আপনকার মানসিক ভাব সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমিও অদ্যাবধি আপনকার অনুগামিনী হইয়া ভিক্ষা করত পুত্রগণের প্রতিপালনে নিযুক্তা হইব। তখন ব্রাহ্মণ প্রণয়িনীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণ কাল স্থির নেত্রে ধরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত আপনার

অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে অতীব কষ্ট সহকারে মানসিক ভাব সঙ্গোপন পূর্ব্বক প্রেয়সীর সন্তোষের নিমিত্ত আপনিও কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং প্রতি দিন যতদূর সাধ্য ভ্রমণ করিয়া যাহাতে পুত্রেরা অনাহারে কষ্ট না পায় এরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে পর ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুত্র অকালে কাল কবলে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ অতীব ক্লেশ সহকারে উচ্ছলিত শোকাবেগ সম্বরণ করত অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়ের লালন পালনে যত্নশীল হইলেন। এবং তাহাদিগের ছয় মাস বয়ঃক্রম হইলে জ্যেষ্ঠের রত্নবিলাস ও কনিষ্ঠের রজনীকান্ত নাম রাখিলেন পুত্রদ্বয় পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বিদ্যোপার্জ্জন জন্য তদ্দেশস্থ বিদ্যা-মন্দিরে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণতনয়েরাও অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন গুরো! আপনকার প্রসাদে অধুনা আমরা কৃতবিদ্য হইয়াছি। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন, আমরা গৃহস্থাশ্রমে প্রতি নিবৃত্ত হই। উপাধ্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। পরে উভয় ভ্রাতা গৃহে প্রতিগমন করিলে ব্রাহ্মণ পরমাপ্যায়িত হইয়া সংকুলসম্ভূতা দুইটী কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের পরিণয় সংস্কার সমাহিত করিলেন। ব্রাহ্মণকুমারেরা অলোক সামান্য বিদ্যাবলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা থাকিল না।

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে পর এক দিন রজনীকান্ত বিচারার্থ তদ্দেশীয় রাজার সভামন্দিরে উপনীত হইলেন এবং অচিন্তনীয় বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া রজনীকান্তের হস্তে জয়পতাকা ও আপন সন্তানকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন বৎস! আমি [illegible]

অনন্নুভবনীয় জ্ঞানার্জ্জনে পরিতুষ্ট হইয়া নিখিল পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে
তোমাকেই জয়পতাকা প্রদান করিলাম তুমি আমার পুত্রের সহিত
সখ্যভাব নিবন্ধন পূর্ব্বক সতত অশেষ প্রকার উপদেশ প্রদান
করিবে। রজনীকান্ত প্রীতি প্রফুল্ল বদনে বিনীতভাব ধারণ পূর্ব্বক
তথাস্তু বলিয়া সে দিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর রাজ-
কুমারের সহিত তাঁহার দিন দিন প্রণয় প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।
রাজকুমারও সাধুসংসর্গ লাভ করিয়া স্বল্প কাল মধ্যেই নানাপ্রকার
বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তখন ভূপতির আনন্দের আর
পরিসীমা থাকিল না।

অনন্তর একদা রাজকুমার আপন প্রকৃতি প্রভাবে রজনীকান্তকে
বলিলেন সখে! আমরা এই অবনীতলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ইহার
কিছুই জানিতে পারিলাম না। সুতরাং আমার দেশ ভ্রমণ করিতে
অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে অতএব যদি তুমি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক
আমার সমভিব্যাহারী হও তাহা হইলে গমন করিতে পারি হে মিত্র!
নীতিশাস্ত্রেও কথিত আছে যে স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ ও মিত্রের
সহিত দেশ ভ্রমণ করা জ্ঞানবান্ লোকের কর্ত্তব্য। রজনীকান্ত বন্ধু
প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণে বিমুগ্ধপ্রায় হইয়া বলিলেন সখে! এই
শুভকর ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে কিন্তু আমি একবার
গৃহে গমন করিয়া জনক জননীর অনুমতি লইয়া আসি এই অবকাশে
তুমি দেশভ্রমণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া রাখ।
আমি প্রত্যাগমন করিলে দুই বন্ধু মিলিয়া দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিব।
রজনীকান্ত এই বলিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি জনক
জননীর সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মাত!
জীবগণ এই ধরাতলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারিক সুখ সম্ভোগে
আসক্ত থাকিয়া স্বীয় বুদ্ধি বৃত্তি পরিমার্জ্জিত করিতে পারে না।
কার... শাস্ত্রকারেরা দেশ ভ্রমণকে জ্ঞানোন্নতির প্রধান কারণ বলিয়া
...য়া থাকেন। দেশ ভ্রমণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মনুজ-

বৃন্দের আচার ব্যবহার দেখিয়া চরিত্র শোধন হয়। আমি স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র সংশোধিত করিবার নিমিত্ত রাজকুমারের সহিত দেশ ভ্রমণে গমন করিতে অভিলাষ করি আপনি অনুমতি প্রদান করুন।

অনন্তর ব্রাহ্মণী পুত্রবাক্যে মোহিতা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস! তোমার চিরদুঃখিনী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবে। আমি তোমাকে বহু যত্নে প্রতিপালন করিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি এক্ষণে আবার তুমি স্থানান্তরিত হইলে আমি কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না অতএব এই ভীষণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও। রজনীকান্ত এইরূপে জননীর নিকট অনুমতি না পাইয়া জনক সমীপে গমন করিলেন এবং কহিলেন পিতঃ! আমি রাজকুমারের সহিত দেশ ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করিব আপনি অনুমতি করুন। ব্রাহ্মণ, পুত্রের নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন বৎস! আমি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সামান্য বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে গমন করিতাম আহা! তাহাতে দুর্ব্বিনীত মানবগণ প্রতি দিন ভিক্ষা দানে বিরক্ত হইয়া আমাকে অশেষ প্রকার কটুবাক্য বলিত এবং কেহ কেহ প্রহার করিতেও উদ্যত হইত। হে বৎস! তাহারা ভ্রমক্রমেও বিবেচনা করিত না যে দানাদান জগদীশ্বরের ইচ্ছাবলেই হইয়া থাকে; কিন্তু আমি তাহাতে বিরক্ত না হইয়া ভিক্ষা করিতাম এবং রজনীযোগে জগদীশ্বরের নিকট অহরহ এই প্রার্থনা করিতাম যে হে জীব-প্রতিপালক! আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ভীষণ পাপ প্রভাবে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি অতএব আপনকার নিকট প্রার্থনা করি যে আপনি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়া এই সমস্ত দুঃখ পরম্পরার সমুচ্ছেদ করুন। জগদীশ্বর আমার দুঃখ মোচনার্থ চারিটী সন্তান প্রদান করিয়াছিলেন পরে দৈববিড়ম্বনায় দুইটী অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তোমরা দুইটী জীবিত থাকিয়া আমা-

দিগের অপার আনন্দ সন্দোহ সম্বর্দ্ধিত করিতেছ। অতএব বৎস! তোমরা আমাদিগের নয়নের অন্তরাল হইবামাত্র আমরা শরীর পরিত্যাগ করিব। অতএব এই বিষম ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও।

অনন্তর রজনীকান্ত এইরূপে ভগ্নমনোরথ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নবিলাস সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে আরম্ভ করিলেন ভ্রাত! এই ধরণীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবন এক স্থানে অবস্থিতি করিতেছি অতএব আমার বাসনা যে বিবিধ দেশ পর্য্যটন করিয়া চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞান বৃদ্ধি করি। রত্নবিলাস, রজনীকান্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন ভ্রাত! আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিলাম তুমি জনক জননীর অনুমতি লইয়া গমন কর। তখন রজনীকান্ত বলিলেন মহাশয়! আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম কিন্তু তাহাতে পিতা অথবা মাতা অনুমতি প্রদান করিলেন না অতএব আমি আপনকার অনুমত্যনুসারে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিতে বাসনা করি। রত্নবিলাস এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন হে ভ্রাতঃ! তুমি অদ্যাবধি শৈশবাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বহির্ভূত হইতে পার নাই। সুতরাং তোমার তাদৃশ হিতাহিত বিবেচনাও হয় নাই কারণ তুমি পরমহিতৈষী জনক ও জননীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া গমন করিতে বাসনা করিয়াছ। হে ভ্রাতঃ! তুমি নয়ন মুদ্রিত করিয়া একবার অনুধ্যান করিয়া দেখ যে আমাদের অসহায় শৈশবাবস্থায় পিতা মাতাই প্রাণ পণে লালন পালন করিয়াছিলেন। আহা! যে মাতা বহুবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরিশেষে সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য প্রসব বেদনায় প্রপীড়িতা হইয়াছিলেন। যিনি সূতিকাগার মধ্যে আমাদিগকে প্রসব করিয়া প্রবল রোগ গ্রস্ত মানবের ন্যায় সতত ঔষধ সেবন করিয়াছেন যে মাতা ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। আমরা প্রবল ভয়ে আক্রান্ত হইলে যে পিতা মাতা অভয় প্রদান করত আমাদিগকে অঙ্ক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া ছিলেন। অদ্য তুমি সেই পিতা মাতার বাক্যে

অবজ্ঞা করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে দেশ ভ্রমণ করিতে প্রয়াস করিতেছ। যাহা হউক, তুমি জ্ঞানবান তোমাকে অধিক উপদেশ প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। অতএব যদি তোমার দেশান্তর গমনে একান্ত বাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার সহিত জনক জননীর সন্নিধানে আগমন কর। আমি তাঁহাদিগের নিকট তোমার এই রূপ অধ্যবসায় জানাইয়া তোমাকে বিদায় করিব। রত্নবিলাস এই বলিয়া ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া জনক জননীর নিকট গমন করিলেন এবং যথাসাধ্য যত্ন সহকারে জনক জননীর আদেশ লইয়া সানন্দ মনে দেশ ভ্রমণ জন্য ভ্রাতাকে বিদায় করিলেন।

রজনীকান্ত পিতা মাতার অনুমতি পাইয়া পুলকিত অন্তঃকরণে তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন এবং প্রিয়তম পত্নী অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত আবাস গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট উপস্থিত হইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন প্রিয়ে! অদ্যাবধি কিয়ৎকাল তোমাকে অননুভূতপূর্ব্ব বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। অনঙ্গমঞ্জরী ভর্ত্তৃমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র কিয়ৎক্ষণ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষ নয়নে তাঁহার সুনির্ম্মল মুখারবিন্দ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কহিলেন প্রিয়তম! যদি আমি আপনকার নিকটে কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা হইলে ক্ষমা করিয়া স্বীয় সরলতা প্রকাশ করুন। আর আমাকে প্রতারণা করিবেন না। হে বল্লভ! আপনকার গমন করা দূরে থাকুক এই রূপ চাতুর্য্য বাক্য শ্রবণ মাত্র আমার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইতেছে।

রজনীকান্ত প্রণয়িনীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। প্রেয়সি! এই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করা জীবগণের সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য এবং আমি উক্ত পদবীতে পদার্পণ করিয়া জনক জনয়িত্রীর আদেশ গ্রহণ করিয়াছি। কল্য নিশাবসানে রাজকুমারের সহিত গমন করিব এক্ষণে বিদায় গ্রহণ জন্য তোমার নিকট আগমন করিলাম অতএব তুমিও ইহাতে অনুমোদন করিয়া আমার চপল চিত্ত

স্থিরীকৃত কর। আমি তোমার নিকট রহস্য করিতেছি না। অনঙ্গমঞ্জরী এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় স্থিত বসন ক্রমশঃ আর্দ্র ভাবাপন্ন হইল। তখন তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একেবারে ইতিকর্ত্তব্যতা পরিশূন্য হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে অঞ্চল দ্বারা নয়ন বারি মোচন করিয়া কহিলেন নাথ ! আপনি গমন করিলে আমি আপনার দুঃসহ বিরহ বেদনায় কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আপনি এই অসম সাহসিক ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। রজনীকান্ত সহধর্ম্মিণীর প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন প্রিয়তমে ! তোমার করুণার্দ্র বচনে ও ক্রন্দনে আমি অতিশয় বিষণ্ন হইলাম। তোমাকে দুঃখিতা দেখিয়া আমার এক পাও যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না কিন্তু কি করি রাজনন্দনের নিকট সত্য করিয়াছি পিতামাতার নিকটেও বিদায় লইয়াছি। এক্ষণে যদি বিদেশ গমন হইতে বিনিবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার আর নিন্দার পরিসীমা থাকিবে না। সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্ত্রৈণ বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবে, যদি আমি এখন ভ্রমণ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এক দিনও গৃহে অবস্থিতি করি তাহা হইলেও লোকের অনাদরভাজন হইব সন্দেহ নাই অতএব তুমি, আমার বিদেশ গমনে নিবারণ করিও না। আমি অতি স্বল্প কাল মধ্যেই পুনর্ব্বার প্রতি নিবৃত্ত হইয়া তোমার সহিত চিরকাল পরম সুখে কালযাপন করিব। অনন্তর সাধ্বী অনঙ্গমঞ্জরী পতির এই রূপ অবিচলিত অধ্যবসায় অবলোকন পূর্ব্বক বিমুগ্ধা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত কোন রূপেই বিনিবৃত্ত না হইয়া নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে অনঙ্গমঞ্জরী অতিকষ্টে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া স্বল্প কাল জন্য প্রিয়তমকে বিদায় করিলেন। ও বলিয়া দিলেন নাথ ! আমি তোমার

বিরহে অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তুমি যদি এই অধ্যবসায় হইতে নিতান্তই ক্ষান্ত না হও তাহা হইলে আমার নিকট স্বীকার করিয়া যাও যে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে। রজনীকান্ত তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া বিদায় হইলেন। অনন্তর তিনি রাজকুমারের নিকট গমন করিয়া বলিলেন মিত্র আমি বহু যত্ন ও আয়াস সহকারে পরিজন গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সত্বর হও শুভ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।

রাজকুমার মিত্র বাক্যে পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং তিনি পিতা মাতাকে না জানাইয়া অতি সঙ্গোপনে সেই মিত্রের সহিত বাসনা পরিপূরণার্থে যাত্রা করিলেন। পরে উভয়ে অদৃষ্টপূর্ব্ব নানা দেশ ও পরম রমণীয় নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের দুই বৎসর অতীতত হইল।

একদা তাঁহারা এক দুর্গম গহন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও দেখিলেন, বিশাল শাল রসাল তাল তমাল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ রাজি বিরাজিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিহঙ্গকুল কোলাহল করিতেছে। মকরন্দবাহী সুগন্ধ গন্ধবহ, মন্দ মন্দ সঞ্চলিত হওয়াতে মহীরুহ গণের শাখা পল্লব সকল প্রকম্পিত হইতেছে। ভীষণ শ্বাপদগণ গম্ভীর শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। রাজকুমার ও ব্রাহ্মণ কুমার এই সমস্ত অননুভূতপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া এককালে বিমোহিত ও হৃতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা নূতন নূতন বস্তু দর্শনে চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহু দূর যাইয়া রাজনন্দন কহিলেন সখে ! আমরা এই ভীষণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখানে মনুষ্য মাত্রের কখন সমাগম হইয়াছে এমত বোধ হয় না। দেখ চতুর্দ্দিকে সিংহ ব্যাঘ্র তরক্ষু ভল্লূক বরাহ মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। আর বেলা নাই, অপরাহ্ণ হইয়াছে। এই ভীষণ বনে যদ্যপি দিবাবসান হয় তাহা হইলেই মহা বিপদ্। এই শ্বাপদ সঙ্কুল

স্থানে রজনীতে অবস্থিতি করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। চল আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরণ্য হইতে নির্গমন পূর্ব্বক লোকালয় অন্বেষণ করি, বিপ্রতনয় তথাস্তু বলিয়া মিত্র বাক্যে সম্মত হইলেন। পরে তাঁহারা আবাস গ্রহণ করিবার জন্য বন হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। শ্বাপদগণ নির্ভয়চিত্তে ভীষণ শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন রজনীকান্ত রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মিত্র! এই সমস্ত শ্বাপদগণের কর্ণবিদারক শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে অতএব আমার ইচ্ছা যে দুরারোহ এক পাদপে আরোহণ করিয়া রজনী অতিবাহন করি। রাজকুমার তথাস্তু বলিয়া বন্ধুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটস্থ এক তমাল বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। এবং উভয়েনানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চিমদিকে প্রজ্বলিত অনলরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। রাজকুমার তাহা দেখিয়া বলিলেন মিত্র দেখ এক ভয়ানক অনলরাশি প্রজ্বলিত হইয়া পশ্চিমদিক আলোকিত করিতেছে আমার বোধ হয় ঐ স্থানে কোন মনুষ্যের আশ্রম আছে অতএব চল ঐ স্থানে গমন করি যদি উহা যথার্থই মনুষ্যাশ্রম হয় তাহা হইলে ঐ খানেই পান ভোজনাদি দ্বারা শরীর পরিতৃপ্ত করিব।

অনন্তর রজনীকান্ত বলিলেন মিত্র! আমার এরূপ পিপাসা হইয়াছে যে আমার বাক্য নিঃসরণের শক্তি নাই অতএব শীঘ্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হও, এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করত ক্রমে বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অনল লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন এক জন পুরুষ চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া মুদ্রিত নয়নে তপস্যা করিতেছে। রাজকুমার ও রজনীকান্ত উভয়ে ক্ষণেক কাল অনিমেষ

নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। পরে রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষোত্তম! আপনি কোন্ নগর অথবা কোন্ গ্রাম অনাথ করিয়া এই ভীষণ অরণ্যে তপস্যা করিতেছেন। এই কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ঋষিবর একবার নয়নোন্মীলন করিলেন; তাহাতে বোধ হইল যেন শরৎকালীন ভয়ানক মেঘ হইতে দুইটী সূর্য্য বিনির্গত হইয়া নিকটস্থ অমলরাশির তেজ নাশ করিতে লাগিল। ঋষিবর অতি শীঘ্রই পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। অনন্তর রাজকুমার ও রজনীকান্ত দেখিলেন যে ঋষিবরের শুভ্রবর্ণ জটাপুঞ্জ মস্তক হইতে পতিত হইয়া ধরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন হিমালয় হইতে গঙ্গা ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণা হইয়া ভূমণ্ডলে পতিতা হইতেছেন।

অনন্তর রাজকুমার বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে মিত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। হে প্রিয়তম! আমার বোধ হয় ভগবান্ স্মরহর সংসারাশ্রমে অবজ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, নচেৎ মানবে এতাদৃশ তেজোরাশি সম্ভব হয় না। তখন রজনীকান্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন সখে! তুমি শীঘ্র এই স্থান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ ভূতনাথ স্বাকার প্রাপ্ত কন্দর্প জ্ঞানে তোমাকে ভস্মসাৎ করিবেন। এইরূপে দুই জনে রহস্য করিতেছেন এমত সময় রজনীর অবসান হইল এবং অনতি বিলম্বেই পূর্ব্ব দিক সুপ্রকাশিত হইয়া কমলিনীর আনন্দ সম্পাদন করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষিবর অনল নির্ব্বাপণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। তখন রাজকুমার ও রজনীকান্ত সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনি কোন্ নগর, অথবা কোন্ গ্রাম, অনাথ করিয়া অকালে তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

অনন্তর সন্ন্যাসী এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমরা কি নিমিত্ত সংসারের অশেষ সুখ সম্ভোগ পরি-

ত্যাগ করিয়া এই ভয়াবহ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। আহা! তোমাদিগের সুকোমল শরীর সন্দর্শন করিয়া আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। দেখ এই অরণ্যানী অষ্টাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আরো কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে পরমাসুন্দরী চারিটী অপ্সরা সাবকরে। আমাকে সেই পাপীয়সীদিগের হস্তে পতিত হইয়া বিবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। তাহারা রজনীযোগে আপন আপন পতি-গন্ধর্ব্বগণের সহিত কাল যাপন করিয়া থাকে এবং দিবাভাগে দুর্জ্জয় স্মরশরে অভিতপ্ত হইয়া আমাকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দেয়। অতএব তোমরা যে এই বনে আগমন করিয়াছ যদি তাহারা জানিতে পারে তাহা হইলেই আমার ন্যায় তোমাদিগকে ও আপার ক্লেশানুভব করিতে হইবে, তাহারা আগতা প্রায়, অতএব তোমরা ত্বরায় এই স্থান হইতে প্রস্থান কর তাহাদিগের হস্তে একবার পতিত হইলে আর মুক্ত হইবার উপায় নাই।

অনন্তর রাজকুমার ও রজনীকান্ত এই বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া প্রবল বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অত্যন্ত পথশ্রান্ত হইয়া এক পাদপ মূলে উপবেশন করত নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে রাজকুমার বলিলেন, মিত্র! আমাদিগের অগ্রে ঐ দেখ একটী সুশোভন অট্টালিকা বিরাজিত হইতেছে। অতএব চল ঐ স্থানে গমন করিয়া অসীম ক্লেশরাশি হইতে বিনির্মুক্ত হই। রাজনন্দন এই বলিয়া স্বীয় প্রিয়তমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সেই বাটীর সন্নিহিত হইলেন এবং অপ্সরোগণের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সেই ভবনের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রবল আঘাতে গৃহ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হে প্রিয়তম! দেখুন, বিধাতার কি বিড়ম্বনা। তাঁহারা যে সকল অপ্সরার ভয়ে এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন দৈবঘটনায় তাহাদিগের বাটীতে গমন করিয়া রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকেই আহ্বান করিতেছেন। রাজকুমার শশাঙ্কশেখর বলিলেন হে সহজীবিতে!

জগদীশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ হন তাহার কুত্রাপি নিস্তার নাই। যাহা হউক এই উপন্যাসের শেষ ভাগ শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে শীঘ্রই বলিতে আরম্ভ কর। রাজকুমারী বলিলেন, নাথ! শ্রবণ করুন। তাঁহারা এই রূপে বারম্বার আহ্বান করাতে পূর্ব্ব কথিত অঙ্গনাগণ ত্বরায় আগমন করিয়া কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেখিল যে দুই জন মানব দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইয়া আহ্বান করিতেছে। অনন্তর রাজকুমার ও রজনীকান্ত, হঠাৎ চারিটী রমণীকে সন্দর্শন পূর্ব্বক অপ্সরা জ্ঞান করিয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে সমস্ত যত্নই বিফল হইল। পরে ঐ অপ্সরোগণের মধ্য হইতে কোন কামিনী আপন অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের গাত্রে নিঃক্ষেপ করিল এবং কুমার দ্বয়ও মায়াবিনীদিগের অঞ্চলস্পর্শ মাত্র সেই ভীষণ অরণ্য হইতে বহির্গমন শক্তি বিহীন হইয়া যাবজ্জীবন তথায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই গল্প সমাপন করিয়া সৌদামিনী বলিলেন নাথ! অদ্যাবধি তাঁহারা বিমুক্ত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহাদিগের পিতা মাতা দুর্নিবার পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইয়া কালযাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ অনঙ্গমঞ্জরী অশেষবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে অতএব পাছে আমাদিগের অদৃষ্টফলে সেই রূপ অমঙ্গল উপস্থিত হয় এই কারণে আপনাকে নিষেধ করিতেছি।

অনন্তর রাজকুমার শশাঙ্কশেখর বলিলেন প্রিয়ে! তাহাতে চিন্তা করিও না। ছয় মাসের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিব। তুমি কিয়ৎকাল একাকিনী অবস্থিতি কর। রাজতনয় এই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কনিষ্ঠা মহিষী কৃশোদরীর নিকট বিদায় লইবার জন্য তথায় গমন করিলেন এবং বলিলেন প্রাণাধিকে! বহু দিন অতীত হইল দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত আমি মাতার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তোমাদিগের ভবনে অবস্থিতি করিতেছি। অতএব প্রসন্ন বদনে অভিমতি প্রকাশ কর, আমি আর আর রাজগণকে পরাস্ত করিয়া বাটী গমন

করিব। পরে কৃশোদরী ভর্ত্তার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ম্লান বদনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। নাথ! আপনি ধরণীমণ্ডলে স্বীয় অসাধারণ বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক একাধিপতি হইবেন তাহা হইতে আর আমাদিগের আনন্দের বিষয় কি? কিন্তু নাথ! দেখিবেন যেন অধর মল্লিকা নাম্নী রাজকুমারীর ন্যায় আমাদিগকে অনমুভবনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন প্রেয়সি! আমার মন, অধরমল্লিকার উপন্যাস শ্রবণ করিতে একান্ত ব্যগ্র হইয়াছে; অতএব সেই উপন্যাস বর্ণন পূর্ব্বক আমার চপল চিত্তকে স্থিরীভূত কর। পরে রাজকুমারী তথাস্তু বলিয়া অধরমল্লিকার উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অধর মল্লিকার

বিবরণ।

কানপুর নামক নগরে মুক্তাধর নামে রাজা বাস করিতেন! তিনি স্বীয় দুর্ব্বিষহ ভুজ বলে, নিখিল রাজমণ্ডল পরাজয় করিয়া ধরণীতলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জন দ্বারা আপন নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। তৎকালে আপানর সাধারণ সকলেই একাগ্রচিত্তে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিত। এই রূপে অষ্টাবিংশতি বৎসর অতীত হইল তথাপি তিনি পুত্রমুখ অবলোকন করিতে পারিলেন না। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সুখী হইয়াও কেবল পিতৃঋণে বদ্ধ থাকাতে আপনাকে নিতান্ত দুঃখভাজন মনে করিতে লাগিলেন। একদা তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া মহিষীর সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই অকস্মাৎ শয্যা

হইতে উত্থিত হইয়া কুলদেবতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন হে দেবি! আমি এই ধরণীক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম সুখাস্পদ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিলাম না। হায়! আমা হইতেই এই সুদীর্ঘ বংশের সমুচ্ছেদ হইল। আহা! আমি ঈদৃশ পাপী হইয়া কি নিমিত্ত এই ত্রিলোক বিশ্রুত পবিত্র কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। হে ভগবতি কুলদেবতে! যদি আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তাহা হইলে আমি কল্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই এই দুর্ব্বহ দেহভার হইতে মুক্ত হইব। অনন্তর কুলদেবতা মহীপতির বিনয় বাক্যে প্রসন্না হইলেন এবং রাজা পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইলে তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস! আমি তোমার স্তুতিবাক্যে প্রসন্না হইয়া বলিতেছি তুমি ত্বরায় পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বিঘ্ন বিনাশ জন্য তোমাকে কিয়ৎকাল অরণ্যে গমন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে হইবে। কুলদেবতা এই মাত্র বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এবং রাজাও ত্বরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহিষীর নিকট আপন স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, প্রাণাধিকে! আমি প্রভাত মাত্রেই, পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় বনগমন করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। তুমি কিয়ৎকাল একাকিনী অবস্থিতি কর। অনন্তর রাজমহিষী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, নাথ! আমিও আপনকার অনুগামিনী হইব। হে প্রিয়তম! আপনি যৎকালে তপস্যায় একান্ত ক্লান্ত হইবেন, তখন আমি সুশীতল সলিল দ্বারা আপনকার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া জীবন সার্থক করিব। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মরীচিমালায় আপনকার শরীর হইতে মন্দ মন্দ স্বেদ বিন্দু বিনির্গত হইলে অঞ্চল সঞ্চালন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিব; দুর্গম বন মধ্যে ভ্রমণ করিয়া আপনার চরণতলে কুশাঙ্কুর ও কণ্টকাগ্র বিদ্ধ হইলে মর্দ্দন দ্বারা বেদনা দূরীকৃত করিব। অতএব আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন।

অনন্তর রাজা তথাস্তু বলিয়া সস্ত্রীক গমনে, স্বীকৃত হইলেন। এবং

তদ্বিষয়ক নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে রজনী প্রভাতা হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিল। তখন বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গগণ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক হর্ষসূচক নানাপ্রকার শব্দ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। প্রিয়ে! অরণ্য প্রবেশানুরূপ বেশ ভূষা ধারণ কর। আমি ত্বরায় মন্ত্রি-হস্তে রাজ্য ভার, সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি। ভূপাল এই বলিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভামণ্ডপীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন। হে মন্ত্রিন্! আমি পুত্র প্রাপ্তি আশয়ে দেবতার উপাসনা জন্য বন গমন করিব, তোমরা সকলেই প্রসন্ন বদনে অনুমোদন কর। হে পার্শ্বচরগণ; তোমরা সর্ব্বতো-ভাবে প্রজারঞ্জন করিতে চেষ্টা করিবে, আমি ত্বরায় প্রত্যাগমন করিব। নরপতি এই বাক্য বলিবা মাত্র সকলেই এককালে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল, কোন ব্যক্তিই নিষেধ বা অনুমোদন করিতে পারিল না। পরে এইরূপে মুহূর্ত্তকাল গত হইলে মন্ত্রী কহিলেন। হে রাজন্! আপনকার দুর্ব্বহ রাজ্যভার, আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়া যে সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইবে, এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ মহারাজ না থাকিলে এই রাজপুরী শূন্য ও অন্ধকারময় হইবে। অতএব মহারাজ! যদি একান্তই গমন করেন তাহা হইলে ত্বরায় প্রত্যাগত হইয়া অনুরক্ত প্রজাপুঞ্জের আনন্দ উৎপাদন করিবেন।

অনন্তর রাজা তথাস্তু বলিয়া সারথিকে রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন এবং মহিষীর সহিত রথারোহণ করিয়া তারাগণে পরিবেষ্টিত নিশাকরের ন্যায়, সৌদামিনীর সহিত বিলাসবান্ জলধরের ন্যায়, অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। পৌর ও জানপদগণ বাষ্পাকুল লোচনে রাজার মুখারবিন্দ সন্দর্শন করত দন্তায়মান রহিল। পরে ভূপতি প্রিয় বচনে প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিয়া সারথির প্রতি রথ সঞ্চালন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞা মাত্র সারথি

বাম হস্তে বল্গা ধারণ পূর্ব্বক ঘোটকগণকে কশাঘাত করিল' বাজিগণ ও প্রবল আঘাতে, অতিসন্তপ্ত হইয়া দ্রুত বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। তখন প্রজাগণ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। এদিকে ঘোটকগণ তীক্ষ্ণ জবে নানা দেশ ও নানা স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক ভয়ানক অটবী মধ্যে উপনীত হইল। পরে রাজা দেখিলেন যে, সেই বনের উত্তরাংশে এক ভয়ানক ভূধর সমুন্নত হইয়া নিবিড় অভ্রপুঞ্জ ভেদ করিতেছে। তিনি তদ্দৃষ্টে পরম পরি-তোষ লাভ করিয়া সারথিকে রথবেগ নিবৃত্ত করিতে বলিলেন। সারথিও রাজাজ্ঞানুসারে তথায় বিমানগতি নিবৃত্ত করিল।

অনন্তর রাজা মহিষীর সহিত তথায় অবতীর্ণ হইয়া অবস্থিতি করি-বার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বহু ক্ষণের পর এক সুরম্য পর্ব্বতগুহা সন্দর্শন করিয়া সারথিকে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন। সারথিও যে আজ্ঞা বলিয়া গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিল এবং প্রজাগণের নিকট রাজার বাটী হইতে বহির্গমন ও বনে অবস্থিতি পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। পুরবাসিগণ তৎশ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং সাতিশয় শোকার্ত্ত হৃদয়ে যথাকথঞ্চিৎ কালহরণ করিতে লাগিল। এদিকে রাজা, প্রিয়তমাকে সহচারিণী করিয়া সেই নিবিড় বন মধ্যে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে এক দিন রাজা, মুদ্রিত নয়নে তপস্যা করিতেছেন, এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার কুটীরে আগমন করিলেন। রাজপত্নী হঠাৎ ব্রাহ্মণ কুমারকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে যথোচিত আতিথ্য বিধান করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণ প্রকৃত আতিথ্য বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া গর্ব্বিত বচনে বলি-লেন, হে ভদ্রে! তোমরা কি নিমিত্ত আমার পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছ? তোমাদিগকে প্রশান্ত ভাবে বলিতেছি, তোমরা ত্বরায় এস্থান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ

এই ক্ষণে তোমাদিগকে ভীষণ কাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। রাজমহিষী এইরূপ প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে পুরুষোত্তম! যদি এই স্থান যথার্থই আপনকার অধিকৃত হয় তাহা হইলে কল্য প্রভাতেই আমরা স্থানান্তরিত হইব, এক্ষণে আমার ভর্ত্তার সমাধি ভঙ্গ করা উচিত নয়। অদ্য ক্ষমা করুন। অনন্তর ব্রাহ্মণ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন দুর্ব্বৃত্তে! তুমি আমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া কল্য প্রাতে গমন করিতে বাসনা করি- তেছ। তুমি কি জান না যে ব্রহ্মকোপানলে ধ্বংস হইলে এই তাপসের তপস্যা কোথায় রহিবে; অতএব বারম্বার বলিতেছি, আমার অধিকৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায় স্থানান্তরিত হও। তখন ভূপালপত্নী ভয়ে কম্পিতা হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন মহাত্মন্! যদি অদ্যই আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আপনিই ইঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া গমন করিতে আদেশ করুন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রথমতঃ ভূপালগাত্রে এক ভয়ানক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। আহা! রাজা এরূপে একাগ্রচিত্তে দেবারাধনা করিতে ছিলেন, যে তাহাতে তাঁহার এককালে বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার তাহাতে অণুমাত্রও ক্লেশানু- ভব হইল না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মনোনিবেশ পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

তখন সেই দ্বিজতনয়, দ্বিগুণতর ক্রোধান্ধ হইয়া সমীপস্থ এক ভয়ানক জ্বলন্ত অঙ্গার গ্রহণ পূর্ব্বক মহীপতির বিস্তারিত করপুটে সমর্পণ করিয়া স্থির নেত্রে ও অম্লানমুখে দেখিতে লাগিলেন। পরে নরপাল প্রবলতর বহ্নি তাপে তাপিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান আছেন ও নানা প্রকারে তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করিতেছেন। মহীপতি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি

পুটে কহিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি কিনিমিত্ত আমার সমাধিভঙ্গ করিতেছেন? যদি আমি আপনকার নিকট কোন রূপে অপরাধী হইয়া থাকি তাহা হইলে ক্ষমা করিয়া স্বীয় মহানুভবতা প্রকাশ করুন। মহীপতি এই বলিয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার রোদনে ও করুণার্দ্র বাক্যে প্রসন্ন হইয়া স্নেহসম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন হে বৎস! আমি তোমার স্তুতি- বাক্যে প্রীত হইয়াছি, আর তোমাকে এই স্থান হইতে অন্তরিত হইতে হইবেনা। কিন্তু আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি। যদি আমাকে প্রতারণা করিয়া আপন মানসিক ভাব সঙ্গোপন কর, তাহা হইলে তোমাকে অচিরাৎ ব্রহ্মকোপানলে ভস্মী- ভূত হইয়া শমন সদনের অতিথি হইতে হইবে। আর যদি যথার্থ রূপে আমার নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সাহায্য করিব। রাজা তচ্ছ্রবণে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন ও সবিনয় বচনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি পরম পবিত্র দ্বিজকুলে জন্ম- গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং যদি আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনা করি তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অন্তে নরকগামী হইতে হইবে সন্দেহ নাই, অতএব মহাশয়, নিঃশঙ্ক চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ভূপতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন হে মহাত্মন্! তুমি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডল আ- লোকিত করিয়াছ, এবং কি কারণেই বা সাংসারিক অশেষ- বিধ সুখ সম্ভোগ পরিহার পূর্ব্বক পত্নীকে সমভিব্যাহারে করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছ, তৎসমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া সত্য প্রতিপালন কর। রাজা দ্বিজ বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলি- তে আরম্ভ করিলেন। মহাশয়! শ্রবণ করুন। কানপুর নগর আ- মার রাজধানী; আমার নাম মুক্তাধর; আমি বহু কাল রাজ্য

শাসনও প্রজা পালন করিয়া অবশেষে পুত্র প্রাপ্তি আশয়ে বন প্র- বেশ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছি। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন বৎস ! আমি তোমার বাক্যে প্রীত হইয়াছি এক্ষণে তোমাকে এই তিনটী বিল্বপত্র ও এই ভীষণ খড়্গ সমর্পণ করিলাম। তুমি, প্রথমতঃ এই তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা আমার মস্তক চ্ছেদন করিয়া সেই রুধির ত্বরায় একটী পাত্রে ধারণ করিবে। পরে ঐ নরকপালের উপর প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমতঃ অগ্নির পূজা করিবে। অনন্তর কৃষ্ণবর্ত্মা খরতর তেজো- রাশি প্রকাশ করত জাজ্বল্যমান হইলে ইহার একটী বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া অনলের বীজ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাতে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে অগ্নি, সেই বিল্বদল প্রাপ্তিমাত্র লোহিতাকার পরিহার পূর্ব্বক নীলবর্ণ আকার ধারণ করিবেন। তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে দ্বিতীয় বিল্বপত্র অর্পণ করিবে। অনন্তর হুতাশন, দ্বিতীয় আহুতি প্রাপ্তি মাত্র তোমার সাহস পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাকার পরিত্যাগ করিয়া পীতবর্ণ আকারে জন্মণ্ডল আলোকিত করত প্রায় নভোম- ণ্ডল স্পর্শ করিবার উপক্রম করিবেন, তখন অসংখ্য কীট পতঙ্গ- গণ ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে তন্মধ্যে পতিত হইতে আরম্ভ করিবে। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইও না। পরে তৃতীয় বিল্বপত্র মদীয় রুধিরে আক্ত করিয়া তৎ- ক্ষণাৎ তাহাতে অর্পণ করিবে হে রাজন্! তুমি কৃশানুর ভয়াবহ মূর্ত্তি অবলোকন পূর্ব্বক বিল্বপত্র দানে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান ক- রিলে অপ্রতিবিধেয় ব্রহ্মহত্যা পাপে বিলিপ্ত হইয়া অন্তে নরক গামী হইবে, প্রত্যুত যদি তথায় সাহস পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে তৃতীয় বিল্বপত্রেই অনল স্বমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তোমার অভীষ্ট বর দান করিবেন।

অনন্তর রাজা, বিনীত বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন হে পরমা- রাধ্য ! আপনি আমাকে যে সমস্ত বিষয়ের আদেশ করিলেন তাহা

শ্রবণ করিয়া আমি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বিল্বপত্র দানেও স্বীকৃত আছি, কিন্তু আপনকার শোণিতধারা কখনই দর্শন করিতে পারিব না অতএব মহাশয় ! আমার সন্তান মুখ নিরীক্ষণ করিবার আবশ্যক নাই। রাজা এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইলেন।

তদ্দৃষ্টে দ্বিজকুমার, ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। বৎস ! তাহাতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তোমাকে এক উৎকৃষ্ট উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। যৎকালে হুতাশন স্বাকার ধারণ পূর্ব্বক তোমাকে বর প্রদান করিতে উন্মুখ হইবেন বরং তৎকালে তুমি প্রথমতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বর প্রার্থনা করিবে যে, হে বহ্নে ! যদি আপনি আমার উপর একান্ত প্র- সন্ন হই[illegible]থাকেন তবে অগ্রে এই ব্রাহ্মণকুমারের জীবন দান করুন। অনন্তর তাহা সম্পন্ন হইলে আপন অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিও তাহাতে তোমার শরীরে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনন্তর রাজা অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ত্বরায় সেই ব্রা- হ্মণ সুতের মস্তক চ্ছেদন করিলেন। সেই ভীষণ খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত উত্তমাঙ্গ প্রবল বেগে অসৃক্ ধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজাও তৎক্ষণাৎ তাহা অভিনব মৃন্ময় পাত্রে ধারণ পূর্ব্বক নরকপালে অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া দ্বিজসুতের বাক্যানুরূপ ঘৃতাক্ত বিল্বদল প্রদান করিলেন। অগ্নিও আহুতি প্রাপ্তি মাত্র পূর্ব্ব কথিত নানাপ্রকার আ- কার ধারণ করিতে লাগিলেন। বিবিধ জাতীয় পতঙ্গগণ কর্ণ বিদারী ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক তন্মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীষণরূপ ধারিণী অনলশিখা প্রায় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। আহা ! হঠাৎ তাহা দর্শন করিলে বোধ হয় যেন চিতাগ্নি জঙ্গমাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলের সীমা দর্শনে সমুৎসুক হইয়া বাতাহত শিখারূপ অঙ্গুলী সঞ্চালন করত সহবাসী প্রেতগণকে আহ্বান করিতেছে। রাজা এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না বরং অসমসাহসে তৃতীয় বিল্বপত্র

শোণিতাক্ত করিয়া ভীষণ অনলরাশি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া বিনীত বচনে স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহ্নি, মহীপতির স্তুতি বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া স্বাকার ধারণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে বৎস! তোমার লোকাতিগ আহুতি প্রাপ্ত হইয়া বাক্যাতীত সন্তুষ্ট হইয়াছি তুমি ত্বরায় বর প্রার্থনা কর। তচ্ছ্রবণে নরনাথ, একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলি- লেন, হে ব্রহ্মন্! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে অগ্রে এই দ্বিজসুতের প্রাণদান করুন। ব্রহ্মাও তথাস্তু বলিয়া আপন শরীর হইতে সঞ্জীবনী শক্তি বহির্গত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ শরীরে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহাকে জীবিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া নরপালের সহিত পুনর্ব্বার ব্রহ্মার [illegible] আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে হুতাশন প্রিয়ভাষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! পুনর্ব্বার কি নিমিত্ত স্তুতি পাঠ করিতেছ যদি আর কোন বর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় তবে শীঘ্র ব্যক্ত কর।

অনন্তর ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার এইরূপ অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া সবি- নয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে প্রভো! এই রাজা পিতৃঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার আশয়ে এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে বহু কাল তপস্যা করিতেছেন। কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পা- রেন নাই। পরে অদ্য অদৃষ্ট ফলে আপনকার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া- ছেন এক্ষণে ইহাঁর অসীম দুঃখ দর্শন করিয়া আপনকার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আপনি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক মহিষীর গর্ভে একটি পুত্ররত্ন প্রদান পূর্ব্বক ইহাঁর ভয়ানক ক্লেশসমূহ দূরীকৃত করুন। অনন্তর ব্রহ্মা, তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এবং ব্রাহ্মণও যথোচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করি- লেন।

অনন্তর অনল বরপ্রভাবে মহিষীর গর্ভ চিহ্ন সুপ্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন রাজা প্রিয়তমার সসত্ত্বাবস্থা দর্শন করিয়া বলিলেন

প্রেয়সি! আমাদিগের অদৃষ্ট বুঝি এত দিনের পর সুপ্রসন্ন হইল আহা! তোমার শরীর দিন দিন সামর্থ্য হীন হইতেছে। মুখারবিন্দ পাণ্ডুবর্ণ আকার ধারণ করিতেছে। সুতরাং চল আপন রাজ্যে গমন পূর্ব্বক প্রজাগণের উৎকণ্ঠা নিরাকরণ করি। রাজমহিষী ভর্তৃ- বাক্যে প্রীতা ও সম্মতা হইলেন এবং উভয়ে স্বীয় রাজধানীর অভি- মুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুই দিবসের পর তাঁহারা নগরী মধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন আপনাদিগের নিখিল রাজ্য সম্পত্তি প্রবল শত্রুসাৎ হইয়াছে তখন তিনি বলাভাবে সংগ্রাম করিতে না পারিয়া তথায় যৎসামান্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সামান্য ভাবে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে পর মহিষী কাল প্রাপ্ত হইয়া শুভ ক্ষণে এক সন্তান প্রসব করিলেন। রাজা চির প্রার্থনীয় সন্তান মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অপার আনন্দসা- গরে নিমগ্ন হইলেন, এবং যথাসাধ্য আয়াস সহকারে তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন, এইরূপে কুমারের ছয় মাস বয়ঃক্রম হইলে রাজা শুভ দিনে শুভ ক্ষণে পুত্রের অন্নপ্রাশন দিয়া অশ্বিনীকুমার এই নাম রাখিলেন। তদনন্তর রাজার আর পাঁচটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

অনন্তর রাজা, অশ্বিনীকুমারকে বিদ্যা শিক্ষা জন্য পাঠশালায় সমর্পণ করিলেন। কুমারও অসীম পরিশ্রম সহকারে স্বল্পকাল মধ্যেই বিবিধ বিদ্যার পারদর্শী হইলেন এবং কৃতবিদ্য হইয়া উপাধ্যায়ের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে অশ্বিনীকুমারের বিদ্যার বিমল প্রভা সুপ্রকাশিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিতে লাগিল। তখন তদ্দেশস্থ ভূপতি তাঁহার অসামান্য বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং সভায় আহ্বান করিয়া বলিলেন বৎস! আমি তোমার জ্ঞানার্জ্জনে পরম প্রীত হই- য়াছি সুতরাং তুমি অদ্যাবধি আমার সভামণ্ডপের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইলে। রাজকুমারও তথাস্তু বলিয়া প্রতি দিন যথা- নিয়মে কার্য্য সম্পাদন করত রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে কিছু দিন অতীত হইলে পর রাজা প্রীত হইয়া সেই প্রিয় সচিব অশ্বিনীকুমারকে আপনার কোন মিত্রের ঔরসজাতা অধরমল্লিকা নাম্নী কন্যা সমর্পণ পূর্ব্বক সুখে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পরে এক দিন রাজা সভা মধ্যে সমাসীন হইয়া অশ্বিনীকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন মন্ত্রিন্! গত রজনীযোগে নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ স্বপ্ন দর্শন করিলাম যেন আমার পূর্ব্ব দেশীয় সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি প্রবল শত্রুর হস্তগত হইয়াছে। তদবধি আমার মন একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে সুতরাং তুমি তথায় গমন পূর্ব্বক অদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন কর।

অনন্তর অশ্বিনীকুমার প্রভুর আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত রণপোত সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, এবং জনক জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার মানসে বাটীতে গমন করিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া অদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন হে জনক জননি! আমি রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য কিয়ৎকাল দেশ ভ্রমণ করিব, আপনারা প্রসন্ন বদনে অনুমতি করুন। অনন্তর মুক্তাধর তদীয় পুত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেশ পর্য্যটনে অনুমতি করিলেন। কুমার ও জনক জননীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপন পত্নী অধর মল্লিকাকে মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া অর্ণবযানে আরোহণ করত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে এক দিন রাজকুমার অর্ণবকূলে রণপোত বন্ধন পূর্ব্বক ভোজনাদি সম্পন্ন করিতেছেন এমত সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইলেন, এবং বলিলেন বৎস! আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে কিঞ্চিৎ জল দান করিয়া জীবন রক্ষা কর। অশ্বিনীকুমার, দ্বিজ দর্শন মাত্র অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া আসন প্রদান করিলেন এবং সবিনয় বচনে বলিলেন মহাশয়! আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে অবস্থিতি করুন। আমি জল আনয়ন

করিতেছি। তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ পরম প্রীত হইয়া আসনোপরি উপবেশন করিলেন। অশ্বিনীকুমারও সসম্ভ্রমে বাস গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নানা প্রকার ভোজনীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ সমীপে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজনাবসানে অশ্বিনীকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন বৎস! আমি তোমার আয়াসে জীবন প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে তোমার প্রত্যুপকার করিবার বাসনায় তোমাকে এই এক খানি আসন প্রদান করিলাম। ইহা অতি সাবধানে রাখিবে, এই বলিয়া আপনার বস্ত্র হইতে আসন বহির্গত করত কুমারের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন। হে রাজতনয়! তুমি ইহাকে সামান্য বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করিও না, ইহাতে উষ্ণ জল নিক্ষেপ করিবামাত্র প্রত্যেক বারে এক শত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে; আর দূর পথ গমন করিতে ইচ্ছা করিলে ইহাতে আসীন হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেই নিমেষার্দ্ধ মধ্যে তথায় উপনীত হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অশ্বিনীকুমার আসন প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়তমা অধরমল্লিকাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত অতি কষ্টে দিবাভাগ যাপন করিয়া রজনী আগতা হইলে তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিলেন। আসনও দৈব শক্তি প্রভাবে রাজকুমারকে গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরায় অধরমল্লিকার মন্দিরে উপস্থিত হইল। অনন্তর কুমার আসন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক দ্বারে করাঘাত করত প্রিয়তমাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সুকুমারী অধরমল্লিকা বহুদিবসান্তে প্রাণাধিকের সাদর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ। এই ঘোরতর নিশীথ সময়ে একাকী কোথা হইতে আগমন করিতেছেন, তৎ সমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ দূরীকর করুন।

অশ্বিনীকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া

বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাণাধিকে! শ্রবণ কর, আমি অদ্য
দিবাভাগে অর্ণবযান বন্ধন পূর্ব্বক উপরে উঠিয়া ভোজনাদি সম্পাদন
করিতেছি এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া বলিলেন যে, আ-
মার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ জল দান করিয়া আমার জীবন
রক্ষা কর। আমি ও তাঁহাকে দেখিয়াই ব্যগ্র হইয়া নানা প্রকার খাদ্য
ও পানীয় দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে সমর্পণ করিলাম। তিনি তদ্দর্শনে
সাতিশয় প্রীত হইয়া আপনার অঙ্গবস্ত্র হইতে এই আসন বহি-
র্গত করিয়া বলিলেন বৎস! তুমি আমার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম
করিয়াছ, অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই এক খানি
আসন প্রদান করিলাম। যদি কখন তোমার হঠাৎ অর্থের প্রয়ো-
জন হয়, তাহা হইলে ইহাতে যত বার উষ্ণ জল নিঃক্ষেপ করিবে
প্রত্যেক বারেই এক এক শত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। আর যদি দূর পথ
গমন করিবার মানস হয়, তাহা হইলে ইহাতে আরোহণ পূর্ব্বক
নয়ন মুদ্রিত করিলেই নিমেষার্দ্ধ মধ্যে তথায় উপনীত হইতে পারিবে
ব্রাহ্মণ এই মাত্র বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে প্রাণাধিকে! আমার
মন তদবধি তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া-
ছিল। কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে তৎকালে আগমন না করিয়া এক্ষণে
আসিলাম প্রভাত না হইতে হইতেই পুনর্ব্বার তথায় গমন করিব
নচেৎ মহারাজ আসন সহিত আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন।

অনন্তর রাজকুমারী আসন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে
বলিলেন হে প্রাণাধিক! যদি আপনি এই দুঃখিনীর উপর অনু-
কম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন তবে কল্য প্রচ্ছন্নভাবে
অবস্থিতি পূর্ব্বক আপনকার জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
গমন করিতে হইবে। অশ্বিনীকুমার প্রণয়িনীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া বলিলেন, প্রেয়সি! মহারাজ আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর
ভাল বাসেন। তাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই আমার উপর
যথেষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং যদিসাৎ মহারাজ ইহার

অণুমাত্রও জানিতে পারেন তাহা হইলে আমার প্রাণদণ্ড করিয়া আ-
সন গ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি পিতামাতার প্রত্যয় জন্য আমার না-
মাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় ধারণ কর, এই বলিয়া অঙ্গুরীয় সমর্পণ করিলেন।
পরে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে দেখিলেন যে
দিবাকরের করমালায় পূর্ব্ব দিক সুপ্রকাশিত হইতেছে। তখন
অশ্বিনীকুমার প্রিয়তমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! রজনী
প্রভাতা হইল আমি গমন করি এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক
আসনে উপবেশন করিলেন। আহা! তখন অধরমল্লিকা পতির সুনি-
র্ম্মল মুখারবিন্দের প্রতি অনিমিষ নয়নে দৃষ্টিপাত করত অশ্রুজল
বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কুমারও আসন প্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যে
পুনর্ব্বার আপন যানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে আপনার
পার্শ্বচরগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কাল যাপন করিতেছে। তখন
তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কর্ণধারকে
আহ্বান পূর্ব্বক যান সঞ্চালন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন কর্ণধার
তদীয় বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তরী চালাইতে লাগিল।
এই রূপে কিছু পথ অতি বর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে দিনমণি নভো-
মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিতেছেন। জীব-
গণ তীক্ষ্ণ রশ্মি প্রভাবে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ছায়া অন্বেষণ করিতেছে।
তখন অশ্বিনীকুমার অনুচরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা
এই স্থানেই যান বন্ধন পূর্ব্বক ভোজনাদি সম্পন্ন কর, আমারও
অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে। ভৃত্যেরা তথাস্তু বলিয়া তথায় অবরোহণ
পূর্ব্বক ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমার
ভোজন জন্য শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হায়! বিধাতার কি বিড়-
ম্বনা এই সময় এক ভয়ানক বাত্যা উপস্থিত হওয়াতে অশ্বিনীকুমারেরয়
আসন সহিত অর্ণবযান আগাধ জলধি জলে নিমগ্ন হইল। তখন
তিনি আসন ভ্রষ্ট হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করত অপর এক
তরীতে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিলেন।

আহা! বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ, কিছুই বুঝা যায়না। এদিকে কানপুরে সাধ্বী অধরমল্লিকা শুভ ক্ষণে পতি সঙ্গ প্রাপ্তি পূর্ব্বক সুশোভন গর্ব্ভ লক্ষণ ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি একান্ত ভীত হইয়া জগদীশ্বরের নিকট আসন প্রভাবে পতির পুনঃ সমাগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে দুই তিন মাস অতীত হইলে পর মুক্তাধরের পত্নী ও পুত্রগণ অধরমল্লিকার গর্ব্ভ বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যভিচারিণী জ্ঞান করিয়া লোক লজ্জা ভয়ে তাহাকে ছল ক্রমে নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রেরণ করিলেন। আহা! পতিপ্রাণা অধর মল্লিকা ভীষণ অরণ্য সন্দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে অনাথা জ্ঞান করিয়া হাহাকার শব্দ করত ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনন্তর চেতনা লাভ করিয়া স্বামিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন হে নাথ! আপনি কোথায়, এক্ষণে একবার দর্শন দিয়া ভয় বিহ্বলা প্রিয়তমাকে অভয় প্রদান করত আশ্বাসিত করুন। হে প্রাণাধিক! যৎকালে আপনি মদীয় গৃহে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে আমি অসীম আয়াস সহকারে আপনকার জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম হায়! আমার অদৃষ্ট বশতঃ তখন আপনি আমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া আপন প্রাণ ভয়ে রজনীযোগেই পলায়ন করিলেন। হায়! তদবধি আমার এই গর্ব্ভ লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল আমি আপনকার পরিজনের প্রত্যয়ের নিমিত্ত ত্বদীয় অঙ্গুরীয় সমর্পণ পূর্ব্বক আসন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ভাগ্য দোষে আমার দেবরগণ তাহা মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ব্যাভিচারিণী বোধে আমাকে এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রেরণ করিয়াছে হে নাথ! এক্ষণে আমি ভয়াবহ শ্বাপদগণের কুক্ষি মধ্যে প্রবিষ্টা হইতেছি আপনি দৈব আসন প্রভাবে একবার আগমন করুন। এই বলিতে বলিতে অধরমল্লিকার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তখন ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। গুরুতর শোকভারে কণ্ঠনালী রোধ

হইয়া আসিল। আহা! যে শরীর দুগ্ধফেননিভ আস্তরণেও ক্লিষ্ট হইত এক্ষণে হেমকান্তিনিভ সেই শরীর রজোভিলিপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছে। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে অধরমল্লিকা নয়নবারি সম্মার্জ্জন করিলেন এবং পুনর্ব্বার স্বামিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে প্রিয়তম! আপনি সর্ব্বদা আমার নিকট বলিতেন, প্রাণাধিকে! যদি তোমার শারীরিক কোন অনিষ্ট হয় তাহা হইলে আমি সাগর জলে অথবা অনলরাশি মধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিব। হায়! সেই সমস্তই প্রতারণা; হে প্রাণাধিক! আর আমি আপনকার মুখচন্দ্রিমা দর্শন করিয়া নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করিতে পারিব না, আর আমি আপনকার সুমধুর হাস্য সন্দর্শন করিতে পাইব না। আপনকার সুধাসদৃশ বচন পরম্পরায় আর আমার শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত হইবে না। অদ্যাবধি আমার সাংসারিক সমস্ত সুখই উদ্যাপিত হইল। হে জননি! আপনি যাহার লালন পালনে মনোনিবেশ করিয়া আপনার পান ভোজনেও বিরক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ভয় প্রাপ্ত হইলে সন্ত্রস্তা হইয়া যাহাকে অঙ্ক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। হায়! অদ্য সেই অধরমল্লিকা ভীষণ অরণ্য মধ্যে অনাথিনী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে একবার আগমন করিয়া অভয় প্রদান করুন। হায়! সামান্য কারণে আমার নয়নযুগল হইতে বারি বিগলিত হইলে যে পিতা সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসু হইতেন, অদ্য তিনিই বা কোথায়! এই বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই চৈতন্য লাভ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন। তখন দৈবকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন হে বিধাতঃ! আমি জন্মান্তরে কি ভয়ানক পাপে বিলিপ্তা হইয়াছিলাম যে সেই কারণে আমাকে এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে, হায়! কি কারণে আপনি আমাকে এই অচিন্তনীয় কলঙ্ক সাগরে নিঃক্ষেপ করিলেন হায়! আমার বোধ হয় ভয়াবহ কলঙ্করাশি সেই নিশীথ

সময়ে আমার প্রাণাধিকের আকার ধারণ পূর্ব্বক আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে। হে জগদীশ্বর! যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি তাহা হইলে অচিরাৎ যেন এই ভীষণ শ্বাপদ গণের কবলাশ্রিতা হই। এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ তথায় এক ব্রাহ্মণ কন্যা সমাগতা হইলেন এবং সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎসে! কি নিমিত্ত তুমি একাকিনী এই বিজন বনে রোদন করিতেছ? কেনই বা দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা তোমার মুখারবিন্দ মলিন হইতেছে? তৎসমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন কর।

অনন্তর সুকুমারী অধরমল্লিকা অকস্মাৎ মানব বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নয়নবারি সম্মার্জ্জন করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন মাতঃ! আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে কিঞ্চিৎ জল দিয়া প্রাণ দান করুন। ব্রাহ্মণী তথাস্তু বলিয়া জল আনয়ন পূর্ব্বক বলিলেন বৎসে! জলপান কর, আমি তোমার সমস্ত দুঃখ মোচন করিতেছি, এই বলিয়া আপন বস্ত্র হইতে সেই পূর্ব্বোক্ত আসন বহির্গত করিয়া বলিলেন বৎসে! শ্রবণ কর। পূর্ব্ব কালে চন্দ্রচূড় নামে এক সন্ন্যাসী ত্রিলোকজয় বাসনায় বহু কাল ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা তাঁহার প্রগাঢ় সমাধি অবলোকন করিয়া যখন বর দানে উন্মুখ হন। তখন ঐ সন্ন্যাসী বিনীতভাব ধারণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন হে ভগবন্! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বত্র গমন করিবার ও ত্রিলোকজয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। অনন্তর ব্রহ্মা তাপসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক এই আসন বহির্গত করিয়া বলিলেন বৎস! তোমাকে এই এক খানি আসন প্রদান করিতেছি ইহাতে উপবেশন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেই আপনি অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইতে পারিবে এবং এই আসন, দ্বাদশ বর্ষান্তে তোমাকে ত্রিলোক বিজয়ের ক্ষমতা প্রদান করিবে কিন্তু হে ঋষিবর

ইতি মধ্যে ইহা তোমার হস্তান্তরিত হইলে আর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হন এবং তাপসও অতি যত্নে এই আসন কিছু কাল রাখিয়াছিলেন।

এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে পর একদা চন্দ্রচূড় আপন কুটীরে আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক কুসুম আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন, এমত সময়ে মদীয় স্বামী কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহা আনয়ন করিয়াছিলেন ও সর্ব্বদা তাঁহার ভয়ে উচ্ছিষ্ট পাত্রে রাখিতেন এবং ভ্রমণ কালে আপনার অঙ্গ বস্ত্র মধ্যেই থাকিত তাহাতে তাপস হতজ্ঞান হইয়া কিরূপে আসন পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে আমার স্বামী অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া বৎস অশ্বিনীকুমারের অর্ণব তরীর নিকট বর্ত্তী হন। পরে তাঁহার প্রযত্নে শরীর সুস্থ হইলে এই আসন তোমার স্বামিকেই সমর্পণ করেন। এবং তিনিও এই আসন প্রভাবে নিশীথ সময়ে তোমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। হে বালে! তুমি রোদন হইতে বিরতা হও, এই আসনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে! বোধ হয় ইহাতে তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। যাহা হউক অশ্বিনীকুমার তোমার নিকট হইতে যে দিবস গমন করেন তাহার পর দিন এই আসন সহিত তাঁহার এক খানি অর্ণব যান জল মগ্ন হয়। অদ্য চারি দিবস অতীত হইল আমি সাগর সঙ্গমে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলাম। যৎকালে আমি সাগর জলে অবগাহন করি, তৎকালে ইহা দৈব প্রভাবে আমারই হস্তে পতিত হয়। তদবধি ইহা আমার নিকটেই আছে এক্ষণে তুমি এই আসন গ্রহণ কর। এই আসন প্রভাবেই তোমার সকল দুঃখ দূরীকৃত হইবে কিন্তু ইহাতে যদিস্যাৎ অন্য কোন রমণী ভ্রান্তি ক্রমেও পদার্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূতা হইতে হইবে। ব্রাহ্মণী এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পতিপ্রাণা অধরমল্লিকা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেবদত্ত

আসন সযত্নে অঙ্কে ধারণ করিলেন। আসন ধারণ করাতে তাঁহার প্রিয়তমের আগমন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল তখন তিনি পর্ব্বাত্যয়ে জলধির ন্যায় উচ্ছলিত শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিলেন না। পরে দুঃখাভিতপ্ত নয়ন বারি বিগলিত হইয়া আসনে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর আসন নয়নের উত্তপ্ত বারি-বিন্দু প্রাপ্তি পূর্ব্বক দৈব শক্তি প্রভাবে অনবরত স্বর্ণ মুদ্রা প্রসব করিতে লাগিল। পরে সাধ্বী অধর মল্লিকা অর্থ ও আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অরণ্য মধ্যেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। আহা! আসন প্রভাবে তাঁহার দিন দিন বিপুল অর্থাগম হইতে লাগিল। তখন তিনি তদ্দ্বারা অনমুভবনীয় সুরম্য হর্ম্ম্যমালা বিনির্ম্মাণ করিলেন এবং স্থানে স্থানে সুনির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর সকল সুচারু রূপে উৎখাত করাতে তাহা অকস্মাৎ আগন্তুক জনগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতে লাগিল। রাজকুমারী বহুযত্নে ও অর্থ সহকারে স্থানে স্থানে মনোহর বণিজ্য স্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথাকার রাজ্যেশ্বরী হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। নানা দেশীয় বহুসংখ্য জনগণ তথায় আগমন করিয়া বণিজ্য ও বসতি করিতে লাগিল। এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে কুমারী অধরমল্লিকা কালপ্রাপ্ত হইয়া শুভ ক্ষণে এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক স্বামিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হে হৃদয়-বল্লভ! এত দিনের পর ভবৎসদৃশ কুমার ভূমিষ্ট হইয়াছে। এক বার ত্বরায় আগমন করিয়া ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক অপার আনন্দ অনুভব করুন। পরে সন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে কুমার! তুমিই আমার গর্ব্ভেতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছ। অধরমল্লিকা এই রূপ নানা প্রকার বিলাপ করিয়া রোদন হইতে বিরতা হইলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক সন্তানের লালন পালন করিতে লাগিলেন।

পরে রাজতনয়ের ছয় মাস বয়ঃক্রম হইলে কুমারী অধরমল্লিকা

তাঁহার বনকুমার এই নাম রাখিয়া করণ করত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কুমারও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভীষণ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে রাজকুমারী পতিচিন্তায় একান্ত মগ্না হইয়া অন্বেষণার্থ স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত করিলেন। এবং বলিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি রণপোত সজ্জিত করিয়া গমন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করিবে। ভৃত্যেরা যে আজ্ঞা বলিয়া রাজমহিষীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে অশ্বিনীকুমার নানা দেশ ও নানা স্থান পরাজয় করিয়া এক দিন নিশীথ সময়ে অধরমল্লিকার অধিকৃত স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে নগরী অসংখ্য আলোকমালায় আলোকিতা হইয়া অচিন্তনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে, চতুর্দ্দিকে কাল সদৃশ প্রহরীগণ ভীষণ করবারি ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; তদ্দৃষ্টে অশ্বিনীকুমার বিস্মিত হইয়া পার্শ্বে অবলোকন পূর্ব্বক বলিলেন হে অনুচরগণ যৎকালে আমরা দিগ্বিজয় জন্য গমন করি তখন এই স্থান ভয়াবহ শ্বাপদগণের বাস ভূমি ছিল আহা! স্বল্পকাল মধ্যেই কিরূপে এতাদৃশী মনোহারিণী শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক এস্থান আমাদিগের রাজার অধিকৃত, কল্য প্রভাতেই এই অভিনব ভূপালের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে হইবে, এই বলিয়া তথায় রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক জন অনুচরকে পত্রিকা প্রদান পূর্ব্বক রাজকুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল যে হে নবভূপতে! আমি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নিখিল রাজগণের নিকট হইতে কর গ্রণ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিতেছি। এক্ষণে তুমি ত্বরায় কর প্রদান কর। নচেৎ তোমাকে ভীষণ রণকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। অনন্তর অশ্বিনীকুমারের দূত পত্রিকা গ্রহণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বেই বনকুমারের নিকট গমন করিয়া লিপি প্রদান করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর সুকুমার বনকুমার পত্র পাঠ মাত্র এককালে ক্রোধান্ধ হইয়া সৈনাগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এবং বিপক্ষ পক্ষীয় অনুচর প্রতি আদেশ করিলেন হে সৌম্য! তুমি ত্বরায় ত্বদীয় স্বামির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে সমরোচিত বেশ বিন্যাস করিতে বল, আমি ত্বরায় গমন করিতেছি। এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া আপনি বাস গৃহে গমন করিলেন তথায় নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র ও সুদৃঢ় কবচ ধারণ পুর্ব্বক জননীর নিকটে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। জননি! এক দুর্ব্বৃত্ত রাজা মদীয় রাজ্য হইতে কর গ্রহণ করিবার বাসনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব আপনি হৃষ্টান্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করুন, আমি স্বল্পকাল মধ্যেই জয়ী হইয়া আগমন করি।

অনন্তর সুকুমারী অধরমল্লিকা প্রিয়তনয়ের এতাদৃশ অধ্যবসায় অবলোকন পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ ও তৎকালোচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভয়াবহ সংগ্রাম ব্যাপার সমাধানার্থ অগত্যা বিদায় করিলেন। কুমারও মাতার অনুজ্ঞা প্রাপ্তি পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে দেবসম্ভূত বিমানোপরি আরোহণ করিয়া সুদীর্ঘ মৌর্ব্বী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; তাহাতে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া গর্ত্তিণীর গর্ত্তপাত করিতে লাগিল এবং চতুরঙ্গিণী সেনাগণ কুমারের সহিত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে অশ্বিনীকুমারও অনুচর প্রমুখাৎ সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক সেনাগণ সহিত ক্রমে ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয় দল একত্রীকৃত হইয়া প্রলয় কালের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। পরে বনকুমার অষ্টাদশ শর, ধনুকে যোজনা করিয়া প্রতি দ্বন্দ্বীর অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন, তখন অশ্বিনীকুমার দশ বাণে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বনকুমারের প্রতি নিরন্তর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং বনকুমারও তাহা বিফলীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার শর ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিন দিবস অতীত হইল

তথাপি কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পরিলেন না। পরিশেষে বনকুমার প্রবল বল সহকারে দশটী সায়কে অশ্বিনীকুমারের শরাসনের সুদীর্ঘ মৌর্ব্বী ছেদন ও আট বাণে সারথির মস্তক বিলূন এবং চারি শরে রথের যুগ ছেদ করিলেন; তখন অশ্বিনীকুমার বিরথ হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন ও প্রবল শত্রুর বিনাশ জন্য নানাবিধ দুর্ব্বিষহ শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বনকুমারের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া অসৃক্ ধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎপরে বনকুমার আর সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে ভীষণ বারুণাস্ত্র মন্ত্র পূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্র দৈব শক্তি প্রভাবে অশ্বিনীকুমারের হস্ত পদাদি বন্ধন পূর্ব্বক কুমারের নিকট আনয়ন করিল। পরে তিনি অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহচরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের সকলকেই কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর এক দিন অধরমল্লিকা প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন এমত সময়ে এক জন সহচারিণী রাজমহিষীর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, হে দেবি! কিছু দিন অতীত হইল, কুমার প্রবল ভুজ-বল প্রকাশ করিয়া যে রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন ঐ দেখুন সেই দুর্ব্বৃত্ত কারাগার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তচ্ছ্রবণে রাজমহিষী একান্ত কৌতুকাবিষ্টা হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া সখীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, সহচারিণি! এত দিনের পর বুঝি আমার সমস্ত দুঃখের অবসান হইল। তুমি একবার ঐ স্থানে গমন পূর্ব্বক উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়াছে।

অনন্তর সহচরী তথাস্তু বলিয়া কারাগৃহে গমন করিল এবং বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আপনি কোন্ পবিত্র বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং কোন্ নগরে আপনকার বাসস্থান ও

আপনকার নাম কি? যদি এই সমস্ত বার্ত্তা আমার নিকট যথার্থরূপে প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমি কুমারকে ও তাঁহার জননীকে বলিয়া আপনাকে এই ভীষণ কারাগার হইতে মুক্ত করিব। অশ্বিনীকুমার সহচারিণীর ঈদৃশ সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, ভদ্রে! কানপুর নামক নগর আমার বাসস্থান, আমি রাজা মুক্তাধরের পুত্র, আমার নাম অশ্বিনীকুমার, বহু কাল অতীত হইল আমি প্রভুর আদেশানুসারে দিগ্বিজয় ব্যাপারে বিলিপ্ত হইয়া নিরন্তর নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতেছি। হায়! এই স্থানে আগমন করিয়া দৈব বিপাকে কারারুদ্ধ হইলাম। রাজকুমার এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরিচারিকা তাঁহার রোদনে বিমুগ্ধা হইল এবং তাঁহাকে অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিয়া ত্বরায় অধরমল্লিকার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল। আর্য্যে! ঐ রাজা কানপুর নামক নগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা মুক্তাধরের পুত্র উহাঁর নাম অশ্বিনীকুমার। আহা! উহাঁর রোদনে পাষাণ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয়। সহচরী এই বলিয়া অধরমল্লিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্ত করিতে অনুরোধ করিল।

সুকুমারী রাজমহিষী অশ্বিনীকুমারের নাম শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন এবং পুত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া পতির নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইলেন। তচ্ছ্রবণে রাজকুমার একান্ত ব্যগ্র হইয়া পিতার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক ভোজন ছলে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করিলেন। অনন্তর পরিচারিকাগণ নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে সমর্পণ করিল। তদ্দর্শনে অশ্বিনীকুমার একান্ত ভীত হইয়া ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে অধরমল্লিকা অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় উপনীতা হইলেন এবং তদীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বিনীকুমারও হঠাৎ রাজমহিষীর নিকট হইতে আপন নামাঙ্কিত

অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। পরে অধরমল্লিকা রোদন হইতে বিরতা হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন, নাথ! এই ত্বদীয় কুমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সহকারে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেছেন। তখন রাজকুমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমার অসীম আনন্দ সহকারে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণকে তথায় আনয়ন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সুখে ও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই গল্প সমাপন করিয়া রাজকুমারী কৃশোদরী বলিলেন নাথ! দেখিবেন যেন আমাকে অধরমল্লিকার ন্যায় অশেষ বিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। রাজকুমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তাহাতে চিন্তা করিও না আমি স্বল্প কাল মধ্যেই প্রত্যাগমন করিয়া তোমাদিগের সহিত স্বদেশে যাত্রা করিব।

রাজকুমার এই রূপে ক্রমে ক্রমে পত্নীগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজ সভায় গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বশুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন মহাশয়! বহু দিন অতীত হইল রাজ্যের কোন সমাচার না পাইয়া আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইতেছে অতএব ত্বরায় দিগ্বিজয় করিয়া রাজধানীতে গমন করিব মানস করিয়াছি, আপনি অনুমতি করুন। অনন্তর সোমসেন জামাতৃ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। বৎস! তুমি বালক আমি তোমাকে একাকী ভীষণ যুদ্ধ ব্যাপারে বিদায় দিতে পারিব না। তবে যদি একান্তই গমন করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি সসৈন্যে তোমার সহিত গমন করি। রাজা এই বলিয়া সেনাগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। অসংখ্য সৈন্যগণ সমরোচিত বেশ ভুষণ ধারণ করিয়া তোরণ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা সোমসেন ও কুমার শশাঙ্ক শেখর রথে আরোহ

করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। পরে সমস্ত
বল একত্রীকৃত হইলে রাজা সারথির প্রতি রথ চালনা করিতে অনুমতি
করিলেন। পরে সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র বিমান সঞ্চালন করিবার
নিমিত্ত ঘোটক পৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। তখন বাজিগণ আহত হইয়া
তীক্ষ্ণজব ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিম দেশীয় রাজা শরৎশশীর রাজ্যের অভি-
মুখে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে রাজা তথায় উপস্থিত
হইয়া দেখিলেন, অসংখ্য আরক্ত পতকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজপুরীর
সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। পতাকাগণ বায়ুভরে পত পত শব্দে
উড্ডীন হইয়া বস্ত্ররূপ হস্তদ্বারা যেন অরাতিগণকে দূরীকৃত করি-
তেছে। স্থানে স্থানে সুনির্ম্মল জল পূর্ণ সরোবর শুভ্রবর্ণ পঙ্কজ ধারণ
করিয়া মানস সরোবরের শোভাকেই যেন পরাস্ত করিতে উদ্যত হই-
য়াছে এবং বহু দূর ব্যাপিনী দীর্ঘিকায় সংখ্যাতীত মরালগণ ইতস্ততঃ
সন্তরণ করাতে বোধ হয় যেন রাজা শরৎশশীর অসীম যশোরাশি
মরাল বেশ ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবার উপক্রম করিতেছে।
রাজকুমার এই রূপে নগরীর অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য অবলোকন
পূর্ব্বক অবশেষে রাজার তোরণ সমীপে গমন করিয়া ঘণ্টায় আঘাত
করিলেন। অনন্তর ঘণ্টা প্রবলতর আঘাতে অভিহত হইয়া শ্রবণ
বিদারক শব্দ করিতে লাগিল।

এদিকে রাজা শরৎশশী অন্তঃপুর মধ্যে মহিষীর সহিত কথোপক-
থন করিতেছিলেন এমত সময়ে ঘণ্টার শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক মহিষীকে বলি-
লেন প্রাণাধিকে! এত দিন নিরুপদ্রবে অবস্থিতি করিতেছিলাম। অদ্য
কাহার আসন্ন কাল উপস্থিত হইল যে আমার রাজ্য গ্রহণ করিবার বাস-
নায় প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ মদীয় যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছে। যাহা হউক তুমি কিয়ৎ ক্ষণ একাকিনী অবস্থিতি কর আমি
ত্বরায় তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি এই
বলিয়া অচিরাৎ সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন এবং সারথির প্রতি
রথ আনয়ন করিতে ও সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর তাহারা সুসজ্জিত হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ রথারোহণ করিয়া
শত্রুসৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরে যখন উভয় পক্ষীয়
সৈন্য একত্র হইল তখন অমরগণ দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া শূন্য-
পথে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভীষণ সংগ্রাম দর্শন করিতে আগমন করি-
লেন। ক্ষণকাল মধ্যেই অতিভীষণ শরনিকরে নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত
হইল এবং প্রত্যেক যোদ্ধাই স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি প্রাণপণে বাণ
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাণবিলূন হস্তি, অশ্ব, রথী, ও পদাতিগণের
হস্তপদ প্রভৃতি হইতে অবিশ্রান্ত রুধির ধারা বিনির্গত হইয়া
নদীর আকার ধারণ করত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।
কোন স্থানে কোন যোদ্ধা বিপক্ষ পক্ষীয় শরপ্রভাবে হতাশ্ব হইয়া
ভূতলে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিরন্তর বাণ বর্ষণ করিতেছেন; কোথায় ও বা
উভয় পক্ষীয় যোদ্ধা নিঃশেষিত হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। কোথাও
বহুতর শিবা ও বায়সগণ সভয়ে অন্তরাল হইতে নিরীক্ষণ করিয়া চতু-
র্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত রুধির পান করিতেছে। কোন স্থানে ভূধর
সদৃশ দ্বিরদগণ ছিন্নকর হইয়া প্রবল বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে।
এই রূপে অষ্টাহ যুদ্ধ হইল তথাপি কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে
পারিলেন না। তখন সুকুমার শশাঙ্কশেখর ভীষণ শরজালে আচ্ছা-
দিত হইয়া ব্রহ্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেনও কহিলেন,
হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে যুদ্ধ যাত্রায় অনুমতি দিয়া এই ভীষণ
কৃতান্ত হস্তে সমর্পণ করিলেন, আমি আপনার দুর্লভ বর পাইয়াও
এক্ষণে পরাজিত হইলাম।

অনন্তর ব্রহ্মা কুমার শশাঙ্কশেখরের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সত্য
রক্ষা হেতু তাঁহার শর মধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ
দৈববাণী হইল যে, রাজকুমার! অনাদি ব্রহ্মা তোমার স্তবে
সন্তুষ্ট হইয়া সায়ক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তুমি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ
কর। তচ্ছ্রবণে রাজকুমার সাতিশয় প্রীত হইয়া শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র
সংযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, রে দুরাত্মন্! এই অনলশর-

সংযোগে তোমার শিরচ্ছেদন করি, এই বলিয়া শরত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভীষণ সায়ক শরাসন হইতে বহির্গত হইয়া সাক্ষাৎ শমনাকার ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রাজা শরৎশশীর শিরশ্ছেদন করিল।

অনন্তর রাজকুমার শশাঙ্কশেখর অসীম আনন্দ সহকারে তথায় এক জয়স্তম্ভ সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত এক বণিক্ কুমারকে রাজা করিলেন এবং তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সোমসেন, কুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন। বৎস! আর আর রাজগণকে অনায়াসেই পরাজয় করিব। কেবল ইহার পরাক্রমেই মেদনীও কম্পিতা হইতেন। রাজকুমার শ্বশুরের সহিত এই রূপ নানা প্রকার কথোপকথন করত উত্তর দিক্‌স্থ রাজা মণিভূষণের রাজধানীতে নিশীথ সময়ে উপনীত হইলেন এবং তথায় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই রজনীতেই রাজকুমার শশাঙ্কশেখর নগরীর শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত একাকী গমন করিলেন এবং পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন এমন সময়ে ভীষণাকার এক রাক্ষস সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। হে পুরুষোত্তম! কোন্ স্থানে তোমার বাস ভূমি, কি নিমিত্তই বা এই ঘোরতর যামিনী যোগে নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছ? তচ্ছ্রবণে রাজকুমার বলিলেন; সিতারা নগরী আমার রাজধানী, আমার নাম রাজা শশাঙ্কশেখর, আমি ধরাতলস্থ নিখিল রাজমণ্ডল পরাজয় করিবার বাসনায় দিগ্বিজয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং রজনী প্রভাতা হইলেই এই নগর অধিকার করিব। এক্ষণে রাজপুরীর সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ গমন করিতেছি। তুমি কে? কি নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাক্ষস উত্তর করিল, এই নগরীর রাজা মণিভূষণ বহুকালাবধি ব্রহ্মার তপস্যা করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা ইহাঁর ঘোরতর সমাধি অবলোকন পূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, আ-

মরাও তদবধি প্রাণ পণে রক্ষা করিতেছি অতএব আপনি আমাকে পরাস্ত না করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

অনন্তর রাজকুমার নিশাচর বাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া শরাসনে শর সন্ধান করত তদুপরি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসও করাল বদন ব্যাদান পূর্ব্বক দুর্ব্বিষহ শরনিকর ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন রাজকুমার রাক্ষসকে শর ভক্ষণ করিতে দেখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বারুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং রাক্ষসও তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করিল। পরে মন্ত্রপূত ভীষণ বারুণাস্ত্র নিশাচরের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে মুষল ধারায় বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন গুরুতর জল ভারে উদর পরিপূর্ণ হওয়াতে নিশাচর শয়ন করিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া আসিলও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন রাক্ষস নিরুপায় হইয়া রাজকুমারকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিল হে মহারাজ! আপনি আমাকে এই ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন। আমি আপনাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছি। রাজকুমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্র প্রভাবে আপন শর প্রতিসংহার করিলেন। তখন রাক্ষস বন্ধন মুক্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ! শ্রবণ করুন। আমি ও আমার পত্নী ব্রহ্মার অনুজ্ঞায় এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। পরে আমার পত্নী নিরুপম রূপ ধারণ পূর্ব্বক কন্যা ভাবে রাজার পুরী মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। রাজা যাহাকে জয় করিতে অসমর্থ হন, প্রণয় চ্ছলে তাহার সহিত ঐ নিশাচরীর বিবাহ সমাধান করেন। পরিশেষে ঐ রাক্ষসী সেই রজনীযোগেই তাহার প্রাণ সংহার করে। এইরূপে কত শত রাজা কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। অতএব হে মহারাজ! আপনি রজনীযোগে সেই মায়াবিনীর সহিত সাক্ষাৎ মাত্রই বলিবেন যে মাসুদ স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে; তাহা হইলে আপনি সেই বিষম সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইবেন। নিশাচর এই বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাজকুমার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ত্বরায় আপন অভীষ্ট সমাধানী করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু কাহারো নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া নানাপ্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেলাগিলেন। অনন্তর শশধর ক্রমে ক্রমে অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিলেন, এবং অনতি বিলম্বেই পূর্ব্ব দিক সুপ্রকাশিত হইয়া জীবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তখন রাজকুমার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সৈন্য সহিত ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা মণিভূষণ যুদ্ধ সমাচার প্রাপ্তি মাত্র সসৈন্যে অগ্রবর্ত্তী হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। পরে শশাঙ্কশেখর আপনার লঘুহস্ততা প্রযুক্ত ক্ষণকালের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিনষ্ট করিলেন এবং পরিশেষে গর্ব্বিত বচনে বলিতেলাগিলেন। রে দুরাত্মন্! এই তীক্ষ্ণ শর সংযোগে তোমার প্রাণনাশ করি। তিনি এই বলিয়া শর ত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাজা মণিভূষণ প্রবল শস্ত্র অবলোকন করিয়া আর্ত্ত স্বরে বলিলেন হে পুরুষোত্তম! দুর্ব্বিষহ শর প্রতিসংহার করিয়া কর গ্রহণপূর্ব্বক আমার জীবন রক্ষা করুন। রাজা এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজকুমার মণিভূষণের ক্রন্দনে ও করুণার্দ্র বাক্যে প্রসন্ন হইয়া স্বীয় শর প্রতিসংহার করিলেন। পরে মণিভূষণ নিশাচরের বাক্যানুরূপ বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত কমলাক্ষী নাম্নী সেই মায়াবিনী কন্যা তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাজকুমার কৌতুক দর্শনার্থ নবোঢ়া নিশাচরীর সহিত বাসর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তৎকালে রাক্ষসের সাঙ্কেতিক বাক্য না বলিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমার নিশাচরের বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ছল ক্রমে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পরে মায়াবিনী কমলাক্ষী রাজকুমারের নিদ্রা অনুমান করিয়া

তাঁহার প্রশস্ত বক্ষস্থলে এক চপেটাঘাত করিল। পরে রাজতনয় বিষম প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া নয়নোন্মীলন করিয়া বিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রেয়সি! তুমি কি নিমিত্ত নির্দ্দয়ার ন্যায় প্রহার করিতেছ, যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমাকর। তখন মায়াবিনী, রাজপুত্রকে সচেতন দেখিয়া বিনয় বচনে বলিল হে প্রাণাধিক! অস্মদ্রাজ্যে ভয়ানক হিংস্র প্রাণিগণ বিবাহ রজনীতেই মহিলাগণকে ভয়াবহ বৈধব্যানলে নিপাতিত করে সুতরাং আমি তজ্জন্য ত্বদীয় সন্নিধানে উপবিষ্টা হইয়া কালরূপ পতঙ্গ গণকে দূরীকৃত করিতেছিলাম হে মহাশয়! ইহার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক ভীষণ পতঙ্গ আপনকার বক্ষস্থলে উপবিষ্ট হইয়া রুধির পান করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তদ্দৃষ্টে আমি আঘাত দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিলাম। এক্ষণে আপনকার নিকট বিনয় বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে যদি তাহাতে আপনকার ক্লেশবোধ হইয়া থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু নাথ! আমি কখনই অদ্য রজনীতে নিদ্রিতা হইবনা আপনি নিদ্রিত হউন।

তখন রাজকুমার তথাস্তু বলিয়া পূর্ব্ববৎ কপট নিদ্রায় আক্রান্ত হইলেন। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে রাক্ষসী তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া তাঁহার বদন ব্যাদান করাইবার উপক্রম করিতে লাগিল তাহাতে রাজকুমার রহস্য দেখিবার আশয়ে শীঘ্রই আনন বিস্তার করিলেন, তদ্দর্শনে রাক্ষসী এককালে আনন্দ সাগরে নিমগ্না হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার ইহার রসনা আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ বিনাশ করি। নিশাচরী এই রূপ চিন্তা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার জিহ্বা ধারণ করিল তখন শশাঙ্কশেখর ভীত হইয়া হঠাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কুরঙ্গনয়নে! তুমি কি কারণে আমার জিহ্বা ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছ তাহা বল। তচ্ছ্রবণে কমলাক্ষী উত্তর করিল নাথ! আপনি নিদ্রিত হইলে এক ভীষণ উরগ আগমন করিয়া ফণ

অনন্তর রাজকুমার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ত্বরায় আপন অভীষ্ট সমাধানি করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু কাহারো নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া নানাপ্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেলাগিলেন। অনন্তর শশধর ক্রমে ক্রমে অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিলেন, এবং অনতি বিলম্বেই পূর্ব্ব দিক সুপ্রকাশিত হইয়া জীবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তখন রাজকুমার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সৈন্য সহিত ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা মণিভূষণ যুদ্ধ সমাচার প্রাপ্তি মাত্র সসৈন্যে অগ্রবর্ত্তী হইলেন, কিয়ংক্ষণ পরে উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। পরে শশাঙ্কশেখর আপনার লঘুহস্ততা প্রযুক্ত ক্ষণকালের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিনষ্ট করিলেন এবং পরিশেষে গর্ব্বিত বচনে বলিতেলাগিলেন। রে দুরাত্মন্! এই তীক্ষ্ণ শর সংযোগে তোমার প্রাণনাশ করি। তিনি এই বলিয়া শর ত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাজা মণিভূষণ প্রবল শস্ত্র অবলোকন করিয়া আর্ত্ত স্বরে বলিলেন হে পুরুষোত্তম! দুর্ব্বিষহ শর প্রতিসংহার করিয়া কর গ্রহণপূর্ব্বক আমার জীবন রক্ষা করুন। রাজা এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজকুমার মণিভূষণের ক্রন্দনে ও করুণার্দ্র বাক্যে প্রসন্ন হইয়া স্বীয় শর প্রতিসংহার করিলেন। পরে মণিভূষণ নিশাচরের বাক্যানুরূপ বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত কমলাক্ষী নাম্নী সেই মায়াবিনী কন্যা তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাজকুমার কৌতুক দর্শনার্থ নবোঢ়া নিশাচরীর সহিত বাসর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তৎকালে রাক্ষসের সাঙ্কেতিক বাক্য না বলিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে রাজকুমার নিশাচরের বাক্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ছল ক্রমে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পরে মায়াবিনী কমলাক্ষী রাজকুমারের নিদ্রা অনুমান করিয়া

তাঁহার প্রশস্ত বক্ষস্থলে এক চপেটাঘাত করিল। পরে রাজতনয় বিষম প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া নয়নোন্মীলন করিয়া বিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রেয়সি! তুমি কি নিমিত্ত নির্দ্দয়ার ন্যায় প্রহার করিতেতেছ, যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমাকর। তখন মায়াবিনী, রাজপুত্রকে সচেতন দেখিয়া বিনয় বচনে বলিল হে প্রাণাধিক! অস্মদ্রাজ্যে ভয়ানক হিংস্র প্রাণিগণ বিবাহ রজনীতেই মহিলাগণকে ভয়াবহ বৈধব্যানলে নিপাতিত করে সুতরাং আমি তজ্জন্য ত্বদীয় সন্নিধানে উপবিষ্টা হইয়া কালরূপ পতঙ্গ গণকে দূরীকৃত করিতেছিলাম হে মহাশয়! ইহার কিয়ংক্ষণ পূর্ব্বে এক ভীষণ পতঙ্গ আপনকার বক্ষস্থলে উপবিষ্ট হইয়া রুধির পান করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তদ্দৃষ্টে আমি আঘাত দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিলাম। এক্ষণে আপনকার নিকট বিনয় বচনে প্রার্থনা করিতেছি যে যদি তাহাতে আপনকার ক্লেশবোধ হইয়া থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু নাথ! আমি কখনই অদ্য রজনীতে নিদ্রিতা হইবনা আপনি নিদ্রিত হউন।

তখন রাজকুমার তথাস্তু বলিয়া পূর্ব্ববৎ কপট নিদ্রায় আক্রান্ত হইলেন। এই রূপে কিয়ংক্ষণ অতীত হইলে রাক্ষসী তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া তাঁহার বদন ব্যাদান করাইবার উপক্রম করিতে লাগিল তাহাতে রাজকুমার রহস্য দেখিবার আশয়ে শীঘ্রই আনন বিস্তার করিলেন, তদ্দর্শনে রাক্ষসী এককালে আনন্দ সাগরে নিমগ্না হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার ইহার রসনা আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ বিনাশ করি। নিশাচরী এইরূপ চিন্তা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার জিহ্বা ধারণ করিল তখন শশাঙ্কশেখর ভীত হইয়া হঠাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কুরঙ্গনয়নে! তুমি কি কারণে আমার জিহ্বা ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছ তাহা বল। তচ্ছ্রবণে কমলাক্ষী উত্তর করিল নাথ! আপনি নিদ্রিত হইলে এক ভীষণ উরগ আগমন করিয়া ফণা

বিস্তার পূর্ব্বক ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। আমি তাহার ভয়ঙ্কর আকার ও ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনাকে বিস্তর আহ্বান করিলাম কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত আপনকার নিদ্রাভঙ্গ হইল না পরে সেই ভুজঙ্গ সন্ত্রস্ত হইয়া আপনকার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনি ঐ সর্পের গতি প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক জিহ্বা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন আমি তাহা দর্শন করিয়া সর্পের লাঙ্গুল ভ্রমে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে ছিলাম কিন্তু নাথ! আমার মনোমধ্যে এই সন্দেহ হইতেছে যে পাছে আপনি মনে করেন, মায়াবিনী পিতার মঙ্গল সাধন জন্য আমার প্রাণ নাশ করিতে উদ্যোগ করিতেছে। রাজকুমার উত্তর করিলেন হে বিশাখাক্ষি! আমি তাহা কখনই বিবেচনা করিবনা এই বলিয়া পুনর্ব্বার ছলনিদ্রায় আসক্ত হইলেন তখন রাক্ষসী পতির সুষুপ্ত্যবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বকীয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যেমন প্রখর নখর দ্বারা রাজতনয়ের উদর দ্বিখণ্ডিত করিবে অমনি রাজকুমার ত্বরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন রে পাপীয়সি! মাসুদ মদীয় শরজালে অভিতপ্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। এই বাক্য বলিবা মাত্র মায়াবিনী নিশাচরী হাহাকার করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইল এবং হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দ করিয়া শূন্য পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিল।

অনন্তর রাজকুমার পর দিন প্রভাতে উঠিয়া মণিভূষণকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং তৎপদে কোন সম্ভ্রান্ত মানবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। পরে তথায় অনায়াসেই জয়লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সোমসেনের নগরীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। পরে নানা দেশ ও নানা স্থান উত্তীর্ণ হইয়া এক দিন এক শ্যামল শস্য পূর্ণ প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক রজনী যাপন করিতেছেন এমত সময়ে হঠাৎ ক্রন্দনধ্বনী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্রমে ক্রমে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন

যে এক ব্রাহ্মণ কুমার এক অপ্সরা কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া রোদন করিতেছেন। তখন তিনি দ্বিজকুমারকে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর নৃপকুমারের ও অপ্সরার চারিচক্ষু একত্রিক হইল। তখন অপ্সরা তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক দুর্জ্জয় অনঙ্গসায়কের বশবর্ত্তিনী হইয়া দ্বিজকুমারকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজতনয়ের নিকট উপস্থিত হইল, এবং মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আহা! রাজতনয় ভীত ও নিরুপায় হইয়া তাহার মনোরঞ্জন করত দিন যাপন করিতে লাগিলেন। মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও মহিষীগণে ঐকান্তিক অনুরাগ তাঁহাকে দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিতে লাগিল।

এদিকে সোমসেন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া কুমারের অদর্শন প্রযুক্ত হাহাকার শব্দ করত ভূতধাত্রীর শরণাপন্ন হইলেন। তখন সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ভূমি হইতে ভূমিপালকে উত্থাপিত করিয়া বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সোমসেন চেতনা লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন হে পার্শ্বচরগণ! যদি রাজতনয় এস্থানে প্রত্যাগমন না করেন তাহা হইলে আমি দীর্ঘনিদ্রা রূপ তরণিতে অধিরোহণ করিয়া ভীষণ শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব। অথবা প্রায়োপবেশন দ্বারা শমন সদনের অতিথি হইব। তথাপি রাজধানীতে প্রতিগমন করিব না তখন অনুচরগণ তাঁহার ক্রন্দনে ও শোকাবেগ সন্দর্শনে বিমুগ্ধ প্রা হইয়া বলিল। মহারাজ! আপনি রোদন করিবেন না তাহাতে তাঁহার আরো অনিষ্ট সম্ভাবনা। বরং তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা কিয়দ্দিন এই স্থানে অবস্থিতি করি পরিশেষে তিনি সমাগত হইলে একে স্বদেশ যাত্রা করিব। রাজা সৈন্যগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া অহর্নি নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিন দিবস অতী হইলে পর রাজা সোমসেন সৈন্যগণের নিকট বলিতে আরম্ভ করিলে

যে তোমরা রাজধানীতে গমন করিয়া কুমারের অনুদ্দেশ বার্ত্তা সংগোপন পূর্ব্বক সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিবে কুমার মাতার অদর্শনে সাতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া স্বদেশে গমন করিয়াছেন। এবং ত্বরায় আগমন করিবেন। পার্শ্বচরগণ রাজ রাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র তথাস্তু বলিয়া সোমসেনের সহিত তদীয় রাজ্যে গমন করিল এবং কুমারের অনুদ্দেশ বার্ত্তা সংগোপন পূর্ব্বক সিতারায় গমন বৃত্তান্ত প্রচার করিল। কিন্তু সোমসেনের দুহিতৃগণ স্বামীর অমঙ্গল ঘটনা অনুমান করিয়া সকলেই এককালে দুঃখার্ণবে নিমগ্না হইলেন। রাজাও জামাতার অনাগমনে কন্যাগণের অবশ্যম্ভাবিনী বৈধব্য যন্ত্রণা অনুমান করত দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর সোমসেন মনে মনে বিবেচনা করিলেন হায়! দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল তথাপি প্রাণাধিক শশাঙ্কশেখর প্রত্যাগত হইলেন না। সুতরাং আর কতকাল কন্যাগণকে ভীষণ পাপসলিলে নিমগ্না করিয়া রাখিব ত্বরায় মহিষী দ্বারা তাহাদিগের বৈধব্য সংস্থাপন করি। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণয়িণীকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন হে প্রিয়তমে! অদ্য দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল কুমার শশাঙ্কশেখর রজনীযোগে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোথায় গমন করিয়াছেন তাহার নির্ণয় হইল না। বোধ হয় কোন আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন নচেৎ এত দিনে প্রত্যাগত হইতেন। অতএব যথা নিয়মে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিকাদি কর্ম্ম সমাপন করত কন্যাগণকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিয়োজিত কর। এই বাক্য বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে শোকসম্ভূত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাজমহিষী জামাতার অনুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে শোক বিহ্বলা হইয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং কন্যাগণ সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন বৎসে! এত দিনের পর তোমাদিগকে ভয়াবহ বৈধব্য নরকে নিবিষ্ট হইতে দেখিলাম। হায়! কেন আমার অগ্রেই মৃত্যু হইল না।

কি নিমিত্তই বা আমি এতক্ষণ জীবিতা রহিয়াছি এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

অনন্তর হরপ্রিয়া ও শিবগেহিনী হঠাৎ এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থিরনেত্রে জননীর মুখারবিন্দ অবলোকন পূর্ব্বক শিরে করাঘাত করত ভূতলশায়িনী হইলেন এবং স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে প্রাণাধিক! অদ্য দ্বাদশ বর্ষ আপনকার প্রিয়তমাগণকে অনাথিনী করিয়া কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন। হায়! আপনকার যে পত্নীগণের সামান্য কারণ বশতঃ নয়ন যুগল হইতে বারি বিগলিত হইলে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসু হইতেন এক্ষণে তাহারা হত চৈতন্যা হইয়া আপন আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছে। যাহারা সুস্নিগ্ধ পল্লব শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লিষ্টা হইত তাহারা এক্ষণে ভূতলে পতিতা হইয়া স্বাদৃষ্ট চিন্তা করিতেছে। সোমসেন-ভূপতির কন্যাগণ এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করত পুনঃ পুনঃ বিচেতন হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সৌদামিনী ও কৃশোদরী ভাগিনীগণকে একান্ত শোকসাগরে নিমগ্না দেখিয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন। হে অগ্রজে! তোমরা কি নিমিত্ত অনর্থ রোদন করিয়া কালাতিপাত করিতেছ, বিপদে রোদন পরতন্ত্র হওয়া কখনই সুশীল ও সুবোধগণের কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে শরীর দিন দিন সামর্থ্যহীন হয়। এই কারণেই নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ শোক সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বিধি প্রদান করিয়াছেন অতএব এক্ষণে শোকাভিভূতা হইলে আর কি হইবে বরং চারি জনে পুরুষবেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রিয়তমের অন্বেষণার্থ গমন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনন্তর শিবগেহিনী ও হরপ্রিয়া অনুজদ্বয়ের এইরূপ হিতসাধক বাক্যে সম্মতা হইলেন এবং সেই রজনীযোগে পুরুষবেশ ধারণ পূর্ব্বক বাটী হইতে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছু পথ অতিবর্ত্তিত হইলে শিবগেহিনী সহোদরাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন হে ভগিনীগণ! যদি আমরা একত্রে মিলিত,

হইয়া প্রিয়তমের অন্বেষণার্থ দেশভ্রমণ করি তাহা হইলে অভীষ্ট সাধন করিতে বহুকাল অতীত হইবে সুতরাং তাহা না করিয়া আমি একাকিনী উত্তর দিকে গমন করি হরপ্রিয়া দক্ষিণ দিক দর্শন করত প্রিয়তমের যথার্থ তথ্য অবগত হউন, এবং সৌদামিনী পূর্ব্ব দিকে গমন করুন। কৃশোদরী পশ্চিম দিকে গমন করিয়া শুভ সমাচার আনয়ন করুন। আর যদি কেহ অগ্রেই প্রত্যাগমন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে পরে সকলে একত্র মিলিত হইয়া বাটী গমন করিব। অনন্তর সকলেই তাঁহার বাক্যে সম্মতা হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সোমসেন রজনী প্রভাত হইবা মাত্র কন্যাগণের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিপদাশঙ্কা করত স্থানে স্থানে অন্বেষণার্থে লোক প্রেরণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবগেহিনী সৌদামিনী ও কৃশোদরী নানাদেশ ও নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এক কালে তিন জনেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মধ্যমা হরপ্রিয়া নিরন্তর অন্বেষণ করত হঠাৎ এক দিবস এক ভূধর সমীপে সমুপস্থিতা হইয়া দেখিলেন যে নগপতি প্রায় মেঘ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে হিংস্র প্রাণিগণ অসীম আনন্দ সহকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। পর্ব্বতস্থ পাদপগণ মলয় সমীরণে বনস্পতিগণকে আন্দোলিত করিয়া দর্শকগণের সতত আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে পর্ব্বত শিখরস্থ তুষার পুঞ্জ গলিত হইয়া কল কল শব্দে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইতেছে।

অনন্তর হরপ্রিয়া ভূধরের অবয়বানুসারে মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে মানবগণ ইহাকেই নীলগিরি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন এবং দশরথপুত্র রামচন্দ্র প্রিয়তমা জানকী বিরহে একান্ত অধীর হইয়া এই স্থানে বানরগণের সহিত সখ্যভাব বন্ধন পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত দশানন ভবন হইতে প্রিয়পত্নীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব

আমিও তাদৃশ প্রাণিগণকে মিত্রতা পাশে বদ্ধ করিয়া প্রিয়তমের অনুসন্ধান করি এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাহার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে এক পতাকা উড্ডীন হইতেছে। তদ্দৃষ্টে রাজকুমারী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এই পতাকা অবশ্যই কোন না কোন ভূপতি ভবনে স্থাপিতা রহিয়াছে অতএব ঐ স্থানে গমন করি, এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তৎসন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন পতাকার উপরিস্থ বস্ত্র খণ্ড বায়ু সহকারে সঞ্চালিত হইয়া অরাতিগণকেই যেন দূরীকৃত করিতেছে। আহা ! সেই অরণ্যের শোভাই বা কত; স্থানে স্থানে নানাপ্রকার বিহঙ্গগণ বিবিধ মনোরঞ্জন শব্দ করত এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে গমন করিতেছে। বহুবিধ ভীষণাকার শ্বাপদগণ ভক্ষ্য বস্তু অন্বেষণ করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং ভয়ানক করিবরগণ সুদীর্ঘ কমলোৎপল মণ্ডিত সরোবরে অবগাহন করিয়া তাহার মৃণাল সমূহ ছিন্ন করত হস্তিনীর সহিত অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে। বহু সংখ্য মৃগগণ সুদীর্ঘ বৃক্ষে গাত্রার্পণ করিয়া সুখে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে। জম্বুকগণ দলবদ্ধ হইয়া হর্ষ বিষাদ সূচক বিবিধ শব্দ করিতেছে। ভীষণাকার মহিষগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মুখোত্তোলন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী এই সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় অবলোকন করিয়া দেখিলেন অনতি দূরে এক সুশোভনী অট্টালিকা অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়া আছে। অকস্মাৎ তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ কৌশল শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আয়াস সহকারে সেই হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। আহা! তাহার চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার পুষ্প বৃক্ষের উদ্যান, অচিন্তনীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

অনন্তর সুকুমারী হরপ্রিয়া ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত অবলোকন করত

প্রাসাদ মধ্যে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় কাহাকেও অবলোকন না করিয়া মনুষ্য অন্বেষণ জন্য ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক গৃহ মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! এক্ষণে কোথায় গমন করি কিরূপেই বা প্রিয়তমের উদ্দেশ পাই, যাহা হউক সর্ব্বোপরি যে গৃহটির গবাক্ষদ্বার দ্বারা প্রখর রবিকিরণের ন্যায় আভা বিনির্গত হইতেছে উহার মধ্যে প্রবেশ করি নাই। অতএব এই স্থানে গমন করিয়া একবার দেখিয়া আসি, এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট গমন করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া দেখিলেন যে রাজকুমার শশাঙ্কশেখর পর্য্যঙ্কোপরি উশবেশন পূর্ব্বক আপনার মহিষীগণের আকৃতি চিত্রফলকে চিত্রিত করিয়া অনিষ নয়নে অবলোকন করিতেছেন। হায়! তাহাতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনিবার বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া উত্তরীয় আর্দ্র ভাবাপন্ন করিতেছে। আহা! রাজকুমারী অকস্মাৎ পতিকে অবলোকন করিয়া এককালে আনন্দ সাগরে নিমগ্না হইলেন এবং নিকটবর্ত্তিনী হইয়া চরণধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজকুমার সেই ভীষণ কারাগার সদৃশ অপ্সরাগেহে মানব সমাগত দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষোত্তম! আপনি কি নিমিত্ত দুর্ল্লভ মানব জন্মের বিবিধ সুখাস্বাদন পরিত্যাগ করিয়া এই কাল ভবনে আগমন করিয়াছেন। কি নিমিত্তই বা আমার চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন তৎসমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন। অনন্তর রাজতনয়া পতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন নাথ! আমি হরপ্রিয়া নাম্নী আপনার দ্বিতীয়া মহিষী। অদ্য দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল আপনি আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা চারি জনে পুরুষবেশ ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে আপনকার অন্বেষণ করিতেছি এই বলিয়া কৃত্রিম বেশ পরিহার পূ-

র্ব্বক স্বকীয় বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর রাজকুমার বহু দিবসের পর দ্বিতীয়া মহিষীকে প্রাপ্ত হইয়া এক কালে হর্ষ বিষাদে জড়ীভূত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন প্রাণাধিকে: তুমি কি প্রকারে এই সমস্ত ভয়াবহ অরণ্য অতিবর্ত্তন করিয়া মনুষ্যের অগম্য এই স্থানে আগমন করিয়াছ। তৎসমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক বল। পরে নৃপকুমারী পতির আনন্দ সম্পাদনের নিমিত্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন হে প্রাণাধিক! আর কত কাল একাকী এইস্থানে অবস্থিতি করিবেন, আপনকার জননী হয়ত দুর্ব্বিষহ পুত্রশোকানলে দগ্ধা হইয়া এত দিন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং আপনকার আর আর মহিষীগণ আপনার দর্শনাভাবে হয়ত সাগর জলে অথবা অনলরাশি মধ্যে আত্ম সমর্পণ করিয়া দুর্ব্বহ দেহ ভার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, অতএব ত্বরায় গমন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ রক্ষা করুন।

অনন্তর রাজকুমার বলিতে আরম্ভ করিলেন হে সহজীবিতে! আমি এক মায়াবিনী অপ্সরা কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া এই অটবী মধ্যে এতাবৎকাল অবস্থিতি করিতেছি। সেই পাপীয়সী রজনীযোগে আমার সহিত অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রভাতে আমাকে দ্রব্যগুণে বদ্ধ করিয়া কোথায় গমন করে তাহার নির্ণয় করিতে পারি নাই, আর আমার এস্থান হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। এই বলিতে বলিতে তাঁহার মুখারবিন্দ মলীন হইয়া আসিল; এবং দুঃসহ দুঃখভারে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। পরে রাজকুমারী শিবগেহিনী নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে রজনী আগতা হইয়া চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত করিল। তখন রাজকুমার বলিলেন হে প্রাণাধিকে! অপ্সরা আগতা প্রায় যদি তোমাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণ বিনাশ করিবে অতএব রজনীযোগে তোমাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে হইবে। এই বলিয়া তথাহইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা খনন করিলেন এবং তন্মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া তদুপরি এক প্রশস্ত কাষ্ঠফলক আচ্ছা-

দন করত তাহাতে মৃত্তিকালেপন করিয়া অপ্সরার আগমন প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অপ্সরা সমাগতা হইয়া অশেষ বিধ কথোপকথনে রজনী যাপন পূর্ব্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন রাজতনয় মহিষীকে ভূগর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিয়া ভোজনাদি সম্পাদন করিলেন। পরিশেষে উভয়ে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন পরে রাজকুমারী বলিলেন হে প্রিয়তম! অদ্য রজনীযোগে অপ্সরা আগমন করিলে যদি আপনি ছল ক্রমে তাহার মৃত্যুর কারণ জানিতে পারেন তাহা হইলে আমি তাহা সম্পাদন পূর্ব্বক আপনাকে এস্থান হইতে উদ্ধার করিতে পারি। পরে রাজকুমার, হরপ্রিয়ার, এতাদৃশ অধ্যবসায় অবলোকন পূর্ব্বক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন অদ্য নিশীথ সময়ে অপ্সরা আসিলে কৌশল ক্রমে তাহার মৃত্যুবিবরণ অবগত হইয়া কল্য তোমার নিকট ব্যক্ত করিব। এইরূপ নানা প্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে রজনী পুনর্ব্বার সমাগতা হইল। তখন রাজকুমারী আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন রাজকুমারও অপ্সরার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এমত সময়ে সেই পাপীয়সী উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে রাজকুমার মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া অনবরত নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অপ্সরা সমাগতা হইয়া কুমারের এতাদৃশী অবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক সবিনয় বচনে বলিতে আরম্ভ করিল। হে হৃদয়বল্লভ! অদ্য কি নিমিত্ত রোদন পরবশ হইয়া আমাকে দুঃখিতা করিতেছেন যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা হইলে ক্ষমা করুন। তচ্ছ্রবণে রাজকুমার বাষ্পাকুল লোচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন প্রাণাধিকে! তুমি আমাকে দ্রব্যগুণে আবদ্ধ করিয়া স্থানান্তরে গমন কর, আমিও তোমার প্রত্যাশায় পথাবলোকন করত একাকী এই বাটীর মধ্যে অবস্থিতি করি। যদিসাৎ তোমার শারীরিক কোন অমঙ্গল হয়

তাহা হইলে আমাকে যাবজ্জীবন এইস্থানে বিবিধ যন্ত্রণা অনুভব করত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে এবং তোমার অনুসন্ধান করিতে পারিব না। এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি। তচ্ছ্রবণে মায়াবিনী পরম পরিতুষ্টা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল হে প্রিয়তম! আপনি রোদন হইতে বিরত হউন আমার মৃত্যু হওয়া অত্যন্ত কঠিন, এই বাটীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে সুদীর্ঘ এক তালদ্রুম আছে। বহুকাল হইল তাহার মস্তকে এক কৃষ্ণবর্ণ বিহগ বাস করিতেছে যদি কোন ব্যক্তি উহাকে বিনাশ করিয়া রুধির আনয়ন পূর্ব্বক আমার ললাটে সমর্পণ করিতে পারে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে, কিন্তু ইহা কেহই অবগত নহে অদ্য তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কপটহর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন প্রেয়সি! এত দিনের পর আমার উদ্বেগ দূরীকৃত হইল।

রাজতনয় এই রূপ নানা প্রকারে তাহার মনোরঞ্জন করত রজনী অতিবাহন করিলেন। অপ্সরাও প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরম পরিতোষের সহিত অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর শশাঙ্কশেখর দুঃখিতান্তঃকরণে প্রিয়তমাকে উত্তোলন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন প্রাণাধিকে! এই দুরূহ ব্যাপার সম্পাদন করা সহজ নহে, অতএব আমার প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা কর, আর কতকাল এই রূপে অবস্থিতি করিয়া দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহ্য করিবে। রাজকুমারী বলিলেন নাথ! রমণীগণের পতিসেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় অন্যমত করিলে ভীষণ নরকে গমন করিতে হয় সুতরাং আমি সাধ্যানুসারে আপনার উদ্ধার সাধন করিতে চেষ্টা করি, যদি জগদীশ্বর একান্তই বিমুখ হন তাহা হইলে আপনকার সম্মুখেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিব। তথাপি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী স্বদেশ গমন করিব না। এই বলিয়া বাটী হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক বৃক্ষের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃক্ষের সন্নিকটে

উপনীতা হইয়া দেখিলেন, যে বৃক্ষ সমুন্নত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়াছে ও তাহার শুষ্ক পর্ণ সকল বায়ু সহকারে ভীষণ শব্দ করত মেঘধ্বনিকে পরাস্ত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে রাজকুমারী বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করত দেখিলেন তাহার উপরিভাগে একটি কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী উপবিষ্ট আছে এবং কোন অলক্ষিত কারণ বশতঃ ভয়াবহ শব্দ করিতেছে। অনন্তর রাজকুমারী বৃক্ষে আরোহণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর আয়াস করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে তন্মূলে উপবেশন করত মুদ্রিত নয়নে বনদেবতার তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিন দিবস অতীত হইল তথাপি নয়নোন্মীলন বা আহার গ্রহণ করিলেন না তাহাতে তাঁহার মুখারবিন্দ মলিন ও সর্ব্ব শরীর হীনবল হইতে লাগিল। অনন্তর রাজতনয়া চতুর্থ দিবসে সমাধিভঙ্গ করিয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন, পরিশেষে বিবেচনা করিলেন হায়! আমি প্রিয়তমের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলাম না। মাদৃশী রমণীগণের জীবিত থাকা কেবল দেহ ভার বহনের নিমিত্ত। আহা! আমার হৃদয়বল্লভ যাবজ্জীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবেন আমি কিরূপে স্বদেশে গমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করত জীবন বিসর্জ্জনে কৃত সঙ্কল্পা হইয়া সরোবর সমীপে গমন করিলেন।

অনন্তর বনদেবতা সাধ্বী হরপ্রিয়ার ক্রন্দনে ও করুণার্দ্র বাক্যে প্রসন্না হইয়া পুরুষ বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বর্ত্তিনী হইলেন এবং সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎসে! তুমি কি নিমিত্ত একাকিনী এই বিজন বনে রোদন করিতেছ তখন নৃপনন্দিনী রোদন হইতে বিরতা হইয়া বলিলেন হে পুরুষোত্তম! আমি আপন পতির উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়া অদ্য চারিদিবস হইল বনদেবতার আরাধনা করিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবার আশয়ে

গমন করিতেছি। আপনি কে? কি নিমিত্তই বা একাকী এই ভীষণ অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

অনন্তর পুরুষবেশধারিণী বনদেবতা বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎসে! তুমি যাহার উপাসনায় মনোনিবেশ করিয়া পান ভোজনেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে আমিই সেই বনদেবতা এক্ষণে তোমার উপাসনায় প্রীতা হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। অনন্তর হরপ্রিয়া এই বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন হে মাতঃ! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্না হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই তাল বৃক্ষের উপরিস্থ ঐ বিহগ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন। অনন্তর বনদেবতা অথাস্তু বলিয়া মায়াজাল বিস্তার করিলেন এবং অনতি বিলম্বেই তাহাকে ধারণ করিয়া রাজকুমারীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজতনয়া অভিলষিত পক্ষী প্রাপ্তি মাত্র যাতিশয় প্রীতা হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক অপ্সরার ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় উপনীতা হইয়া পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন নাথ! এই সেই বিহঙ্গ গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন হে প্রিয়তম! এক্ষণে মায়াবিনীর বধোপায় চিন্তা করুন। অনন্তর রাজকুমার অপ্সরার প্রাণ নাশক বিহঙ্গম প্রাপ্তি মাত্র এককালে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পত্নীকে অপরিসীম ধন্য বাদ প্রদান করিতেলাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া একটি সুবর্ণপাত্রে তদীয় রুধির সংস্থাপন পূর্ব্বক নানা প্রকার কথোপকথনে দিন যাপন করিলেন। পরিশেষে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে রাজকুমারী আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন এবং রাজকুমারও অপ্সরার আগমন প্রতীক্ষায় সময়াতিবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মায়াবিনী অপ্সরা রজনী সমাগতা দেখিয়া রাজতনয়ের সহবাস বাসনায় তথায় উপস্থিত হইল। রাজকুমার তাহাকে দর্শন মাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কপটপ্রণয় বিস্তার পূর্ব্বক স্বাগত

জিজ্ঞাসা করিলেম। তখন অপ্সরা অধিকতর আহ্লাদিতা হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিল এবং নানা কথোপকথন করিয়া নিদ্রায় অভিভূতা হইল। রাজকুমার অপ্সরাকে নিদ্রাভিভূতা দেখিয়া নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিহগের রুধিরপূর্ণ সুবর্ণ পাত্র আনয়ন করিয়া সতর্কতা পূর্ব্বক তাহার ললাটে সমর্পণ করিলেন কিন্তু অতিশয় ভয়প্রযুক্ত সে স্থানে না থাকিয়া তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটা ভয়ানক শব্দ হইয়া তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইল এবং অপ্সরা হা হতাস্মি বলিয়া ভূতলে পতিতা ও পঞ্চত্ব প্রাপ্তা হইল।

অনন্তর রাজকুমার দেখিলেন অপ্সরা অচিরস্থায়িনী নিদ্রা হইতে উত্থিতা হইয়া দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূতা হইয়াছে তখন তিনি সহাস্য বদনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মহিষীকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন প্রেয়সি! এই মায়াবিনী হইতেই আমি এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিয়াছি এই বলিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া নির্ব্বৃত হইলেন। অনন্তর তদীয় সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে নানাদেশ ও নানা স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করত যে যে স্থানে বিষম যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত প্রদেশ প্রিয়াকে দেখাইতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিনের পর রাজকুমারীদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়ে! তোমার সহোদরাগণ কোথায়? তচ্ছ্রবণে হরপ্রিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া বিনয় বচনে বলিলেন নাথ! আমার বোধ হয় তাঁহারা আপনকার অনুসন্ধান না পাইয়া অদ্যাবধি ভ্রমণ করিতেছেন অতএব আমরা তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় এই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করি, এই বলিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। আহা! বিধাতার কি বিড়ম্বনা এদিকে পতিপ্রাণা শিবগেহেনী পতি বিরহে একান্ত কাতরা হইয়া বলিলেন হা নাথ! এই দুঃখিনী রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অবস্থিতি করি-

তেছেন। পুনঃ পুনঃ এই বাক্য উচ্চারণ করত উন্মাদিনী হইলেন আহা! কখন কখন সহোদরাগণের স্কন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কখন বা হাহাকার শব্দ করত ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সৌদামিনী ও কৃশোদরী জেষ্ঠা সহোদরার এতাদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া নগরী মধ্যে এই রূপ প্রচার করিয়া দিলেন, যে যদি কোন ব্যক্তি এক জন উন্মাদিনী রমণীকে সুস্থ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব। অনন্তর এই বার্ত্তা নগরী মধ্যে প্রচারিত হইলে পর নানা স্থান হইতে ভেষজগণ আগমন করিয়া নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না! অনন্তর এক দিন কাঞ্চীপুর নিবাসী এক জন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক সমাগত হইয়া রোগ দর্শনার্থ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, পরে শিবগেহিনীর মধুরা আকৃতি অবলোকন পূর্ব্বক বলিলেন আমি ইহাঁকে ঔষধ প্রদান করিব না এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। তদ্দর্শনে সৌদামিনী ও কৃশোদরী বিনয় বচনে বলিলেন মহাশয় আপনি কি নিমিত্ত গমনোন্মুখ হইলেন এবং কেনই বা ইহাঁকে ঔষধ প্রদান করিবেন না অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা ব্যক্ত করুন। অনন্তর বৈদ্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভদ্রে! শিবগেহিনী ভীষণ যৌবন পথে পদার্পণ করিয়া মানবগণের শিবগেহিনী ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছেন সুতরাং তজ্জন্য আমার মনোমধ্যে সংশয় হয়। আমার এই ঔষধ বারবণিতার সেব্য নহে। যদিস্যাৎ ইহা বারাঙ্গনায় ভক্ষণ করে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ শমনসদনে গমন করিতে হইবে। অনন্তর সৌদামিনী চিকিৎসককে উত্তর করিলেন মহাশয়! যদি আপনকার মনোমধ্যে সন্দেহ হইয়া থাকে তাহা হইলে আগামী প্রভাতে আগমন করিয়া ইহাঁকে অনলরাশি মধ্যে সমর্পণ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন। পরে যদি ইনি সাধ্বী ও পতিপরায়ণা হন তাহা হইলে অগ্নি কখনই ইহাঁর গাত্রস্পর্শ করিতে

পারিবেন না যদিও স্পর্শ করেন তাহা হইলে সতীত্ব ধর্ম্ম নাশ প্রযুক্ত বহ্নিকেও ভস্মসাৎ হইতে হইবে। অনন্তর বৈদ্য তথাস্তু বলিয়া নগরী মধ্যে এই রূপ প্রচার করিলেন যে আগামী প্রভাতে এক রমণীর সতীত্ব পরীক্ষা হইবে এই বার্ত্তা নগরী মধ্যে প্রচারিত হইলে কুমার শশাঙ্ক-শেখর কৌতুক দর্শনার্থ হরপ্রিয়ার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য মানবমণ্ডলীর সহিত তথায় উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন আপন মহিষী সৌদামিনী জ্যেষ্ঠা হরপ্রিয়াকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্টা আছেন ও কৃশোদরী তদীয় সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতেছেন তাহাতে তিনি এককালে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে আমি প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইল অপ্সরা ভবনে অবস্থিতি করিয়াছি সুতরাং আমার পত্নীগণের সতীত্ব পরীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন করিতে হইল না-এক্ষণে যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন, তাহা হইলে গ্রহণ করিব, নচেৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করাই কর্ত্তব্য, রাজকুমার এই রূপ চিন্তা করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে চিকিৎসক অপরিমেয় চন্দন কাষ্ঠ একত্রীকৃত করিয়া তন্মধ্যে অনল সমর্পণ করিলেন। অনন্তর হুতাশন অপরিসীম শুষ্ক কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক রূপে জ্বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে ভেষজ অনাদি ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মণ্! এই রমণীর চরিত্র অবগত হইবার নিমিত্ত আপনকার নিকট সমর্পণ করিলাম আপনি ইহার বিচার করুন এই বলিয়া শিবগেহিনীকে অনল মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা আপন পত্নী স্বাহার প্রতি আদেশ করিলেন প্রেয়সি! এই সাধ্বী রমণীকে সযত্নে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি কর, সাবধান যেন মদীয় শিখা উহাঁর গাত্র স্পর্শ করিতে না পায় নতুবা আমাকে ভয়ানক পাপে বিলিপ্ত হইতে হইবে। অনন্তর অনলপত্নী তথাস্তু বলিয়া পতিব্রতা শিবগেহিণীকে ক্রোড়ে

ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিলেন পরিশেষে অনল নির্ব্বাণ হইলে পতিপরায়ণা শিবগেহিনী তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। তদ্দৃষ্টে আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করত স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন রাজকুমার প্রিয়তমার অমানু-ষিক পরীক্ষা অবলোকন করিয়া পত্নীগণেরয় নিকট উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা বহু দিবসান্তে পতিকে অবলোকন করিয়া চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পরে রাজকুমার সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগের আগমন ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাঁহারা রোদন হইতে বিরতা হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের সহিত হরপ্রিয়ার সন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর সকলে একত্র মিলিত হইয়া সোমসেনের রাজ ধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে তথায় উপনীত হইলে সোমসেন জামাতার সহিত কন্যা চতুষ্ট-য়কে অবলোকন করিয়া অপার অনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া দীন ও দরিদ্রগণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর রাজকুমার সোমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। মহাশয়! বহু দিন অতীত হইল রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে একবার জননীর চরণ দর্শন করিতে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব ত্বরায় গমন করিয়া তাঁহার চরণ দর্শনপূর্ব্বক সুস্থ হই।

অনন্তর সোমসেন জামাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃত-কার্য্য হইতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। অনন্তর শশাঙ্ক-শেখর শ্বশুরের অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত ও সার-থিকে রথানয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞা মাত্র বাহিনী-গণ সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। এদিকে রাজা সোমসেন কন্যা-গণকে একে একে আহ্বান করিয়া বলিলেন বৎসে! এত দিন তোমা-

দিগকে সযত্নে লালন পালন করিয়া অধুনা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে বৎস শশাঙ্কশেখর স্বদেশে যাত্রা করিতেছেন, তোমাদিগের যাহাইচ্ছা হয় কর। তচ্ছ্রবণে কুমারীগণ লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া অঞ্চল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সোমসেন কন্যা:-গণের মনোগত ভাব অবগত হইয়া বহুসংখ্য দাস দাসী সমভিব্যাহারে কন্যাগণকে কুমারের সহিত প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর রাজতনয় সস্ত্রিক হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সিতারায় গমন করিতে লাগিলেন এই বার্ত্তা নগরীতে প্রচারিত হইলে তদীয় মন্ত্রী সসৈন্যে রাজকুমারের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে মন্ত্রী তদীয় সন্নিধানে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে রাজা শশাঙ্কশেখর প্রিয় সচিবকে অবলোকন করিয়া নগরীর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর পুরবাসিনীগণ বহুদিবসান্তে রাজ-কুমারকে অবলোকন করিয়া মুক্তহস্তে লাজ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে রাজকুমার মহিষীগণের সহিত বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং জননীর চরণে প্রণাম করিয়া তৎসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। তখন জননী তদুপরি চিরবঞ্চিত নয়নযুগল হইতে অবিরত শীতল বাস্পধারা বর্ষণ করিয়া পুত্রের মস্তকঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করত পুনরায় সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্বের ন্যায় প্রজারঞ্জন করত পরমসুখে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল তথাপি পুত্ররূপ জ্যোতি উদিত হইয়া মানসিক অন্ধকার তিরোহিত না করাতে রাজা সর্ব্বদা বিষণ্ণ বদনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিন মন্ত্রী সভাসীন হইয়া বিনয় বচনে বলিলেন মহারাজ! আপনি সতত দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিবেন না ত্বরায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করুন তাহা হইলে

শীঘ্রই সন্তান-মুখ দর্শন করিয়া ভয়াবহ পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। তচ্ছ্রবণে রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞসূত্রে নানা দেশ ও নানা স্থান নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করি-লেন। পরে সকলে সমাগত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল তখন রাজা যজ্ঞাবসানে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবামাত্র ব্রহ্মা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন বৎস! আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়া এই একটি ফল প্রদান করিলাম। এই ফল তোমার সহধর্ম্মিণীকে প্রদান কর তিনি ভক্ষণ করিলে তুমি সন্তান মুখ দর্শন করিতে পারিবে। ব্রহ্মা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা প্রজাপতিদত্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া সানন্দমনে জ্যেষ্ঠা মহিষী শিবগেহিনীর সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন প্রেয়সি? অদ্য আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলাম! তাহাতে ব্রহ্মা আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে এই একটি ফল প্রদান করিয়াছেন। ইহা ভক্ষণ করিলে গর্ব্ভবতী হইবে অতএব ত্বরায় গ্রহণ কর।

অনন্তর শিবগেহিনী প্রিয়তমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে বলিলেন হে প্রাণাধিক! আপনকার চারি মহিষী, তাহারা সক-লেই সুশীলা ও পতিপরায়ণা অতএব আর আর মহিষীকে বঞ্চনা করিয়া আমাকে ফল প্রদান করা আপনকার উচিত নহে। বোধ হয় তাহাতে আমার সহোদরাগণ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিবে যে মহারাজ আমাদিগের অপেক্ষা প্রধানা মহিষীর প্রতি সমধিক অনুরক্ত। সুতরাং আপনকার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে আপনি উহা অন্য মহিষীকে অর্পণ করুন! রাজা তাহাতে তথাস্তু বলিয়া মধ্যমা হরপ্রিয়ার নিকট গমন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেয়সি! অদ্য দেবদত্ত এক ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা ভক্ষণ করিলে গর্ব্ভসঞ্চার হয় অতএব ইহা তুমি ভক্ষণ কর। অনন্তর পতিপরায়ণা হরপ্রিয়া পতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন নাথ! আপনি জ্যেষ্ঠা মহিষীকে বঞ্চনা করিয়া কি নিমিত্ত আমাকে ফল প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া

ছেন? আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন যদি আমি এই ফল ভক্ষণ করি তাহা হইলে আপামর সাধারণ সকলেই বিবেচনা করিবে যে হরপ্রিয়া ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া রাজাকে উদ্ধার করিয়াছে এই কারণ রাজা আর আর রমণীগণকে অবজ্ঞা করিয়া তাহাকেই ফল প্রদান করিয়াছেন। অতএব মহারাজ! ইহা আপনকার জ্যেষ্ঠা মহিষীকে সমর্পণ করুন। তাহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইব। অনন্তর রাজা শশাঙ্কশেখর তৃতীয়া সৌদামিনীর মনোবৃত্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন এবং বলিলেন প্রেয়সি! অনাদি ব্রহ্মা, মদীয় অর্চ্চনায় পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে এই একটি ফল প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহা হইতে তুমি পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। অতএব তুমি ভক্ষণ কর। পতিপ্রাণা সৌদামিনী পতির এই রূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত বচনে বলিলেন নাথ! কি কারণে আপনি প্রধানা মহিষীকে অবজ্ঞা করিয়া এই ফল আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন তাহার নির্ণয় করিতে পারিতেছি না সুতরাং আমার ফল গ্রহর্ণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তাহাতে আপনকার ও আমার জগতীতলে অপযশ ঘোষণা হইবে। যাহা হউক আপনকার নিকট বিনয় বচনে আমার প্রার্থনা এই যে যদি জ্যেষ্ঠা সহোদরা কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকেই ফল গ্রহণ করিতে অনুমতি করুন। তখন ভূপতি নিরুপায় হইয়া কনিষ্ঠা কৃশোদরীর ভবনে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হইয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন প্রাণেশ্বরি! অদ্য যজ্ঞাবসানে এক অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা ভক্ষণ করিলে রমণীগণ গর্ব্ভবতী হয়, অতএব তুমি এই ফল ভক্ষণকরত কুমার প্রসব করিয়া পৌর গণের আনন্দোৎপাদন কর। সুকুমারী কৃশোদরী পতির বাক্যাবসানে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন হে হৃদয়বল্লভ! আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনি আমা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠা অন্যান্য মহিষীগণ সত্ত্বে আমাকে ফল দানচ্ছলে অসীম লজ্জা প্রদান করিতে

যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহাহইলে আপনি তাহা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন। এবং এই দেবদত্ত ফল জ্যেষ্ঠা মহিষীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অসীম দুঃখরাশি দূরীকৃত করুন। তাঁহার গর্ব্ভে পুত্র হইলেই মাতৃসম্ভাষণ পূর্ব্বক আমাদিগের মানসিক অন্ধকার নাশ করিবে এই বলিয়া নিরস্তা হইলেন।

অনন্তর ভুপাল, পত্নীগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমন করিলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, জননি! আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া পুত্রপ্রদায়ক এই একটি ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এক্ষণে আপনকার যাহাকে ইচ্ছা হয়, প্রদান করুন এই বলিয়া মাতার হস্তে ফল প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজমহিষী অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া জ্যেষ্ঠা শিবগেহিনীকে আহ্বান করিয় বা লিলেন বৎসে! আমি প্রীতা হইয়া তোমাকে এই একটী ফল প্রদান করিতেছি ভক্ষণ কর। তচ্ছ্রবণে রাজকুমারী শিবগেহিনী সাতিশয় লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া অগত্যা ফল গ্রহণ করিলেন এবং স্নান বিধি সনাপন পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করিলেন। আহা! বিধাতার কি সৃষ্টিকৌশল! রাজকুমারী গুরুজনানুজ্ঞাতা হইয়া শুভক্ষণে ফল ভক্ষণ করিবামাত্র ভর্ত্তার আনন্দের সহিস তাঁহার সুশোভন গর্ব্ভলক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে চরণ যুগল সাতিশয় সামর্থ্যহীন হইয়া বিলাসবতী বারণগতিকে পরাভব করিতেলাগিল। আহা! মধ্যদেশ প্রতিপদস্থায়িনী শশিকলার ন্যায় দিন দিন স্থূল হইতে লাগিল। পীবর-পয়োধর-যুগল, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ আকার ধারণ করত দ্বিরেফযুক্ত-পঙ্কজ-কোরক শোভায় পরাভূত করিতে লাগিল। তাঁহার মুখচন্দ্রচ পাণ্ডুরূপ ধারণ পূর্ব্বক রবিকিরণে প্রলাঞ্ছিত শশিকলাকে লজ্জিত করিতে লাগিল। রাজকুমারী হীনবল প্রযুক্ত শরীরে স্বল্পালঙ্কার ধারণ করিয়া উষাকালের প্রারম্ভবর্ত্তিনী ত্রিযামার শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে কিছু কাল অতিবর্ত্তন করিয়া পঞ্চামৃত সাধ ভক্ষণ পুরঃসর শুভক্ষণে চক্রবর্ত্তীলক্ষণাক্রান্ত এক কুমার

সদৃশ কুমার প্রসব করিলেন। অনন্তর রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া
আপন তেজোরাশি দ্বারা দশদিক আলোকিত করত জননীর উৎসঙ্গে
অধিরোহণ করিলেন, মহিষীও সুসন্তান প্রসব করিয়া শরৎকৃশা
জাহ্নবীর শোভা ধারণ করিলেন! অনন্তর রাজা শশাঙ্কশেখর পুত্র-
জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এককালে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন
এবং ত্বরায় আগমন করিয়া তনয়ের মুখারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া ভয়াবহ
পিতৃঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলেন। তখন দীন ও দরিদ্রগণকে বিপুল
অর্থ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ মাস অতীত হইলে রাজ-
কুমারের নামকরণ করিবার মানসে নানাস্থান নিমন্ত্রণকরিতে আদেশ
করিলেন, অনুচরগণ রাজতনয়ের নামকরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নগরীর
শোভার নিমিত্ত রাজপথ সুচারুরূপে পরিষ্কৃত করিতে লাগিল।
স্থানে স্থানে তানলয় বিশুদ্ধ কিন্নর সদৃশ গানবগণ মনোহর স্বর সং-
যোগে সংগীত আরম্ভ করিল। কোথায়ও বা দিব্যাঙ্গনাসদৃশ নর্ত্তকীগণ
সলয়ে করকিসলয় বিস্তার করত পুরবাসীগণের অপরিসীম আনন্দ
সম্পাদন করিতে লাগিল। পরিচারকগণ রাজপথের উভয় পার্শ্বে
শ্রেণী বদ্ধ করিয়া কদলীবৃক্ষ রোপণ করিল, এবং তন্মূলে সুশীতল
বারিপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি সহকার পল্লব সমর্পণ পূর্ব্বক
অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল। স্থানে
স্থানে মুক্তা প্রবাল জড়িত চন্দ্রাতপ উত্তোলন করিয়া তন্মধ্যে বিবিধ
আলোক অর্পণ পূর্ব্বক অমরলোকনিবাসিনী অচিরস্থায়িনী সৌদা-
মিনীর শোভাই যেন আকর্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা শশাঙ্কশেখর, সমস্ত রাজগণ একত্রীকৃত করিয়া
পুত্রের অনলকুমার নাম রাখিলেন। এবং নানা স্থান হইতে সমা-
গত নৃপতিগণ বহু মূল্য জৌতুক প্রদান ও ব্রাহ্মণগণ আনন্দে বিবিধ
আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক আপন আপন আবাসে প্রতিগমন করি-
লেন। এবং রাজকুমারও পিতা মাতার আনন্দের সহিত দিন দিন বর্দ্ধিত
হইতে লাগিলেন পরে সোমসেন পুত্রের পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে

তাহাকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তদ্দেশস্থ বিদ্যামন্দিরে প্রেরণ করিলেন।
কুমারও পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক পাঠশালায় গমন-
করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু শিক্ষাবিষয়ে অবজ্ঞা করত অন্যান্য বা-
লকগণের সহিত ক্রীড়াসক্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই
রূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার ক্রমশঃ কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার
হইতে লাগিল তচ্ছ্রবণে রাজা ও রাজমহিষীগণ একান্ত দুঃখিতা হই-
লেন। আহা! যত বয়ঃক্রম হইতে লাগিল, ততই রাজকুমারের দুরা-
শারূপ অগ্নি শিখা অসৎসংসর্গ রূপ তৈল প্রাপ্ত হইয়া হৃদয় ক্ষেত্রে প্রজ্ব-
লিত হইতে লাগিল। অনন্তর এক দিন সুকুমারী শিবগেহিনী এক
নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্টা হইয়া বাম করে কপোল সমর্পণ পূর্ব্বক এক-
চিত্তে পুত্র বিষয়ক বিবিধ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে নৃপতি তথায়
উপস্থিত হইয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেয়সি!
তুমি কি নিমিত্ত একাকিনী নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া বিষণ্ণ বদনে
কালাতিপাত করিতেছ? কেনই বা তোমার নয়ন যুগল হইতে
মন্দ মন্দ বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে? তৎসমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক
বর্ণন কর। তচ্ছ্রবণে রাজকুমারী সবিনয় বচনে বলিতে আরম্ভ
করিলেন নাথ! বহুকাল অতীত হইল আপনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া
একটি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে সানন্দ মনে আমার নিকট আগ-
মন করিয়া তাহা আমাকে ভক্ষণ করিতে অনুমতি করেন, তাহাতে
আমি অসম্মতা হইয়া আপনকার অন্যান্য মহিষীকে প্রদান করিতে
বলিয়াছিলাম, আপনি তাহা না করিয়া আপনকার জননী দ্বারা
আমাকেই প্রদান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে সেই
তনয়ের নানা প্রকার অসদাচরণ অবলোকন করিয়া আমার সর্ব্বশরীর
দগ্ধ হইতেছে। আর আমার তিলার্দ্ধ জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা
নাই! হে প্রিয়তম! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন মানবগণের
এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা বন্ধ্যা হইয়া জীবন যাপন
করায় সুখানুভব হয় কি না?।

অনন্তর ভূপতি বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রেয়সি! আমি আসমুদ্র কর গ্রহণ করিতেছি ধরণীস্থ যাবতীয় ভূপতিগণ আমার দ্বারস্থ হইয়া কর প্রদান করিতেছে সুতরাং আমাদিগের পুত্রের অসদাচরণ অবলোকন করিয়া দুঃখিত হওয়া অনুচিত, অনন্তর রাজমহিষী উত্তর করিলেন হে প্রাণধিক! আপনি জ্ঞানবান হইয়াও কি নিমিত্ত এই অসঙ্গত বাক্য বলিতেছেন। আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র তথাপিষে যথাশক্তি বলিতেছি শ্রবণ করুন। মানবগণ এই ধরণীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মায়াজালে নিবদ্ধ হইয়া পুত্র কামনা করেন। পরিশেষে সন্তান, গর্ব্ভমধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিলে রমণীগণের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ বোধ হয় তাহা পুরুষে সম্পূর্ণ অবগত নহে। হে মহারাজ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি এতাদৃশ ক্লেশসম্ভূত পুত্র যদি আজ্ঞা প্রতিপালনেও বিদ্যোপর্জ্জনে একান্ত পরাঙ্মুখ হয় তাহা হইলে কি তাহার জনক জননীর মনোমধ্যে দুঃখের সঞ্চার হয় না? এক্ষণে আমাকে সেই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। অধিক কি বলিব আমি রাজা সোমসেনের দুহিতা এবং আপনকার মহিষী, ইহা অপেক্ষা আর আমার সুখের বিষয় কি? কিন্তু নাথ! অনলকুমারের অসৎপ্রবৃত্তি রূপ অগ্নিশিখা সর্ব্বদা আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে সতত এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আর ঈদৃশ পুত্র প্রদান করিয়া মানবগণকে ভয়াবহ দুঃখসাগরে নিপাতিত না করেন। এই বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনিবার বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তখন রাজা নানাপ্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাজকুমার অন্তরাল হইতে জননীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বোধ হয় জননী প্রতিদিন এই রূপে পিতার নিকট আমার দোষানুবাদ করেন, অতএব অদ্যই ঐ পাপীয়সীর প্রাণ সংহার করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রজনী আ-

গতা হইলে করে এক ভীষণ করবারি ধারণ পূর্ব্বক মাতার মন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর সুকুমারী রাজকুমারী দূর হইতেই পুত্রকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হই। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে অনলকুমার তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। তখন তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! তুমি কি কারণে এই ভীষণ তিমিরাবৃতা যামিনীতে করবারি ধারণ করিয়া একাকী মদীয় আগারে প্রবিষ্ট হইলে? তোমার শরীরে কি কোনরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে? রাজকুমার উত্তর করিলেন রে দুর্ব্বৃত্তে! তুমি প্রতিদিন পিতার নিকট আমার দোষকীর্ত্তন কর, অতএব অদ্য তোমার শিরশ্ছেদন করিবার বাসনায় আগমন করিয়াছি। অনন্তর রাজমহিষী পুত্রের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন হায়! এই জগতীতলে বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী, যাহার শরীরে বিদ্যা নাই তাহার অসাধ্য ক্রিয়া নাই, যাহা হউক ইহাকে এই ভীষণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুত্রকে সম্বোধন করত বলিলেন বৎস! তুমি ঐ ভীষণ খড়্গ দ্বারা মদীয় প্রাণ সংহার করিলে আমি অসীম অপযশরূপ ভয়াবহ নরকভোগ হইতে উত্তীর্ণা হইয়া সুখসাগরে নিমগ্না হইব। ইহার পর আর আমার আনন্দের বিষয় কি আহা! আমার কি সৌভাগ্য অদ্য আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। হে বৎস! আমার প্রাণবিয়োগ হইলে পাছে তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয় এক্ষণে এই অশঙ্কা বলবতী হইয়া আমাকে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিতেছে। অতএব যতক্ষণ জীবিতা আছি ততক্ষণ তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করি। আমার উপদেশ সমাপ্ত হইলে তুমি আমার মস্তক ছেদন করিও। অনন্তর রাজকুমার জননীর ঈদৃশ স্নেহ সন্দর্শন করিয়া বলিলেন "শীঘ্র বলিতে আরম্ভ কর রজনী প্রভাত হয়।" তখন রাজতনয়া সাধ্যানুসারে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন বৎস! এক্ষণে

আমার মস্তক ছেদন কর। এই বলিয়া তাঁহারে নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। তখন রাজকুমার ভীত হইয়া জননীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করত বলিলেন মাতঃ! আপনকার উপদেশ বাক্যে আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে আপনি কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন এবং প্রতি দিন এক একটি উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করুন। শিবগেহিনী তাহাতে সম্মতা হইলেন। এবং রাজকুমার ও দিন দিন নব নব উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানার্জ্জন করত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।